M.

আধুনিক আরবী সাহিত্য

ও

আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ

গবেষনা পত্র

(তৃতীয় ও চতুর্থ পত্রের পরিবর্তে)

এম.এ. শেষ পর্ব

১৯৭৪ সাল

আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

Dhaka University Library
A144096

পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর : ৬৩৫

শিক্ষা বর্ষ : ১৯৭৪ - '৭৫

আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

- প্রথম অধ্যায় -

আধুনিক আরবী সাহিত্যের উৎপত্তি ... ১

ক্রমবিকাশ :

নেপোলিয়নের মিসরাক্রমন ... ৫

নেপোলিয়নের সাংস্কৃতিক কার্যাবলী ... ৬

মুহাম্মদ আলীর রাজ্যকাল ... ৭

মুহাম্মদ আলীর সংস্কারী জাগরনে রিফাত বেকের ভূমিকা ৯

মুহাম্মদ আলীর যুগে সাহিত্যিক বিকাশ এবং গ্রন্থাবলী ১০

ইসমাইল পাশার যুগে আরবী ভাষার প্রসার ... ১১

আধুনিক আরবী সাহিত্যে প্রাচ্যবিদ্দের অবদান ... ১৪

ইংরেজ কর্তৃক মিসর দখল ... ১৬

ইংগ মিসরীয় সম্পর্ক ১৭

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ১৮

বিভিন্ন ধারায় আরবী সাহিত্যের বিস্তৃতি ... ১৯

কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতা ২১

গদ্য কবিতা ৩৪

কথা সাহিত্য ৩৮

নাট্য সাহিত্য ৫০

প্রবন্ধ ও গবেষনা সাহিত্য ৭২

আরবী ছাপাখানা ও আধুনিক আরবী সাহিত্যে ছাপাখানার গুরুত্ব ৮৩

সংবাদ পত্র ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

— দ্বিতীয় অধ্যায় —

আবদুল মাহমুদ আল আক্কাদ	...	৮৭
বাল্য জীবন ও শিক্ষা জীবন	...	৮৯
সাহিত্যিক গোষ্ঠী ...	...	৯২
সাহিত্য কর্মের মাধ্যম : কর্মজীবন	...	৯৪
সাহিত্য কর্ম ...	...	১০০
কবি হিসেবে আল আক্কাদ ..	...	১০১
গ্রন্থ সমালোচনা ...	...	১০৬
সমালোচক হিসেবে আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ		১১৯
প্রবন্ধকার হিসেবে আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ		১২১
রচনা বৈশিষ্ট্য ও মতাদর্শ...	...	১২২
আল আক্কাদের ভাষা ও রচনা রীতি	...	১২৮
পরিশিষ্ট ...	...	১৩৬
গ্রন্থ পঞ্জী ...	...	১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক আরবী সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক আরবী সাহিত্যের উৎপত্তি -

ইসলামের আবির্ভাবের পর সমগ্র আরব ভূমি একটি মাত্র ভাষার আওতাধীনে এসেছিল। যা ছিল প্রাগৈসলামী যুগের কবিদের কবিতার ভাষা, যে ভাষায় কুস ইবনু সাইদা (৬০০ খ্রীঃ) উকায মেলায় ধর্মীয় বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন[১], যে ভাষায় হীরা রাজ নোমান ইবনুল মুনযির কতৃক প্রেরীত আরব প্রতিনিধিদল কিসরা আনুশিরওয়াঁর দরবারে আরবদের পক্ষে কথা বলেছিল,[২] যে ভাষায় কোরআন পাক অবতীর্ণ হয়েছিল, যে ভাষায় আঁ হযরত তাঁর প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন, যে ভাষায় তাঁর সময় বিভিন্ন সন্ধিপত্র লিখিত হয়েছিল এবং যে ভাষায় আরব বাসী সরকারী কাজ কর্ম, ব্যবসা বানিজ্য, সাহিত্য চর্চা ইত্যাদি করতো মোটামুটি ভাবে সে ভাষাকেই ক্লাসিক্যাল এ্যারাবিক বা আদি আরবী ভাষা বলা যায়।

পৃথিবীর অধিকাংশ সাহিত্যের ন্যায় আরবী সাহিত্যও কবিতার মাধ্যমে শুরু হয়। আর এ কবিতার উদ্ভব কাল সম্বন্ধে নানা মত বিরোধ থাকলেও প্রসিদ্ধতম বর্ননা অনুযায়ী জানা যায় যে কবি মুহালহিল বিন রর্বি তার ভ্রাতা কুলাইবের মৃত্যু (৫১০-৫৫০ খ্রীঃ) উপলক্ষে যে কবিতা রচনা করেছিলেন তাই আরবী সাহিত্যের প্রথম কবিতা[৩]। অতএব কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই আরবী কবিতা তথা সাহিত্যের উদ্ভব হয়। অতঃপর প্রায় ৭৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত আরব কবিগন একই ধারায় অর্থাৎ মুহালহিলের অনুসরনে কবিতা রচনা করতে থাকেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকগন আরবী সাহিত্যকে ৫টি যুগে বিভক্ত করেছেন :

(১) প্রাচীন যুগ বা জাহেলী যুগ ৫০০ খ্রীঃ - ৬১০ খ্রীঃ পর্যন্ত।
(২) প্রথম মধ্য যুগ বা ইসলামিক যুগ ৬১০- ৭৫০ খ্রীঃ। উমায়্যা যুগ এর অন্তর্ভুক্ত।
(৩) শেষ মধ্যযুগ বা আব্বাসী যুগ, ৭৫০ - ১২৫৮ খ্রীঃ।
(৪) রেঁনেসা পূর্ব যুগ অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাগদাদের পতনের পর থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালকে রেঁনেসা পূর্ব যুগ বলা হয়। এ সময়টা আরবী সাহিত্যের শোচণীয় কাল। কারন এসময় আরবী সাহিত্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহিত্যিকের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল।
(৫) নব্য যুগ বা আধুনিক যুগ, যাকে আরবী সাহিত্যের রেঁনেসার যুগ বলা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ যুগের ব্যাপ্তি।

আরবী সাহিত্যে গদ্য বা প্রবন্ধ শাখার তুলনায় কাব্য শাখাই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। ক্লাসিক্যাল আরবী সাহিত্যে গদ্য বলতে কিছু বক্তৃতা, ভাষন, প্রবাদ বাক্য, বংশ তালিকা, উপদেশ, চিঠি পত্র, যাদু মন্ত্র ইত্যাদিই নমুনা হিসাবে পাওয়া যায়। আর সে যুগের কাব্যের বিষয় বস্তু ছিল

---

(১) হাসান যাইয়াত, তারিখে আদবে আরবী (অনুবাদ) পৃঃ ৫০-৫৪
(২) নিকলসন পৃঃ ৩৮-৩৯
(৩) আস সাবউল মুয়াল্লাকাত - ডঃ এনামুল হক পৃঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

বেদুইনদের যাযাবর জীবনের গতি প্রকৃতি; আর অধিকাংশ কবিতাই ছিল -

** হিদা - (কাঁরাভা সংগীত)

** হিজা - (দুন্দ্ব সংগীত)

** রাজায - (রন সংগীত)

** কাসাস - (লোক সংগীত)

** মারছিয়া -(লোক গাথা)

প্রাক্‌ইসলামী যুগের অধিকাংশ কবিতাই ছন্দে, ভাবে, বিষয় বস্তুতে, ভাষায় ও আংগিকে কসীদার মধ্যেই পূর্নাংগ রূপ লাভ করেছে। কাহিনীমূলক গীতোর্ত্তীর্ন দীর্ঘ কবিতাকে কসীদা বলে। বিখ্যাত আরব সমালোচক ইবনে কুতাইবার মতে (১) কসীদার ৩টি অংশ রয়েছে -

** প্রথম - কবি প্রেমিকার বাসভূমির বর্ননা, স্মৃতি চারণের পরিপ্রেক্ষিতে দয়িতার জন্য আক্ষেপ তথা রোদন।

** দ্বিতীয় - প্রেমিকা কেন্দ্রিক দুঃখ দুর্দশা, প্রশংসা অপ্রশংসা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অপরিসীম প্রান্তি-ক্লান্তি, উষ্ট্রের ক্ষীয়মান অবস্থা প্রভৃতির বর্ননা দ্বারা কবি যখন তার প্রিয়ার সবকিছু উপস্থাপন করেছেন বলে মনে করেন এবং পারিতোষিক লাভের আশা নিশ্চিত মনে করেন তখনই -

** তৃতীয় - উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রশংসায় অবতীর্ন হন। ব্যর্থতার উচ্ছাস ও নীতি কথা দ্বারাও কেহ কেহ তার কসীদা সমাপ্ত করেন।

প্রাচীন যুগের প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে -

* ইমরুল কয়েস
* তুরফা বিন আল আবদ
* যুহাইর বিন আবি সুলমা
* লাবীদ বিন রবীয়াহ
* আমর বিন কুলছুম
* আনতারা বিন শাদ্দাদ
* হারিছ বিন হিল্লিযাহ।

---

(১) নিকলসন, লিটারারী হিস্টোরি অব দা এ্যারাবস পৃঃ ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও আরও ৩জন কবির নাম এ প্রসংগে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য - যেমন - নাবিগা, আ'শা এবং আ'লকামা।

প্রাইসলামী যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি ইসলাম গ্রহন করেছিলেন, যেমন হযরত লাবীদ, হাসসান বিন ছাবিত, কা'ব বিন যুহাইর এবং খানসা। এদেরে মুখাদরেমীন কবি বলা হয়।

উমায়া যুগের কবিদের মধ্যে উমর বিন আবি রবী'আ, আখতাল, জারীর ও ফারাজদাক ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

আব্বাসী যুগে আশাতীত বিস্তৃতি লাভ করে আরবী সাহিত্য। বাশ্‌শার বিন বুরদ, আবুল আতাহিয়া, আবু নুয়াস, আবু তাম্মাম, বুহতরী, মুতানাব্বী, আবুল আলা আল মা'আররী প্রমুখ কবিগন বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। জাহেলী যুগের তুলনায় এ যুগের কাব্য সাহিত্য ভাব, আংগিক ও বিষয় বস্তুর দিক দিয়ে বেশ নতুন, প্রগতিশীল এবং দর্শন পূর্ন। ডঃ ত্বহা হোসেনের ভাষায় বলা যায় প্রত্যেক যুগের সাহিত্যই তার পূর্ববর্তী সাহিত্যের তুলনায় আধুনিক এবং পরবর্তী সাহিত্যের তুলনায় প্রাচীন। আব্বাসী যুগের কবি সাহিত্যিক দের লেখনীতে জাহেলী ও উমায়া যুগের সাহিত্যের তুলনায় অনেক বেশী চিন্তাশীল বিষয় এবং দর্শন দেখা যায় যা পাঠকদেরে আধুনিক চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ করে দেয়।

আবুল আলা আল মা'আররীকে নৈরাশ্যবাদী কবি বলা হলেও তার কবিতার প্রতিটি চরনেই রয়েছে দার্শনিক চিন্তাধারা ও উপদেশ। তিনি বলেছেন, "অসৎ নেতার চেয়ে অন্ধের যষ্টি উত্তম অবলম্বন।" তার বিবাহ বর্জন ও সন্তান উৎপাদনে অনীহা নীতিতে রয়েছে অপরিসীম চিন্তার অবকাশ। এর সাথে ইসলামের অনুশাসনেরও মিল রয়েছে। তিনি ছিলেন একজন অপ্রতিষ্ঠিত দরিদ্র কবি, তাই জীবনে বিবাহ করেননি। আর তার বিবাহ না করার উপদেশও ঐ ব্যক্তির জন্য যে স্ত্রীর ভরনপোষনে অক্ষম। বিশ্ব সম্পর্কে তিনি গভীর চিন্তা করেছেন। তাই আজকের এ জন্ম শাসনের প্রয়োজনকে তিনি সেই একাদশ শতাব্দীতেই উপলব্ধি করতে পেরে সূক্ষ্ম কবিতায় বলেছেন, "বিবাহ করলেও তোমরা সন্তান উৎপাদন করনা"।

মধ্যযুগীয় এ সকল কবিদের কবিতায় অনেক আধুনিক চিন্তার আভাস পাওয়া যায়। এমনি ভাবে জাহিয (মৃঃ২৫৫ হিঃ), ছা'আলিবী, আসমায়ী (১২৩ হিঃ-২১৬) ইবনে সীনা (৩৭০হিঃ-৪২৮) ইমাম গাযযালী (৪৫০হিঃ-৫০৫) ইবনে রুশদ (৫১৪হিঃ-৫৯৫)(১) প্রমুখ সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক দের লেখনীর মাঝে বিভিন্ন প্রকার আধুনিক চিন্তাধারা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শন ফুটে উঠেছে। কিন্তু এদের ভাষা এবং ক্লাসিক্যাল আরবী ভাষার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং আমরা বলতে পারি, অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবী ভাষার ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক যুগের মধ্যে বর্ন, শব্দ বিন্যাস বা আংগিক গঠনে তেমন

---

(১) হাসান যাইয়াত, তারিখে আদবে আরবী পৃঃ ৫৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

কোন পার্থক্য নেই । আর বিষয় বস্তু ও চিন্তা ধারার মধ্যে যে পার্থক্য সুচিত হয় তা কালানুসারে পূর্ব বর্তীর চেয়ে পরবর্তীটা আধুনিক এবং পরবর্তীর তুলনায় পূর্ববর্তীটা প্রাচীন ।

আর এ আধুনিকতাকে ভাষা ও সাহিত্যের সাথে যুক্ত না করে মনে হয় যুগের সাথে সংযুক্ত করাই উত্তম। অর্থাৎ আধুনিক আরবী ভাষা ও সাহিত্য বলার চেয়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক যুগ বলাই মনে হয় অধিক যুক্তি সংগত । কারন আরবী ভাষায় এ দুই যুগের ভাষার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই । ভাষা কেবল যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে । যেমন - প্রাচীন যুগে সমাজ ব্যবস্থা যে রুপ ছিল অথার্ৎ প্রাচীন আরব বাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের সাহিত্য গড়ে উঠেছে তেমনি আধুনিক কালেও আরবী ভাষা বিভিন্ন উন্নত দেশ ও জাতির সাথে এবং তাঁদের উন্নতমানের সাহিত্যের সাথে পরিচিত হয়ে নিজকে আধুনিক করতে সচেষ্ট হয়েছে । নিত্যনতুন প্রয়োজন অনুসারে সাহিত্যের ও আমূল সংস্কার করা হয়েছে । প্রাচীন কালে আরব বাসীর চিত্ত বিনোদনের বিষয় হিসাবে আমরা দেখতে পাই ঘোড় দৌড়, জুয়া খেলা, মদ্য পান, প্রাচীন কবিতা ধর্মী কাব্য প্রতিযোগীতা, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদিকে। ফলে তাদের ভাষা ও সাহিত্যে এগুলোই প্রতিফলিত হয়েছে । পরবর্তী কালে সু শিক্ষিত ও সুসভ্য জাতি হিসাবে তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন চাহিদা দেখা দিয়েছে । ফলে তাঁদের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তের জন্য সৃষ্টি হয়েছে সংবাদ পত্র ও বিভিন্ন সমালোচনা মূলক সাহিত্য পত্রিকা। চিত্তবিনোদনের জন্য নির্মিত হয়েছে রংগালায়,সিনেমা হল, তাকে কেন্দ্র করে লিখিত হয়েছে নতুন নাটক। পাঠকদের অবসর যাপন, জ্ঞান বৃদ্ধিকরন ইত্যাদির জন্য রচিত হয়েছে বিভিন্ন ছোট গল্প ও উপন্যাস, বালক বালিকাদের চন চুন মনকে আকর্ষন করার জন্য মুদ্রিত হয়েছে সুন্দর সুন্দর চিত্র সমুলিত বই। প্রিয় জনদের উপহার দেওয়ার মত হাসি ও আনন্দ পূর্ন গল্পের বই রচিত হয়েছে । বর্তমানের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ন বিভিন্ন ধরনের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও চিন্তাবোধ সমূলিত সাহিত্য রচিত হয়েছে । ফলে আধুনিক আরবী সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছে । মোটামুটি ভাবে একেই মর্ডান এ্যারাবিক লিটারেচার বা আরবী সাহিত্যের আধুনিক রুপ বলা যায় ।(১)

ক্রম বিকাশ :- নেপোলিয়নের মিসর আক্রমন, ইংরেজদের মিসর বিজয়, সুয়েজ খালের উন্মুক্তিকরণ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনা গুলো আরব জাহানকে বিভিন্নভাবে আধুনিক বিশ্বের সাথে এবং তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করেছিল ।

---

(১) এ. আর. গীব, ষ্টাডিজ অনদি সিভিলাইজেশন অব ইসলাম, পৃঃ ২৪৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

নেপোলিয়ানের মিশর আক্রমণ :

ডঃ তুহা হোসেনের বর্ণনা অনুযায়ী ভাষার আধুনিকতাকে কোন নির্দিষ্ট সময় দ্বারা বেধে রাখা যায় না। ইহা কখনও গতানুগতিকভাবে চলে আসে, আবার কখনও বিপ্লব বা জাগরণের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের আমুল পরিবর্তন সাধন করে। দীর্ঘদিনের অতি পরিচিত বিষয় সমূহের পরিবর্তে সুচনা করে অনেক নতুন নতুন বিষয়ের। যেমন-ফরাসী বিপ্লব দুনিয়ার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ বিপ্লবের ফলে যে যান্ত্রিক যুগ শুরু হয়, ব্যবসা বানিজ্যের উন্নতি সাধিত হয়, ছাপা খানা কল কারখানা, চালু হয় তা পাশ্চাত্য বাসীদের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা করে। মিশর তথা গোটা আরব জাহানের উপরও এ বিপ্লবের প্রভাব পতিত হয়। পাশ্চাত্যের সাথে পরিচিত হয়ে আরব বাসীর জীবনেও শুরু হয় আধুনিকতার নতুন অধ্যায়। আর এ আধুনিকতার বীজ বপনের মূলে ছিল নেপোলিয়ানের মিশর বিজয়।

ফরাসী বিপ্লবের জাত সন্তান নেপোলিয়ান বোনাপার্টী সর্ব প্রথম মিশরের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। ইংরেজ দের কাছে তখনও মিশরের গুরুত্ব অজ্ঞাত ছিল। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, The Napoleonic expedition turned Europe's eyes to the some what forgotten land route to india and set in motion a chain reaction which made the Near East the storm centre of European intrigue and diplomacy. (1)

ঐতিহাসিক রিকাত তৎকালীন মিশরের অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, Until the end of the eighteenth-century Egypt was in deep slumber, ignorant of the out side world. She was awakend from her long slumber by Napolean. (2)

১৭৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ানের মিশর আক্রমণ এবং অধিকারের ফলে মিশরের উপর ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব নিপতিত হয়।

নেপোলিয়ান ৩০০টি জাহাজে করে ১২০টি কামান ও ৩২,০০০ হাজার বাছাই করা সৈন্য নিয়ে মিশরে এসেছিলেন। তাছাড়াও তিনি প্রায় ১০০ জন প্রফেসর, বৈজ্ঞানিক, কারিগর, আবিষ্কারক, প্রাচ্য

---

(১) হিস্টরি অব দি এ্যারাবস, পৃঃ ৭২২

(২) খান ও রহমান, মধ্য-প্রাচ্যের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৪, ৪র্থ অধ্যায়, পৃঃ ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

দেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যাক্তি, দোভাষী, মুদ্রাকর ও শিল্পী নিয়ে এসেছিলেন।[১] মিশরের শাসক গোষ্ঠী মামলুকগন ১২,০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে এম্বাবা নামক স্থানে ফরাসী বাহিনীর সম্মুখীন হলে ভীষন ভাবে পরাজিত হয়।

নেপোলিয়ানের সাংস্কৃতিক কার্যাবলী :

নেপোলিয়ানের কাজ কর্ম ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে মিশর বাসী তাঁকে শাইখুল কাবীর বলতেন। নেপোলিয়ান মিশরে একটি নতুন সাম্রাজ্য গঠন করে তার উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রকার সরনজাম নিয়ে এসেছিলেন।

নেপোলিয়ান তাঁর সাথে স্থাপত্য শিল্প, চিত্তবিনোদন এবং জাগরন মূলক সকল সরন জাম নিয়ে এসেছিলেন। নেপোলিয়ান মিশরে একটি নাট্যশালা স্থাপন করেছিলেন। প্রতিমাসের শেষ রজনীতে সেখানে ফরাসী নাটক মঞ্চস্থ হতো।[২] তিনি ফরাসী বালক বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। "বারিদে মিশর" এবং আল তাঁশুরি মিশর নামক ২টি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।[৩] তিনি "আল মাত্ব-বায়াতুল আহলীয়া" নামক ১টি ছাপা খানা এনেছিলেন।

ইংরেজদের নানা রকম উসকানি মূলক প্ররোচনা এবং আক্রমনের ফলে ১৭৯৯ খ্রীঃ ২২শে আগষ্ট নেপোলিয়ন মিশর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।[৪] তাঁর এ সামান্য সময়ের রাজত্বকালে মিশর বাসীর জীবনে সাচ্ছন্দ্য এবং সুদূর প্রসারী আকাংখার সৃষ্টি হয়েছিল।

আধুনিক যুগে আরবী ভাষার উন্নতি এবং আধুনিকি করনের ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন এবং ফরাসী পন্ডিতগনই প্রথম অবদান রেখেছেন।

নেপোলিয়নের প্রস্থানের পর প্রথমে ফরাসী সেনাপতি ক্লেবার এবং পরে মিনো মিশরের গভর্নর হন। মিনো ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেও মিশরে টিকতে পারেননি। ইংগতুর্কী বাহিনী কতৃক পরাজিত হয়ে ১৮০২ খ্রীঃ আমিন্সের সন্ধি অনুযায়ী মিনো সহ ফরাসী গন তাঁদের যন্ত্র পাতি, অস্ত্র শস্ত্র, গবেষনার ফলাফল ইত্যাদি নিয়ে মিশর পরিত্যাগ করতে রাজি হন।[৫]

---

(১) খান ও রহমান, মধ্য-প্রাচ্যের ইতিহাস, ঢাকা,১৯৭৪, ৪র্থ অধ্যায়,পৃঃ ৫০।

(৩) বারিদ মিশর সপ্তাহিক, তাঁশুরি মিশর-দশ দিন অন্তর প্রকাশিত হতো।
(৪) খান ও রহমান,মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাস, ৪র্থ অধ্যায়,পৃঃ ৫৫ ।
(৫) - ঐ -

Dhaka University Institutional Repository

নেপোলিয়নের মিশর অভিযান দ্বারা সামরিক অপেক্ষা সাংস্কৃতিক বিজয়ই বেশী হয়েছে। যেমন রিকাত বে বলেছেন,-" It was the pride of the france that although they failed in Egypt from military peint of view they actually succeeded in discovering modern Egypt politically, socialy and culturally. (1)

আর ৩ বছর ৩ মাসের রাজত্বকালে ফরাসী পন্ডিতগন মিশরে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেন। ফরাসী শাসনামলে মিশরে সর্ব প্রথম সামরিক বিদ্যালয় এবং সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে নিয়মিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। বহু হাসপাতাল, চিকিৎসা বিদ্যালয় এবং চিত্তবিনোদনের জন্য থিয়েটার একাডেমী স্থাপন করা হয়। কারিগর ও বৈজ্ঞানিক গন অস্ত্র শস্ত্র, গোলা বারুদ, জাহাজ, কলকারখানা এবং নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে থাকেন। দেশের উন্নতির জন্য তাঁরা বহু কলেজ ও রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপন করলেন। এসব দেখে মিশর বাসী তাদের জীবন ধারার অবনতি বুঝতে পেরে সাহিত্য তথা সর্বক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতা করে চলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক রিকাত বের মন্তব্য প্রনিধান যোগ্য ; "All these awoke the attention of the Egyptians and opened their eyes to the new world, moved by science, force and organization. (2)

মুহাম্মদ আলীর রাজত্বকাল (১৮০৫-১৮৪৮) :-

মুহাম্মদ আলী ছিলেন জন্মগত সৈনিক ও কূটনীতি বিদ। পি. কে. হিট্টি বলেছেন, "মিশরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশের ইতিহাস কেবল মুহাম্মদ আলীরই ইতিহাস। মুহাম্মদ আলী পাশাই প্রকৃত পক্ষে আধুনিক মিশরের জন্মদাতা" (৩)। মুহাম্মদ আলী বুঝতে পেরেছিলেন, সুসভ্য জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে মিশর বাসীকে সর্ব প্রথম জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি -অনুপ্রাণীত করতে হবে। তাই তিনি স্বীয় শাসনামলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি-অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি রাজস্বের এক চতুর্থাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করতেন। মিশর বাসীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুহাম্মদ আলী বিদেশ থেকে শিক্ষা বিশারদ আমদানী করেন এবং বহু ছাত্র ও সৈনিককে প্রশিক্ষন লাভের জন্য ইউরোপ প্রেরন করেন। মুহাম্মদ আলী ১৮১০ খ্রীঃ থেকে

---

(১) দি এ্যাওকেনিং অব মর্ডার্ন ইজিপ্ট, পৃঃ ১৫

(২) -ঐ-

(৩) হিস্টরি অব দি এ্যারাবস, পৃঃ ৭২২

Dhaka University Institutional Repository

১৮৪৯ খ্রীঃ পর্যন্ত মোট ৩১১ জন মতান্তরে ৩১৯ জন ছাত্রকে সরকারী খরচে ইতালী, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং অষ্ট্রীয়াতে পাঠিয়েছিলেন। এতে সরকারের ব্যয় হয়েছিল LE ২৭০,০৬০ (১)। তিনি ডক্টর ক্লটবে নামক একজন ফরাসী পন্ডিতকে শিক্ষা সংস্কারের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। এবং সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে ফরাসী আদর্শে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন।

মুহাম্মদ আলী ১৮২৫ খ্রীঃ "ইবনুল আইনী"- ভবনে একটি ক্যাডেট কলেজের উদ্বোধন করেন। তিনি ১৮১৩ খ্রীঃ যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষার জন্য একদল যুবককে ইতালী এবং ১৮১৮ খ্রীঃ অন্য একদল যুবককে কারিগরী শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড প্রেরণ করেন (২)। শিক্ষা আধুনিকি করণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তার অবদান সম্পর্কে পি.কে. হিট্টি বলেছেন, " Himself an illiterate man, he yet patronized learning, started a ministry of education, created a council of education and founded the first school of engineering in his realm (1816) and the first school of medicine(in 1827) (3). (This School is today included in Fu'ad I University)

প্রথম দিকে বিভিন্ন ভাষা ভাষী ছাত্রদের পক্ষে শিক্ষকের নিকট থেকে পাঠ গ্রহনে অসুবিধা দেখা দিলে তিনি পাশ্চাত্য, সিরিয়া, এবং আরমেনীয়া থেকে অনেক দোভাষী আমদানী করেন। শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য তিনি বহু প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ফলে ১৮৩৯ সালের মধ্যে শুধু কায়রোতেই তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শাখায় উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাড়ায় ১৬তে। যার মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯০০০ হাজার (৪)। তিনি ১৮৩৬ খ্রীঃ দিউয়ানুল মাদারিস নামক আরও একটি ক্যাডেট কলেজ স্থাপন করেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মিশরের সমস্ত বিদ্যানিকেতন ইয়োরোপীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গেল।

আরবী সাহিত্যের নবজাগরনের যুগে যে সকল গ্রন্থ এ সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছে তার অধিকাংশই পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদ। আর এ অনুবাদের মাধ্যমে সাহিত্যকে আধুনিক এবং প্রাচুর্যপুর্ন করার ক্ষেত্রে মুহাম্মদ আলীর অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তিনি নিজে সাহিত্যিক না হলেও সাহিত্যের প্রতি তার ঝোক ছিল অপরিসীম। তিনি পাশ্চাত্যের সমস্ত সাহিত্যকেই আরবী ভাষায় অনুদিত করার ইচ্ছা পোষন করতেন।

---

(১) হিস্টরি অব দি এ্যারাবস, পৃঃ ৭২২।
(২) উমর দাসুকী - ফিল আদাবিল হাদিছ, পৃঃ ১৯।
(৩) হিস্টরি অব দি এ্যারাবস, পৃঃ ৭২৩।
(৪) জুরজী যায়দান, তারিখু আদাবিল লুগতিল আরাবিয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

এ উদ্দেশ্যে তিনি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র রিফা'আত বেক তাহতাবিকে (মৃঃ১৮৭৩) কাজে লাগিয়ে আশাতীত সফলতা লাভ করেছিলেন। ফরাসী ভাষায় রিফায়াত বেক বেশ পারদর্শী ছিলেন। তিনি রুশো, ভলটিয়ার, ওয়ার্সিন, মনটিসকো প্রমুখের অনেক গ্রন্থ পড়ে বহুমুখী প্রতিভা অর্জন করেছিলেন। মুহাম্মদ আলী ১৮৩৬ খ্রীঃ "মাদ্রাসাতুল ইদারাতিল আলসান" নামক একটি সাহিত্য একাডেমী স্থাপন করে রিফায়াত বেককে তার পরিচালনার দায়িত্ব ভার অর্পন করেন। মুহাম্মদ আলীর অনুপ্রেরনায় তিনি প্যারিসে গিয়ে গ্রন্থ সংকলন এবং অনুবাদ কার্যে লিপ্ত হলেন।যার ফলে রচিত হলো তাঁর "তাখলীসুল ইবরিয ফি তালখীসে বারিয"। এখানে তিনি প্রকৌশল, খনিজ বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইতিহাস, ভূগোল, দিন পঞ্জিকা, পুরান বিজ্ঞান, দর্শন এবং নীতি শাস্ত্রের উপর প্রায় ১২ খানা গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন।

মিশরীয় পন্ডিতদের মধ্যে তিনিই প্রথম সংবিধান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ডি-স্যাসী রিফাত বেকের আন্তরিকতা পূর্ণ সাহিত্য চর্চা দেখে বলেছেন, "ফ্রান্সে অবস্থান কালে রিফায়াত বেক বহু মুখী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যা তাঁর দেশ ও জাতির জন্য খুব উপকারে আসবে, আমার নিকট তাঁর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে"(১)।

দীর্ঘ ছয় বছর ফ্রান্সে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রশিক্ষন নিয়ে তিনি ১৮৩১ খ্রীঃ মিশর এলেন। এখানে এসে আবিজাবাল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহন করলেন। অতঃপর ক্যাডেট কলেজে চাকুরী নিয়ে প্রকৌশল ও যুদ্ধ বিদ্যা সম্পর্কীয় বইয়ের অনুবাদে ব্যাপৃত হলেন, তিনি ভূগোল গ্রন্থ ও অনুবাদ করেন। এমনি ভাবে মুহাম্মদ আলী রিফাত বেককে বিদেশ থেকে উপযুক্ত পন্ডিত রূপে গড়ে এনে তাঁর দ্বারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির অদ্ভুত উন্নতি সাধন করেন।

মুহাম্মদ আলীর সময়ে নারী জাগরনে রিফাত বেকের ভূমিকা :

রিফাত বেক চিন্তা করেছেন,পুরুষের সাথে নারীও যদি শিক্ষা দীক্ষা এবং বিভিন্ন আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে আসে তবে সহজেই দেশ ও জাতি একটি সভ্য ও সু-শিক্ষিত জাতিতে পরিণত হবে। তিনি নারী জাতিকে আধুনিক বিশ্বের অনুকরনে পুরুষের সাথে সমান তালে এগিয়ে আসার জন্য অনুপ্রেরনা মূলক একখানা গ্রন্থ "আলমুরশেদুল আমীন লিল বানাতে অল্ বানীন" রচনা করেন। তিনি বলেছেন, "কর্মই নারীদের অনুচিৎ বিষয় হতে বিরত রাখে এবং মর্যাদার নিকট বর্তী করে দেয়।" তাঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৮৭৩ খ্রীঃ মিশরে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইসমাইল পাশার স্ত্রী।

----

(১) উমর দাসুকী,-ফিল আদাবিল হাদীছ, পৃঃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

রিফা'আত বেক ফরাসীদের জাতীয় সংগীত সহ বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন; কিন্তু ফেনেলন এর "লেস এ্যাডভেঞ্চার ডি তালেমাক" নামক গ্রন্থ খানা অনুবাদ করে তাঁর সুখ্যাতি সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করেছে। তিনি এ গ্রন্থ খানার নাম দিয়েছেন, "মাওয়াকিউল-আফলাক ফি আখবারি তিলিমাক" অতএব তাকে মুহাম্মদ আলীর যুগে "আন নাহদা" বা নব জাগরনের অগ্রনায়ক বলা চলে।

মুহাম্মদ আলীযুগের সাহিত্যিক বিকাশ এবং গ্রন্থাবলী :

আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পন্ডিত আরবী সাহিত্যের এ নতুন ধারাকে মেনে নিতে পারেনি। তাঁরা এর নানা রকম বিরুদ্ধাচারন করেছেন। এবং এর বিরুদ্ধে অপ প্রচার চালিয়েছেন। কিন্তু তবু ও আধুনিকতার এ প্রবাহমান গতিকে রোধ করতে তাঁরা পারেন নি। সাহিত্যের পুরাতন গতানুগতিক ধারাকে বর্জন করে কবি সাহিত্যিক গন আধুনিক ভাবধারায় বিভিন্ন গ্রন্থ, নভেল, নাটক, ছোট গল্প, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। মুহাম্মদ আলীর যুগে বহু কবি সাহিত্যিকের উন্মেষ ঘটেছিল। তন্মধ্যে নিম্নের নামগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :-

- শায়েখ হাসান আত্তার, (১৭৬৬-১৮০৫ খ্রীঃ)
- শায়েখ হাসান কুয়াইসার, (১৭৮৯-১৮৪৭খ্রীঃ)
- সাইয়েদ আলী দারবীশ, মৃঃ(১৮৫৩ খ্রীঃ)
- শায়েখ মুহাম্মদ সাহদী, মৃঃ (১৮১৫ খ্রীঃ)
- রিফা'আহ বেক তাহতাবী,মৃঃ (১৮৭৩ খ্রীঃ)
- আবদুল্লা পাশা ফিকরী,মৃঃ(১৮৮৯ খ্রীঃ)
- মুয়াল্লিম বুতরুস কারামাহ,(১৭৭৪-১৮৫১ খ্রীঃ) সিরিয় কবি।
- নাসিফ আল ইয়াযিজী,(১৮০০-১৮৭১ খ্রীঃ) (১)
- শিহাবুদ উসুমী, (১৮০২-১৮৫৪ খ্রীঃ) ইরাকী কবি- [illegible]।

এরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, ব্যাকারণ এবং চিত্তবিনোদন বিষয়ক শতশত বই মাতবাআতু বুলাক নামক ছাপা খানা থেকে ছাপিয়ে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে লাগলেন। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে এ সময়ের অধিকাংশ গ্রন্থই ছিল বিভিন্ন বিষয়ের অনুবাদ।

---

(১) হাসান যাইয়াত, তারিখে আদবে আরবী, পৃঃ ৩৬১।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় যে সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের বই অনূদিত হয়েছিল তাকে ৭ ভাগে ভাগ করা যায় । যেমন-

- ** উলুমু তাবইয়্যাত – এর মাঝে রয়েছে চিকিৎসা বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি ।
- ** উলুমুর রিয়াযিয়্যাতে – এতে রয়েছে গনিত, প্রকৌশল, এ্যালজেবরা ইত্যাদি ।
- ** উলুমুল হারবীয়্যা – সমর বিদ্যা ।
- ** তুতুবুদ্দীন বা উলুমুদ্দীন – ধর্মীয় বিদ্যা ।
- ** উলুমুল কাযাইয়্যা – বিচার ও আইন সম্পর্কীয় বিদ্যা ।
- ** উলুমুল এক্তেসাদিয়্যাতে ওয়াল ইজতি মাইয়্যাহ – আধুনিক অর্থনীতি ও সমাজ বিদ্যা ।
- ** আল আদাব ওয়াশ শির – কবিতা ও সাহিত্য ।

মুহাম্মদ আলীর সময়ের এ নব জাগরন ছিল বিজ্ঞানমুখী,যা দেশ ও জাতীর অবস্হার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল । যেমন- সেনা বাহিনীর চিকিৎসার জন্য ঔষধ ও ডাক্তার এবং যুদ্ধের জন্য অস্ত্র শস্ত্র, জাহাজ ও সৈন্যের প্রয়োজন হয়েছিল । তাই দেখা যায় এসময় চিকিৎসা, প্রকৌশল, ক্যাডেট ইত্যাদি স্কুল কলেজ বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ।

খেদিভ ইসমাইল পাশার যুগে আরবীভাষার প্রসার (১৮৬০-১৮৭৯):

ইসমাইল পশার যুগই ছিল প্রকৃতপক্ষে আরবী সাহিত্যের নব জাগরনের যুগ । মুহাম্মদ আলীর যুগে নবজাগরনের যে সকল উপকরণ সৃষ্টি হয়েছিল তা খেদিভ আববাস ও সাইদ পশার রাজত্বকালে প্রায় বিলুপ্তিরপথে গিয়ে পৌছেছিল। ফলে ১৮৬৩ খ্রীঃ ইসমাইল পাশা যখন মিশরের সিংহাসনে আরোহন করলেন তখন মিশরে মাত্র একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি ক্যাডেট বিদ্যালয়, একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় এবং একটি ফার্মেসী বিদ্যালয় ছিল । কিন্তু উচ্চাভিলাষী সম্রাট ইসমাইল পাশা জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মিশরকে ইউরোপের অনুরূপ দেখতে চাইলেন । তিনি পূর্বের ন্যায় আবার বিদেশে শিক্ষা প্রতিনিধি পাঠাতে শুরু করলেন । উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় স্হাপন করলেন । তাঁর সময়ে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ সমূহের মধ্যে "মাদ্রাসাতু দারুল উলুম" নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটার ভূমিকাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ন, যা ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে স্হাপিত হয়েছিল ।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বেই বলা হয়েছে ইসমাইলের তৃতীয় স্ত্রী "সাইয়েদা জশম আফাত হানিম" সর্বপ্রথম ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যার ফলে দ্রুত গতিতে নারী শিক্ষার প্রসার হতে লাগলো। ইসমাইল পাশা এর সাথে আরও অনেক গুলো কারিগরী বিদ্যালয়, গণিত ও জরিপ বিদ্যালয়, কৃষি ও শিল্প বিদ্যালয় এবং অন্ধ ও মূক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। ইসমাইলের রাজত্ব কালে ৪০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি বালিকা বিদ্যালয় এবং ফিরতীদের জন্য ১২টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। তিনি এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ১,৫০০ শো একর জমি দান করেছিলেন। ইসমাইলের রাজত্ব কালে শিক্ষা ও সাহিত্যের নব জাগরনের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় দারুল কুতুবের ভূমিকাই ছিল সর্বাধীক গুরুত্বপূর্ন।

জামঈয়্যাতুল ইলমিয়্যাহ (শিক্ষা সমিতি) :

ইসমাইলের শাসনামলে আধুনিক আরবী সাহিত্যের অভূত পূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। এ সময় অসংখ্য শিক্ষা সমিতি গড়ে উঠে যা জ্ঞান বিজ্ঞানের জাগরনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। যেমন -

** "মাজমাউল ইলমি"

** "জামঈয়্যাতুল মায়ারিফ" ＊ ১৮৬৮ খ্রীঃ মুহাম্মদ আরিফ পাশা স্থাপন করেছিলেন। এ সমিতির সদস্য সংখ্যা হয়েছিল ৬৬০ জন।

** জামঈয়্যাতুল জিগরাফিয়া বা ভূগোল সমিতি। এ একাডেমীটি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের প্রখ্যাত শিক্ষা বিদগন স্থাপন করেছিলেন।

** জামঈয়্যাতুল খাইরিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা বা মুসলিম জন কল্যান সংঘ - ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাইয়েদ আবদুল্লা নাদীমের উদ্যোগে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইহার অনুকরণে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আরও দুটি শিক্ষা সমিতির একটি দিমইয়াতে অন্যটি কায়রোতে স্থাপিত হয়েছিল। মিশরে এ সময়ে সরকারী হিসাব মতে বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা সমিতির সংখ্যা দাড়িয়েছিল ১৬০ টিতে (১)।

ইসমাইলের শাসনামলে সাহিত্য :

ইসমাইল পাশা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে মিসরকে পাশ্চাত্যের অনুরূপ করার জন্য মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করে ছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে বিদেশীরা মিসরের উপর

---

(১) জুরজী যায়দান, তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবীয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবশালী হয়ে নানা রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে লাগল। এ সময় (১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ) মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ধর্ম সংস্কারক জামালুদ্দীন আফগানী (মৃত্যু - ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) মিসরে দীর্ঘ ৮ বছর অবস্থান করে ছাত্রদেরে ধর্মীয় সংস্কার মূলক শিক্ষা এবং বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দিতে লাগলেন। জামালুদ্দীন আফগানীর প্রভাবে সংস্কার বিরোধী আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কারমুখী হয়ে উঠলো। তাঁর এ সময়ের জ্বালাময়ী ভাষনগুলো তাঁরই শিষ্য প্রখ্যাত সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার আদিব ইসহাক (মৃঃ১৮৮৫) স্বীয় পত্রিকা "মিসরে" প্রকাশ করতেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মিসরে ইংগ ফরাসী নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা কার্যকরী হলে এ উভয় শক্তি জামালুদ্দীন আফগানীকে "বিপদজনক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী" রূপে আখ্যা দিয়ে তাঁকে দেশ হতে বহিস্কার করার জন্য খেদিভ তওফিককে বাধ্য করে (১)। জামালুদ্দীন প্যারীসে নির্বাসিত হলে তাঁর শিষ্যগন মিসরে এ আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন। শিষ্যগনের মধ্যে আদীব ইসহাক (মৃত্যু ১৮৮৫ খ্রীঃ) ইব্রাহীম মুইলহি, সলীম নক্কাশ, আবদুল্লা নাদীম (মৃত্যু ১৮৯৬), আবদুল্লা আবু সউদ, প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁদের এ আন্দোলন মিসরের জাতীয় জীবনে এবং সাহিত্যে বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে।

মিসরে ইসমাইল পাশার রাজত্ব কালে যে সকল সাহিত্যিক আরবী সাহিত্যের রেঁনেসার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে :-

- সাইয়েদ আলী আবু মনসুর (মৃত্যু ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ মানফালুতে)
- শাইখ আলী লাইছী -(১৮৩০ বুলাকে)
- মাহমুদ সাফওয়াত সা'আতী - (১৮২৫-১৮৮০ কায়রোতে)
- আবদুল্লা পাশা ফিকরী - (১৮৩৪-১৮৯০) —
- সাইয়েদ আবদুল্লা আল উনুসী - (১৮৩২-১৮৭৪) প্রমুখের নাম খুবই প্রসিদ্ধ।

এ সকল আধুনিক সাহিত্যিকগন গ্রন্থ প্রণয়ন করতে গিয়ে নিম্নের নতুন পদ্ধতি গুলোর প্রতি খুব লক্ষ্য রাখতেন। যেমন -

- বাক্যের ধারা সহজ ও বিশুদ্ধ হতে হবে যাতে ভাব ও বিষয় বস্তু সহজ বোধ্য হয়।
- উদ্ভট এবং বক্র বদ্ধ বাক্য পরিত্যাগ করতে হবে যাতে উহা পাঠকের নিকট অপ্রাসংগিক ও ত্রুটিকৃত মনে না হয়।

---

(১) ইমামুদ্দীন, হিষ্ট্রী অব দি মিডিল ইষ্ট এ্যান্ড নর্থ আফ্রিকা, ১ম খন্ড, পৃঃ ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

- বাক্য ক্ষুদ্র এবং কৃত্রিমতা বিবর্জিত হতে হবে।
- বিষয় বস্তুকে পূর্বাপর সম্পর্ক রেখে যুক্তি সংগত ভাবে সাজাতে হবে।
- বিষয় বস্তুকে স্তবক এবং অধ্যায়ে ভাগ করতে হবে আর শব্দ ও বাক্যের সাথে উক্ত স্তবক ও অধ্যায়ের সাদৃশ্য থাকতে হবে।
- আবজাদ অনুযায়ী সূচীপত্র প্রনয়ন করতে হবে এবং ভূমিকা সহজ করতে হবে। আধুনিক সাহিত্যিক গন কখনও বা একই বইয়ের কয়েকটি সূচী প্রনয়ন করে থাকেন। যেমন - একটি বিষয় বস্তুর জন্য, একটি লেখকের নামের জন্য, এবং অন্যটি আরও অন্য কোন প্রয়োজনীয় কারনের জন্য।
- সর্বাংগীন সার্থক নাম দ্বারা পুস্তকের নাম করন করতে হবে, যেমন মিসরের ইতিহাসের নাম "مصر"
- সংকলন গুলোকে চিত্রদ্বারা সজ্জিত করতে হবে, প্রয়োজন বোধে শব্দে বা বর্ণে স্বর চিহ্ন দিতে হবে।
- বিন্দু বা অন্য কোন প্রতীকের মাধ্যমে আধুনিক লেখকগন বাক্যের ব্যাখ্যা করতেন যা লেখকের উদ্দেশ্যের প্রতি ইংগিত বহন করতো (১)।

আধুনিক আরবী সাহিত্যে প্রাচ্যবিদদের অবদান :

আধুনিক আরবী সাহিত্যাকাশে প্রাচ্যবিদদের আগমনে সপ্তদশ শতাবদীতেই শুরু হয়। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে লেডনে 'আববানিউস' প্রথম আরবী ভাষায় ব্যাকরণ লেখেন। পরবর্তীকালে 'রেইস্ক' "তারিখু আবিল ফিদা" এবং "হারিরীর মাকামাত" আরবী এবং লেটিন ভাষায় ছাপাতে চেষ্টা করেন। পরে আরবী ভাষার অন্যতম পন্ডিত 'কারলাইল' (মৃত্যু ১৮০৪) "কিতাবু আদাবিল আরাব অয়া শিরিহিম" গ্রন্থ খানা রচনা করেন। অক্সফোর্ডের ইউসুফ হুয়াইট (মৃত্যু ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ) "আবদুল লতিফ বাগদাদীর" গ্রন্থ লেটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। জেন মার্কের "নাইবুহার" (মৃত্যু ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ) 'রিহলাতু ইলা বালাদিল আরব' এবং পর্তুগালের সউজা (মৃত্যু ১৮১২) "কিতাবুল আলকাজিল বুরতু গালিয়াল মুশাককাতা মিনাল আরাব" রচনা করেন।

---

(১) জুরজী যায়দান, তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবীয়া, পৃঃ ২৪৪, ৪র্থ খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ফ্রান্স প্রাচ্য ভাষা ভাষী ছাত্রদের জন্য গুরুত্বপূর্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়। আলমেনিয়া, ইতালী ইত্যাদি দেশ হতে বিদ্যা শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা দলে দলে এখানে আসতে লাগলো। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা প্যারিসে এশিয়া সমিতি স্থাপন করলো। আবার ইংরেজরা তাদের অনুকরণে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লন্ডনে একটি শিক্ষা সমিতি স্থাপন করলো। অতঃপর আলমেনিয়া বাসীও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে অনুরূপ একটি সমিতি স্থাপন করলো। এদের প্রত্যেকেরই মুখ পত্র ছিল; যার মাধ্যমে প্রাচ্য ভাষা - সাহিত্য এবং ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা হতো (১)।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তখন আরবী ও ইসলাম বিষয়ক পন্ডিতদের অধিকাংশই ছিলেন পাশ্চাত্যবাসী। পাশ্চাত্যের এ সকল পন্ডিত আরব দেশে বিজয়ী, ব্যবসায়ী অথবা উপনিবেশিক হিসেবে আগমন করেন। তাঁদের সাথে পরিচিত হয়ে জনগন উন্নতমানের বই পুস্তক অনুবাদ ও রচনা করতে অনুপ্রানিত হয়। ফলে অনেক লাইব্রেরীর সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে প্রধানতম লাইব্রেরী হলো বার্লিন গ্রন্থাগার, প্যারিস গ্রন্থাগার, লন্ডন গ্রন্থাগার। তেমনি ভাবে লেডন, অক্সফোর্ড, এডেনবার্গ ইত্যাদি গ্রন্থাগারের নাম ও উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য দেশে প্রাচ্য ভাষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লন্ডন, প্যারিস এবং বার্লিনের "প্রাচ্য ভাষাবিদ্যালয়" গুলো খুবই প্রসিদ্ধ। লন্ডনের প্রাচ্য ভাষা বিদ্যালয়ে ত্রিশটি ভাষা শিক্ষা দেয়া হতো।

প্রসিদ্ধতম আধুনিক প্রাচ্য বিদগন :-

- ** ফ্রান্সের ডি-স্যাসী-(১৭৫০-১৮৩৮ খৃঃ)
- ** শিশুরাতের মির - (১৭৮২-১৮৫৭ খৃঃ)
- ** মুঙ্ক -(মৃত্যু ১৮৬৭) ইহুদী, আলমেনী প্রাচ্যবিদ।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ প্রাচ্যবিদগন :-

- ** কারলাইল (মৃত্যু ১৮০৫) লিখেছেন, "কিতাবুল আবজ্বাদিল্ মাশহুর")।
- ** এডওয়ার্ডলেন (মৃত্যু ১৮৭৬) লিখেছেন "কামুস")।
- ** রাইট (মৃত্যু ১৮৮৮)
- ** এডওয়ার্ড ব্রাউন: (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ফার্সী বিভাগের শিক্ষক ছিলেন, আল হিলাল পত্রিকায় নিয়মিত লেখা দিতেন)।
- ** আর্নল্ড -(লন্ডনের প্রাচ্য ভাষা বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক)।

---

(১) জুরজী যায়দান, তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

** মার্গোলিয়থ - ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আরবী ভাষায় শিক্ষকতা শুরু করেন, তিনি অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন।

** আর. এ. নিকলসন - প্রাচ্য শিক্ষা বিদদের মধ্যে তিনি অন্যতম। আরবী সাহিত্যে বিশেষ করে ইসলামিক সুফী শাস্ত্রে তিনি খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ বিষয় তাঁর ৮ খন্ডে লিখিত এক খানা গ্রন্থ রয়েছে। "আরবী সাহিত্যের ইতিহাস" তার শ্রেষ্ঠ অবদান (১)।

** গীব - শ্রেষ্ঠ ইংরেজ প্রাচ্যবিদদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি লন্ডনের প্রাচ্য ভাষা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। 'মাজমাউ ফুয়াদিল আউয়ালের' আরবী বিভাগের একজন সদস্য ছিলেন আধুনিক আরবী সাহিত্যের উপর অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি, যেমন তাঁর লেখা;-
Studies on the contemporary Arabic literature. (2)

এমনিভাবে ফ্লুজেল (মৃত্যু ১৮৭০), ফন ক্রেমার (মৃত্যু ১৮৮৯), সেরোম, দেরেনবার্গ (মৃত্যু ১৯০৮), ডেগোজী (মৃত্যু ১৯০৯), ডজি (মৃত্যু ১৮৮৩,) পালমার (মৃত্যু ১৮৮৩), স্প্রেঙ্গার, গুয়িদী, ষ্টুয়ার্ট প্রমুখ প্রাচ্যবিশারদ আরবী সাহিত্যে প্রবিষ্ট হয়ে এর শ্রীবৃদ্ধি করেন।এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের ন্যায় এ সাহিত্যের ও বিভিন্ন দিক উন্মোচন করে একে সমৃদ্ধশালী করেন।

ইংরেজ কর্তৃক মিসর দখল :

ফরাসীদের স্বল্পকালীন শাসনে মিসরে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। ১৯০৬ খ্রীঃ মিসরে ফরাসী বিদ্যালয় সমূহে ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯ হাজারের ও বেশী। বৃটিশ সরকার ফরাসীদের এ উন্নতিকে সহ্য করতে পারলনা। তাঁরা ফরাসীদের প্রভাব খর্ব করার জন্য আমেরিকার সাথে যৌথ ভাবে মিসরে শিক্ষামিশন পাঠাতে লাগলেন। ফলে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মিসরে ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪২টির ও উপরে। আর ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা হয়েছিল প্রায় ৬৯১৪ । এসময় মিসরে ইংরেজদের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় (৩)।

---

(১) জুরজী যায়দান, তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৫৬।

(২) ষ্টাডিজ অন দি সিভিলাইজেশন অব ইসলাম, পৃঃ ২৪৫

(৩) উমর দাসুকী, ফিল আদাবিল হাদীস, ২য় খন্ড, পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করতে এসে ইংরেজ পন ১৮৮২ খ্রীঃ জুলাই মাসে মিসর দখল করেন, ফলে মিসর বৃটীশ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। মিসরে ইংরেজ দলের নেতা ছিলেন স্যার ইভিলীন বেরিং, যিনি ১৮৯২ খ্রীঃ লর্ডক্রোমার উপাধি লাভ করেন। তিনি ১৮৮৩ খ্রীঃ থেকে ১৯০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত মিসরের গর্ভনর ছিলেন (১)। মিসরের শিক্ষা ব্যাবস্থায় বৃটিশদের হস্তক্ষেপের ফলে মুহাম্মদ আলীর শিক্ষা ব্যবস্থার শেষ চিহ্নটুকু ও লোপ পেয়েছিল। ক্রোমারের আমলে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ আশংকাজনক ভাবে হ্রাস পেয়েছিল। এবং তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা কিছু কেরানী তৈরী ছাড়া আর কিছুই সম্ভব হতো না।

ক্রোমারের শিক্ষা নীতি অকৃতকার্য হলে ডগলাস ডানলব ১৯০৬ থেকে ১৯১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত শিক্ষা ও গবেষনা মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব গ্রহন করেন। ডানলব ধারনা করেছিলেন, " নারী শিক্ষার প্রসার এবং ইংরেজদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি মিসর বাসীকে অনুপ্রাণীত করা," এ দুটি ব্যবস্থাই মিসরে ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের অন্যতম উপায়"।

তিনি বিদ্যালয় সমুহ হতে ফরাসী শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং আরবী ভাষার বিলোপ সাধন করে তথায় ইংরেজী ভাষা চালু করলেন। কিন্তু ডানলবের এ উদ্দেশ্য সফল হলো। মিসর বাসী তাঁর কু চক্রান্ত আরও সতর্ক হয়ে গেল এবং নিজেদের আত্মনির্ভরশীল রূপে গড়ে তোলার জন্য প্রান পন চেষ্টা করতে লাগলো। ডঃ হুসা হোসেন বলেছেন," ইংরেজ কতৃক প্রবর্তিত এই ত্রুটিপূর্ন শিক্ষা ব্যবস্থার সংশোধনের জন্য আমরা সম্মিলিত ভাবে বহুদিন যাবত প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছি" (২)।

ইংগ মিসরীয় সম্পর্ক :

১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ক্রোমারের পদত্যাগের পর স্যার এলডন গোর্স্ট (মৃত্যু ১৯১০ খ্রীঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি অধিক জনপ্রিয়তা অর্জনের মনোভাব নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। মিসরীয় জনগনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্য প্রথমেই তিনি আরবীভাষা শিক্ষা করলেন এবং অফিস কর্মচারীদের গায়ে হাত তুলে সৃষ্টি নীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করলেন। কিন্তু এত চেষ্টা সত্বে ও ১৯১০ সালের রিপোর্টে তিনি মিসর পরিচালনা বাস্তবায়নে নিজ অক্ষমতা স্বীকার করেছেন।

---

(১) হক রাইন হার্ট, দি মিডিলইষ্ট টুডে, ইউ. এস. এ. পৃঃ ২০৪।

(২) ফিল আদাবিল হাদিছ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ কেবিনেট তখন স্থির করল যে মিসরের অবস্থা আয়ত্বে আনার জন্য একজন অধিকতর ব্যক্তিত্বশালী নেতার প্রয়োজন। অতএব ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কিচেনারকে বৃটিশ প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরন করা হলো। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি ইংগ ফরাসী বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হলো যে মুহাম্মদ আলী পাশার বংশধর গন তুর্কী শাসিত জনগনকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদানের কথা গভীরভাবে চিন্তা করছে, মিসর বাসী তখন নিজেদের অধিকার আদায়ের প্রতি মনোযোগী হলো। এবং একটি স্বাধীন রাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথে জাতীয়তা বাদী নেতা সাদ যগলুল মিসরীয়দের স্বাধীনতার দাবী উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে লন্ডন যেতে অনুমতি চাইলেন, তখন বৃটিশ পররাষ্ট্র দফতর এ প্রস্তাব বাতিল করে দিলে অসন্দী আন্দোলন এমন তীব্র আকার ধারন করলো যাকে দমন করতে মিসরে সামরিক শাসন প্রবর্তন করা হলো। সাদ যগলুল এবং তাঁর তিনজন দায়িত্বশীল সহচরকে বন্দী করে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে মাল্টা পাঠানো হলো। এ ব্যাপারে তখন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। ফলে কায়রো এবং অন্যান্য প্রদেশে বৃটিশ এবং বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়ে গেল। রেলওয়ে এবং টেলিগ্রাফ লাইন কেটে দেয়া হলো। উক্ত মিসরে ৮ জন ইংরেজকে ট্রেন থেকে নামিয়ে হত্যা করা হলো। মিসর বাসীকে শান্ত করার জন্য তখন বৃটিশ ফিল্ড মার্শাল "লর্ড এলেনবি" একটি পুনর্মিলন নীতি গ্রহন করলেন, এবং মিসরীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলেন। যগলুল এবং তাঁর সহচর দেরে মুক্তি প্রদান করলেন (১৯১৯ খ্রীঃ)। অতঃপর তারা প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে যোগদান করলেন। এ সময় সাদ যগলুলকে লন্ডনে আমন্ত্রন জানানো হলো। সেখানে লর্ড মিলনার এবং যগলুলের মধ্যে চুক্তি পত্র স্বাক্ষরিত হল, যা "মিলনার যগলুল চুক্তি পত্র" নামে পরিচিত।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের নির্বাচনের পর সাদ যগলুল (মৃত্যু ১৯২৭) ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্বাচিত হলেন (১)। এ সময় তিনি মিসরের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে হাত দিয়েছিলেন। তাঁর সময় আধুনিক আরবী সাহিত্যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ :

মিসরের প্রতি ইতালীয়দের হস্তক্ষেপের আকাংখা সাধারনের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৪০ সালের ১১ই জুন ইতালীয়দের আক্রমনই মিসরের মাটিতে যুদ্ধের বীজ বপন করেছিল (২)। যুদ্ধ চলা কালে মিসর মুহাম্মদ আলী সমর্থকদের কেন্দ্রস্থলে পরিনত হয়েছিল। বৃটিশ আধিপত্য,

----

(১) এনসাইক্লোপেডিয়া অব বৃটেনিকা, ৮ম খন্ড, মডার্ন ইজিপ্ট, পৃঃ ৭১-৭৫

(২) ঐ পৃঃ ৭৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অফিস, সরবরাহ কেন্দ্র ইত্যাদি সবকিছুই তখন কায়রোতে স্থাপিত হয়েছিল। পাঁচ লক্ষের ও অধিক বৃটিশ, ভারতীয়, অষ্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিন অফ্রিকা, পোলিশ, গ্রীক, চেকোস্লাভেকীয়া এবং আমেরিকান সৈন্য এ দেশের উপর দিয়েই বিভিন্ন যুদ্ধ সীমান্তে যাতায়াত করতে লাগলো। তাছাড়া ঐতিহাসিক ১৯৪৩ সালের আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও এই মিসরের মিরাবিভের ছায়া তলে অনুষ্ঠিত হয়ে ছিল। যাতে যোগদান করেছিলেন যুক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুসভেল্ট, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল, চীনা জেনারেল চিয়াংকাই শেক এবং তুর্কী প্রেসিডেন্ট ইনোনু (১)।

এ সকল কারনে মিসরের গুরুত্ব অত্যাধিক বেড়ে গিয়েছিল এবং মিসর বাসী বিভিন্ন দেশের জনগন এবং তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে বিশেষভাবে পরিচিত হতে পেরেছিল, যা আধুনিক আরবী সাহিত্যের অগ্রগতিকে তরান্বিত করেছিল।

বিভিন্ন ধারায় আরবী সাহিত্যের বিস্তৃতি :-

এমনিভাবে নেপোলিয়নের মিসর বিজয় থেকে শুরু করে মুহাম্মদ আলী এবং বিশেষ করে ইসমাইল পাশার স্কুল, কলেজ, ছাপাখানা, গ্রন্থাগার, সংবাদপত্র এবং অনুবাদ সংস্থা আরবী সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করে তুললো। প্রাচীন কালের গতানুগতিক কাব্য রচনা এবং চর্বিত চর্বন রীতি পরিহার করে কবি সাহিত্যিকরা [illegible] বিভিন্ন ধারায় নতুন নতুন অবদান রাখতে প্রয়াস পেলেন। ব্যাক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য লেখক ও পন্ডিত গন যেমন অবিরাম গতিতে মসি চালনায় ব্যাপৃত হলেন তেমনি আবার তাঁরা বিভিন্ন গঠন মূলক কাজেও নিয়োজিত হলেন। দেশ বাসী ফরাসী ও ইংরেজদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির

---

(১) এনসাইক্লোপেডিয়া অব বৃটানিকা, ৮ম খন্ড, মডার্ন ইজিপ্ট, পৃঃ ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

অনুকরনে নিজ শিশুকে প্রগতিবাদী একটি উন্নত জাতিতে পরিণত করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালাতে লাগলো যার ফলে মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যেই মিসর তথা গোটা আরব জাহান শিক্ষা গবেষনা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আধুনিক ও প্রগতিবাদী হয়ে উঠলো।

১৯৫২ সালের বিপ্লবের পর মিসরীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ন রূপে পুর্নগঠিত হয়। এখানে প্রাইমারী, প্রিপারেটরী, সেকেন্ডারী এবং টেকনিক্যাল, এই চার স্তরের বিদ্যালয় আছে। বারো বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর জন্যই বিদ্যা অর্জন অপরিহার্য। এখানের শিক্ষকগন সিভিল সার্ভেন্ট বা সরকারীকর্মচারী। এখানে একটি প্রাচীন এবং চারিটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় মিসরের প্রথম আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়। ইহা ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মিসরের পার্লামেন্টে স্থাপিত হয়। পরে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মিসরীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে। পরে ইহা ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়াতে ফারুক বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কায়রোর উত্তর শহরতলীস্থ হেলীয় পল্লীতে "আইন শামস" বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চ মিসরীয় অঞ্চলে দুটি অনুষদের (বিজ্ঞান ও প্রকৌশল) সমন্বয়ে অসিউৎ বিশ্ববিদ্যালয়টি খোলা হয়।

মিসরের প্রাচীন আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়টি আল আযহার মসজিদ হিসাবেই ৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে জাওহার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।(১) পরে ফাতিমা আমলের সময় (৯৭৫-৯৬) উহা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। দীর্ঘ কাল যাবত উহা বিশ্বের সেরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে ইহার অধীনে ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার মোট ছাত্র সংখ্যা ১৫০০০ হাজারের ও বেশী। ১৯৬২ সাল থেকে এখানে ছাত্রীরাও অধ্যয়নের অনুমতি পেয়েছে। বর্তমানে মিসরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ৩৫%, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৫% এবং বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষায় ১০%। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নিম্নে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহ শিক্ষার অনুমতি নেই। মহিলারা সেখানে বর্তমানে সকল পেশাগত শিক্ষা ক্ষেত্রেই পুরুষের সাথে সমান তালে এগিয়ে চলেছে। ১৯৬০ সালে মিসরে মোট বাজেটের প্রায় ১৫% শিক্ষাখাতে ব্যয়ের জন্য পাশ হয়েছিল।(২)

---

(১) মুহাম্মদ রেজায়ে করিম, আরব জাতির ইতিহাস, ১৯৭২, ঢাকা, পৃঃ ৪৬৪।

(২) এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা, মর্ডার্ন ইজিপশিয়ান এডুকেশন, ৮ম খন্ড, পৃঃ ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা বললে অত্যুক্তি হবেনা যে আরবী সাহিত্যের আধুনিকতায় সুয়েজ খালের উন্মুক্তিকরণ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া যথেষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ সময় কবি সাহিত্যিক গন বিদেশী ভাব ধারার সাথে পরিচিত হয়ে তাদের সাহিত্যের অনুকরণে নতুন নতুন বিষয়ের অবতারনা করতে লাগলেন। ফলে ক্লাসিক্যাল আরবী সাহিত্যের সীমিত গন্ডি পেরিয়ে বেরিয়ে এল সাহিত্যের নানা দিক যা আরব বাসীর নিকট ছিল সম্পূর্ন অপরিচিত। যেমন -

- কথা সাহিত্য (উপন্যাস ও ছোট গল্প)
- নাট্য সাহিত্য
- গবেষনা বা প্রবন্ধ সাহিত্য
- পত্র ও রাজনৈতিক সাহিত্য
- লোক সাহিত্য। ইত্যাদি [১]।

কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতা :

উনবিংশ শতাব্দির শেষার্ধ থেকেই আরবী কবিতায় আধুনিক চিন্তা ধারা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ব্যাপক ভাবে শুরু হয়। গত দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে আরব জগতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কবিতায় ও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। কবিতার আংগিক গঠন, বর্ননা কৌশল, রূপ কল্প, উপমা নির্বাচন ইত্যাদি সবকিছুতেই নতুন দৃষ্টি ভংগীর সমাবেশ হতে লাগলো। প্রাচীন পন্থী কাসীদা, গযল ও গানের পরিবর্তে রচিত হতে লাগলো সনেট, ট্রিওলেট (আট লাইনের কবিতা পাঁচ লাইনে এক মিল এবং তিন লাইনে অন্য মিল) ভিলানেল এবং সম্পূর্ন নতুন আংগিকের মুক্ত কবিতা। তবে আরবী কবিতার এত পরিবর্তন এবং উন্নতি হওয়া সত্বেও শব্দ বিন্যাসের দিক দিয়ে উহা এখনও সেকেলে কাব্য ধাচে আঁকড়ে রয়েছে [২]।

আরবী কাব্য সাহিত্যের আধুনিকি করণে যারা সর্বপ্রথম আত্ম নিয়োগ করেন তাদের মধ্যে মিসরের

- শেখ হাসান আত্তার (মৃঃ ১৮৩৩)
- সাইয়্যেদ আলী দারবীশ (মৃঃ ১৮৫৩)
- আবদুল্লাহ পাশা ফিকরী (মৃঃ ১৮৮৯)
- আইশা তাইমুর (১৮৪০-১৯০২)
- মুহাম্মদ তাইমুর (জন্ম ১৮৯২)

---

(১) সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃঃ ৮০-৮৯।
(২) নিখিল সেন, এশিয়ার সাহিত্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ২৮০।

Dhaka University Institutional Repository

** খলীল মাতরান (১৮৭২-১৯৪৯)

** মাহমুদ সামী আলবারুদী (১৮৩৯-১৯০৪)

** আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২)

** হাফেজ ইব্রাহীম (১৮৭১-১৯৩২)

সিরিয়ার—

** বুতরুস কারামা (মৃঃ ১৮৫১)

ইরাকের—

** আল আখরাস (১৮০৫-১৮৭৩)

** ইব্রাহীম আত তাবাতাবাঈ (১৮৩২-১৯০১)

** মারুফ আর রুসাফী (১৮৭৫-১৯৪৫)

লেবাননের—

** নাসিফ আল ইয়াজিজী (১৮০০-১৮৭১) প্রমুখের নাম নবিদের উল্লেখযোগ্য (১

এসকল কবিদের কাব্য কর্মের বিষয় বস্তু ছিল স্বাধীনতা, স্বজাত্য বোধ, স্বদেশ প্রেম, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা, প্রকৃতিপ্রেম ইত্যাদি। মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের কবিগন ঘুমন্ত জাতির অন্তরে স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্য কাব্য রচনা করতে লাগলেন। কবিতার মাধ্যমে তাঁরা আরব বাসীর মনে অতীত গৌরবের স্মৃতি তুলে ধরতে লাগলেন। ফলে মিসর তথা গোটা আরব জাহান তাদের অনুপ্রেরনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উন্নতি ও গঠন মুলক কাজে আত্ম নিয়োগ করলো। এব্যাপারে অধ্যাপক আঃ করিম জার্মানুস সুন্দর মন্তব্য করেছেন, "The culture of the Arabic East has begun to be builtup, like the pyramids of Eggypt on the solied foundations of Arabic language and Islamic traditions and is rising towards the sky in bold out lines" (2).

এ কবিদের কারো কারো কবিতায় দার্শনিক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। আধুনিক কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃতির রূপ বর্ননা। আর এব্যাপারে কবিদের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তাঁরা প্রকৃতির রূপ বর্ননা করতে গিয়ে নিজেদেরকে প্রকৃতির সাথে একাত্ম করে ফেলেন। তাছাড়া নরনারীর যৌবন সম্পর্কিত বেদনার উচ্ছাস ও আধুনিক আরবী কবিতায় বেশ পরিলক্ষিত হয়।

---

(১) রাফাইল নাখলাহ আলইয়াসুয়ী, আলমুখতারাত, ১ম ও ২য় খন্ড, পৃঃ ৫ এবং ১১।
(সাইয়্যেদ আহমদ হাশিমী, জাওয়াহিরুল আদাব, ২য় খন্ড, পৃঃ ২১৬।
(২) ইসলামিক রিভিউ, অ্যাসপেক্টস অব মডার্ন এ্যারাবিক লিটারেচার, লন্ডন, ১৯৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক যুগের এসকল কবিদের কাব্য কীর্তির সাথে পরিচিত হবার জন্য তাদের কয়েকজনের কাব্য ধারার উদ্ধৃতি দেওয়া হলো- যেমন

** নাসীফ ইয়াযিজী :-

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কবি, যিনি প্রাচীন আরবী কবিতার পরিবর্তন সাধন করে নতুন ছন্দের আরবী কবিতার প্রচলন করেন। তাঁর কাব্যের বিষয় বস্তু হলো প্রেম এবং প্রকৃতি। বীর যোদ্ধাদের জয় গান সম্পর্কেও তার কবিতা সোচ্চার ছিল। যেমন আরব সেনাপতি আমর্যাদ পাশার প্রশংসায় গেয়েছেন - بناء العلى بين القنا والبوارق ۞ على صهوات الخيل تحت البيارق -

অর্থ- (রনক্ষেত্রে) অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে জাতীয় পতাকা উড্ডীন রাখার মধ্যে এবং বর্শা ও তরবারীর মধ্য থাকলেই শ্রেষ্ঠত্ব এবং বীরত্ব রয়েছে।

তিনি আরও বলেছেন, تضيق بحار الشعر عنه وتستحي ۞ ببحرها في بحر كفيه غارق - (১)।

অর্থ- কবিতার ছন্দ আমর্যাদ পাশার প্রশংসা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, এবং লজ্জিত হয়ে ছন্দগুলো তার হাতের দানের সাগরে নিমজ্জিত হয়।

নাসিফ ইয়াযিজীর কবিতায় নৈরাশ্যবাদের চিহ্ন সুস্পষ্ট হলেও প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি সফল কবি।

** লেবাননের জীবরান খলীল জীবরান জন্মগতভাবে খৃষ্টান হলেও তার কবিতায় মুসলিম দর্শন ও মতবাদই বিশেষ ভাবে স্থান পেয়েছে। তিনি ইবনে খলদুন, ইবনে সীনা, মুতানাব্বী প্রমুখ মুসলিম চিন্তাবিদ সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন (২)।

কবিতার আংগীক নির্মান ও ছন্দ প্রকরনের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ন আধুনিক ভাবধারার পক্ষপাতি। জীবরান একাধারে কবি, দার্শনিক, শিল্পী ও সুচিন্তিত প্রবন্ধকার ছিলেন।

এদিকে বারুদী শাওকী, সবরী, হাফেজ ইব্রাহীম, রুসাফী, জাহবী, প্রমুখ কবিগন আরবদের চিন্তাধারায় এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতংগীতে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছেন।

** শাওকীর কবিতায় বিশেষ ভাবে অভিজাত শ্রেনীর জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। জীবনের পঁচিশটি বছর কায়রোর রাজ প্রাসাদে আরাম আয়াশে সময় ক্ষেপন না করলে হয়ত তিনি আরও মহৎ কিছু করে যেতে পারতেন। কাব্যিক ছন্দে উপন্যাস লেখার প্রচলন তিনিই প্রথম করেন। আধুনিক নাট্যকার হিসাবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন।

----

(১) হাসান যাইয়াত, তারিখে আদবে আরবী, পৃষ্ঠা : ৬৬২।

(২) জীবরান খলীল জীবরান, আলবাদায়ে অত্তারায়েফ, বৈরুত, পৃষ্ঠা, ৪৬-৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরাধীনতা এবং অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী সোচ্চার ছিল। ১৯০৬ সালে দানেশওয়াই গ্রামে পায়রা শিকারকে কেন্দ্র করে ইংরেজগন যে জঘন্য ঘটনার অবতারনা করেছিল মিসর বাসী তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাওকী চৌদ্দ পংক্তির একটি কাসীদা রচনা করেছিলেন। যেমন-

يا دنشواي على رباك سلام ٭ ذهبت بأنس ربوعك الأيام -
شهداء حكمك في البلاد تفرقوا ٭ هيهات للشمل الشتيت نظام - (১)

** হাফিজ ইব্রাহীম:-

হাফিজ ইব্রাহীম ছিলেন সর্ব সাধারনের কবি। জনগনের হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা নিয়েই রচিত হয়েছে তাঁর অধিকাংশ কবিতা। প্রকৃতিও তার কবিতায় জীবন্ত হয়ে আছে। এছাড়াও তার কবিতায় যে বিষয়টি প্রধানভাবে দেখা যায় তা হলো স্বদেশ প্রেম, দেশ ও জাতির অগ্রগতি, কুসংস্কার মুক্তি এবং পরাধীনতার বেড়া ভেংগে স্বাধীনতা ও স্বাধিকার লাভের প্রচেষ্টা। তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে আপ্রান চেষ্টা করেছেন কেমন করে মিসর বাসীর মনে জাতীয় চেতনা, প্রগতি ও স্বাধীনতাবোধ জাগিয়ে তোলা যায়। এ প্রসংগে জনৈক লেখকের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য, "It will not be out of place to state here that the period of Hafiz's life extending from 1901 to 1911 was really the time which he devoted and as a matter of fact which he could devote toward the writing out of his poems both patriotic as well as socialistic, so that as soon as he accepted the Govt. job he had to put a break to his freedom of thought and speech (2)."

কবি হাফেজকে নীল নদের কবি বলার কারন বোধ হয় এটাই যে তৎকালীন মিসরের ভৌগোলিক সীমা রেখা পেরিয়ে বিদেশে যাওয়ার সৌভাগ্য কবির হয়নি। তবুও তাঁর কবিতা কেবল মিসর বাসী কেন গোটা বিশ্বের জাতি, ধর্ম, বর্ন নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্যই স্বাধীনতা, প্রগতি এবং জাতীয়তা বাদের পথ প্রদর্শক।

ফরাসী শাসনাধীনে সিরিয়া ও মিসরের অবাঞ্ছনীয় অবস্থা ও দুর্গতি দেখে তিনি দুঃখ করে বলেছেন-

"ينامون تحت الضيم والأرض رحبة ٭ لمن بات يأبى جانب الذل جانبه".

অর্থ- তাঁরা (মিসর বাসী) উৎপীড়নের নীচে নিদ্রামগ্ন, অথচ বিশ্ব তাদের জন্য প্রশস্ত যারা পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের অপমান অবমাননাকে অস্বীকার করে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা লাভের জন্য তিনি দেশ বাসীকে স্ফূর্তিপূর্ন

---

(১) দিউয়ানু শাওকী, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৪৮।

(২) ইসলামিক লিটারেচার, ৭ম খন্ড, ১৯৫৫, পৃঃ ৬২৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশী অনুশাসন যা তাদের নৈতিকতা এবং রাজনৈতিক চেতনা বোধকে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল প্রত্যাখান করার জন্য আহবান করেছেন। যেমন তিনি স্বীয় কবিতায় বলেছেন,

"ان لوان لی من امتی لا خاذلا مابت اشکو النوبا" (১)

অর্থ- অর্থাৎ যদি আমার জাতির মধ্যে কোন পলায়নকারী সৈন্য না থাকতো তবে আমি দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের জন্য অভিযোগ করতামনা।

হাফিজ ইব্রাহীমের লেখনীতে সমাজের সর্ব প্রকার লোকের জন্যই সংস্কার মূলক অনুপ্রেরনা রয়েছে। যেমন তিনি 'আলউম্মু মাদ্রাসাতুন' শীর্ষক কবিতায় সমাজের জন্য বলেন, নীতি বিবর্জিত চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক সাহিত্যিক, প্রমুখদের বিরুদ্ধে জনগনকে সতর্ক করে দিয়েছেন। নারী জাগরনেও তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তার মতে নারী সমাজ ঘোমটা খুলে চার দেয়ালের মধ্য হতে বেরিয়ে এসে পুরুষের সাথে সমান ভাবে কাজ না করলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। কারন দেশের উন্নতিতে পুরুষের ন্যায় নারীর ভূমিকাও অপরিসীম।

তিনি উসমান সাইয়েদআবাজা, বারুদী, মুহাম্মদ আবদুহু, কাসেম আমীন বেক, টলসটয়, জুরজী যায়দান, ইসমাইল সবরী, শাহ্ ঘনলুন এবং আরও অনেক মহান ব্যক্তির শোক গাঁথা রচনা করেছেন। (২) কবি হাফিজ যদি মিসরের রাজকীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত না হতেন তবে হয়ত দেশ ও জাতিকে আরও বড় কিছু দিয়ে যেতে পারতেন। যদিও স্বদেশ প্রেমের ক্ষেত্রে হাফিজের কবিতা অধিক সোচ্চার এবং তাঁর কবিতায় দারিদ্রের করুন ছবি ফুটে উঠেছে, আর শাওকী ও হাফিজ ইব্রাহীম এক যোগে আরব বানীর সুরে ইসলাম এবং মিসরের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবের চিত্র অংকন করতে চেয়েছেন এবং শাওকী স্বীয় কবিতায় নতুন চিন্তা ও রীতি নীতির অবতারনা করেছেন তবুও এদের দুজনকে কোন কোন আধুনিক সমালোচক ইউরোপীয় রীতির-অনুসারী আধুনিক কবি বলতে অস্বীকার করেছেন। (৩)

ডঃ ত্বহা হোসাইন বলেছেন, 'শাওকীর কবিতায় কোন বিশেষ ধারনা বা নতুন ভাব প্রকাশ পায়নি। শাওকীও হাফিজের কবিতা প্রকৃত পক্ষে আধুনিক নয়। তবে তাঁরা স্বীয় লেখনী দ্বারা

---

(১) দিউয়ানু হাফিজ ইব্রাহীম, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৪৪।

(২) -ঐ- ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৮-২২৭।

(৩) নিখিল সেন, এশিয়ার সাহিত্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিমাদের মত পৃথিবীর সামনে নতুন কোন অবদান না রাখলেও নিঃসন্দেহে তাঁরা জাতিকে চাংগা করে তুলেছেন। এবং আরবী কবিতার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রস্তুত করে গেছেন (১)। অবশ্য ডঃ হোসাইন হাইকাল বলেছেন, শাওকীর কবিতায় ইসলাম ও পশ্চিমা দর্শনের অতি উত্তম সংমিশ্রন ঘটেছে।

** মারুফ আব্দিল গনি আর রুসাফী (১৮৭৫–১৯৪৫) :-

প্রখ্যাত ইরাকী কবি রুসাফীর কবিতায় আধুনিকতার সঠিক রূপটি ধরা পড়েছে। তার কাব্য প্রেরনার মূল উৎস হলো প্রকৃতি প্রেম। প্রকৃতিকে তিনি জীবনের সাথে একাত্ম করে দেখেছেন (২)। শিল্প, প্রকৃতি এবং জীবন এই তিন বস্তুর সংমিশ্রন ঘটেছে তাঁর কাব্য কর্মে সমান ভাবে। 'অনাথের জননী' নামক কবিতায় তার এ সকল কাব্যিক গুন সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

অত্যাচার উৎপীড়ন ও শোষনের বিরুদ্ধেও রুসাফী সোচ্চার ছিলেন। আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য কবির আহবান ছিল সার্বজনীন মাত্রায় মুখর। রুসাফী ছিলেন নির্ভীক কবি। রাজনীতি সম্পর্কেও তার গভীর ধারনা ছিল। তাঁর একটি কবিতার কারনেই ইরাকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সমাজতন্ত্র দলের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। উসমানী গভর্নর জামাল পাশা দামেস্কে দেশ প্রেমিকদেরে নির্মূল করার কাজে যখন ব্যাপৃত তখন কবি জাহেরী প্রকাশ্যে তার সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিত্র শক্তির সাথে যোগ দিয়ে আরব বাসী যখন তুর্কীদেরে বিতাড়িত করতে ব্যস্ত তখন কবি রুসাফী তাদের এ কাজকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি নির্ভীক চিত্তে তার বিরোধিতা করেছেন (৩)।

রুসাফীর সমস্ত কাব্য কীর্তি দুই খন্ডে সমাপ্ত "দিওয়ানুর রুসাফী" নামে পরিচিত। প্রবন্ধ সাহিত্যেও তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন 'মুহাযারাতু আদাবিল আরাবীয়া' তাঁর পান্ডিত্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

তিনি দীর্ঘ দিন কনস্টান্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তুরস্কের উসমানী শাসনামলে তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য এবং পরবর্তীকালে ১৯২১ সালে স্বাধীন ইরাকে উচ্চ পদস্থ শিক্ষা অফিসার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

---

(১) মাআরিফ, জুলাই ১৯৯১ পৃঃ ১০১।
(২) নিখিলসেন, এশিয়ার সাহিত্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ২৮৫।
(৩) বাংলাদেশ সংবাদ, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃঃ ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

** খলীল মাত্রান (১৮৭২-১৯৪৯) :-

ইনি প্রাচীন ছন্দের নিয়ম ভংগ করে নতুন ধাচে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। সামাজিক অধঃপতন, জীবন-যন্ত্রনা বা স্বাধীনতার উদ্যোগের চেয়ে তাঁর কবিতায় অতীতের স্মৃতি রোমান্সই অধিক আবেগময়। তিনি আবেগ ধর্মী কবি হলেও তাঁর কবিতায় জীবন চেতনা অনুপস্থিত নয়। "দিউয়ানুল খলীল" তার প্রধান সংকলন। তিনি হাফিজ ইব্রাহীমের সাথে যৌথভাবে অর্থনীতি শাস্ত্রীয় "leroy Beaulieu " নামক গ্রন্থখানা অনুবাদ করেছিলেন (১)।

** লেবাননের তানিউস-আবদুহু (মৃঃ ১৯২৬) :-

ইনি সাহিত্যের প্রায় সব শাখায়ই অবাধ গতিতে বিচরন করেছেন। ফলে তাঁর রচনাবলীর সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। প্রায় সাতশত (২)। সামাজিক জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের মাঝেই তিনি রচনার বিষয় বস্তু খুজে পেয়েছেন। আর সে বিষয় বস্তু হলো সমাজের উঁচু ও নীচু শ্রেনীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব। কোন কিছুই কবিকে সত্যকে প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

এমনিভাবে আরও অনেক কবি ছিলেন, যাদের কাব্যে আধুনিক চিন্তা ধারা এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির অভিব্যক্তি ঘটেছে।

উপরোল্লিখিত কবিগনের অল্প পরেই আধুনিক আরবী সাহিত্যে আর একদল কবির আবির্ভাব ঘটেছিল, যাদের কবিতা ছন্দ, বিষয় বস্তু, চিন্তাধারা, আংগিক সৌষ্ঠব, তুলনা, উপমা ইত্যাদি সকল দিক দিয়েই পূর্বসুরীদের চেয়ে উন্নত মানের ছিল। তাদের মধ্যে -

মিসরের -

** আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ (১৮৮৯-১৯৬৪)

** আবদুল কাদির আল মাযিনী (জঃ ১৮৯০)

** আল রাফী (জঃ ১৮৯২)

সিরিয়ার -

** খলীল মারদাম (জঃ ১৮৯৫)

** উমর আবু রীশা (জঃ ১৮৯০)

---

(১) রাফাইল নাখলাহ্ইয়াসুই, আল মুখতারাত, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪০।

(২) -ঐ-

Dhaka University Institutional Repository

লেবাননের –

** হালিম দামুস (জঃ ১৮৮৮)

** মিখাইল নাইমা (জঃ ১৮৮৯)

নজদী আরবের –

** ইলিয়াস ফারহাত (জঃ ১৮৯৩)

মরক্কোর –

** হান্না আল ফাখীর (জঃ ১৮৯৬) প্রমুখ কবিগনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য (১)। এদের মধ্যে অনেকেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতেন (২)।

মিসরের ইব্রাহীম আল মাযিনী ও আল আক্কাদ সমসাময়িক কবি ছিলেন। উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। আল-আক্কাদ কবিতার বাহ্যিকের চেয়ে ভাব ও বিষয় বস্তুর পরিবর্তনের প্রতি অধিক আগ্রহী ছিলেন। তাঁর অনেক কাসীদায় দেখা যায়, প্রাচীন ধর্মী কাসীদার করম বর্তমান রয়েছে, কিন্তু বিষয় বস্তুতে নতুন চিন্তা ভাবনার অবতারনা ঘটেছে। (এ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

মিখাইল নাইমা নিউইয়র্কের লেখক সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি অতি মাত্রায় পাশ্চাত্য ঘেষা ছিলেন। ফলে পাশ্চাত্য প্রভাবই তার চিন্তা ও অনুপ্রেরনার রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি অন্যায় উৎপীড়ন ও শোষনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। "আল গিরবাল" তার অন্যতম সংকলন (৩)।

----

(১) রাফাইল নাখলাহ ইয়াসুই, আল মুখতারাত, প্রথম খন্ড।

(২) সৈয়দ মাকসুদ হোসাইন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৮২ – ৮৩।

(৩) রাফাইল নাখলাহ ইয়াসুই, আল মুখতারাত, প্রথম খন্ড।

Dhaka University Institutional Repository

এর পর আধুনিক আরবী সাহিত্যাকাশে যে কবি গোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে তাদের কাব্য কর্ম বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের পর থেকেই শুরু হয়েছে। এরা সম্মিলিত ভাবে প্রতিযোগিতা করে কাব্য রচনায় মেতে উঠেছেন। এ তরুন কবিদের রচনা রীতি পূর্ব সূরীদের তুলনায় আরও উন্নত ও স্বতন্ত্র।

নিম্নে উদাহরন স্বরূপ এদের কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হলো:-

মিসর -

- ইব্রাহীম নাজী
- আযীয আবাযা
- সালহা সাইদ (জঃ ১৯০১)
- কামাল নিশাত (জঃ ১৯০৩)
- মুহাম্মদ আল সাবাঈ
- নাজীব সরোর
- কামেলানী হাসান মসদ (জঃ ১৯২৫)
- বদর বাদির হাসান (জঃ ১৯০৪)
- যাকী মুবারক
- আলকাইতুরী
- সাদ দারবীশ (জঃ ১৯০৩)

সিরিয়া -

- ইলিয়াস কনসাল (জঃ ১৯১৯)
- আযীযা হারুন (জঃ ১৯২৩)
- শাওকী বাগদাদী (জঃ ১৯২৮)
- আদনান মারদুম (জঃ ১৯১৮)
- আরিফ কিয়ালা (জঃ ১৯১৯)
- আমির সাফারান কাসেমী

Dhaka University Institutional Repository

ইরাক-

** নাযিক আল মালাইকা (জঃ ১৯২৩)

** বুলন্দ আল হায়দারী

** আহমদ আবদুল গফুর আত্তার

** আঃ ওহাব বাইয়াতী (জঃ ১৯২৬)

লেবানন-

** জুর্জ সাজয়াঁক জুবদাক (জঃ ১৯২৬)

** ইউসুফ গুসুব

** সাঈদ আকল

** সালাহ লাবকী

সৌদি আরব-

** হাসান আবদুল্লা আল কোরেশী

ফিলিস্তিন-

** আবদুর রহমান রাবাহুল কার্মালী (জঃ ১৯১৬)

** মাহমুদ দারবীশ,

** ফাদওয়া তাউকান

** ইসা ইব্রাহীম আন্নাযুরী (জঃ ১৯১৮) প্রমুখ (১) ।

বর্তমান কালের এ তরুন কবিরা কাব্যিক কৌশল, ভাব-ভাষা ও আন্তরিকতা, চেতনা বোধ ও মানসিকতা, রূপক ও প্রতীক ধর্মীতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কবিদের তুলনায় অধিক সজাগ। কাব্যিক বিষয় বস্তু নির্বাচনেও এরা বড় সতর্ক।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে আধুনিক আরবী কবিদের কবিতার বিষয়বস্তু ও ক্ষেত্র জীবন-জগৎ, প্রেম-প্রকৃতি, হাসি-আনন্দ, দুঃখ-বেদনা, দেশ-রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি, স্বাধীনতা ও পরাধীনতা ইত্যাদির মাঝেই বিস্তৃত। আর এগুলো নিয়ে গভীর চিন্তা করলে কবি মনে যে

---

(১) উমতাদ আলীল জুনদী, আলমুখতার মিন শি'রিল হাদীছ, মিশর, ১৯৫৭, শেষ পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং তাদ্বারা যে সম্পদ আবিস্কার হয় সেটাই আধুনিক আরবী কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় ।

মারুফ আর্কিন্দি আল রুসাফীর ন্যায় সিরিয়ার তরুন কবি শাওকী-বাগদাদীর কবিতায়ও প্রকৃতির আসল রূপ ফুটে উঠেছে । দুজন একই সুতায় মালা গাথলেও শাওকী বাগদাদীর কবিতায় যেন ছন্দ, কাব্য গঠন এবং উপমা নির্বাচন অধিক উন্নতমানের এবং অভিনব । উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, রুসাফীর নিকট প্রকৃতি হলো শিক্ষনীয় গ্রন্থ, আর শাওকী বাগদাদীর নিকট তাহলো জীবন । শাওকী বাগদাদীর "আনা আহলামু" শীর্ষক কবিতায় তাঁর এ ধরনের পরিচয় পাওয়া যায় । যেমন -

احلام بالشواطئ
في ساحل كما احب هادئ؛
بطفلة على الرماد تركض
وطابة أساسها تنتفض

والام مس بعيد
ترتيب نشرته
والسوالسر السعيد
بطفلتها.... تمغمة زمانه (১)

অর্থ : সমুদ্রের লোনা ঢেউ যেমন প্রেমিক সৈকতে আনন্দে আছড়ে পড়ে
আমাদের দুর্নিবার প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তিতে আসুক আনন্দের কলোচ্ছাস,
মধ্যাহ্নের চকচকে বালুতে শিশুর হাসি হোক অক্ষয়
আর অন্ধকারের মৃত্যুতে সূর্য আসুক
পবিত্র এবং সুস্থ্য জীবনবোধের সংগীতে ।
যেমন আকাশ পূর্ণতায় নীল, আর -
মুক্ত পাখীর পালক সম্ভাবনাময় জীবনের প্রতীক
আমাদের জীবন সেখানেই উজ্জল এবং প্রানময় সত্বা
এবং 'জীবন' - পরিপূর্ণ জীবনই আমাদের কাম্য ।

কোন কোন কবি প্রকৃতির মাঝে নারী রূপিনী সত্বা খুজে পেয়েছে । তাদের মতে নারীর ন্যায় প্রকৃতিও উৎপাদনে সক্ষম । নারী যেমন সন্তান উৎপাদন করে প্রকৃতিও তেমন ফসল, চারাগাছ ইত্যাদি উৎপাদন করেন । অতএব উভয়ের আকাংখাই মূলতঃ এক ধরনের । মিসরের তরুন কবি কাইতুরীর "তাহ্তাল আমতার" শীর্ষক কবিতায় এই ধারনার পরিচয় পাওয়া যায় । যেমন -

---

(১) মিন কুল্লি কুতরিন শাইর, মাকতাবাতুল মারিফ, ৪র্থ খন্ড, বৈরুত, ১৯৫৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

أيها السائق
رفقا بالخيول المتعبة
قف
فقد أدمى هدير المسرج لحم الرقبة
قف
فإن الدرب في ناظرة الخيل اشتبه
هكذا كان يغني الموت حول العربة
وهي تهوي تحت أمطار الدجى مضطربة

অর্থ - বৃষ্টি ঝরুক, বৃষ্টি বিদায় নিক।
বৃষ্টি আসবে এবং যাবে।
বিশুষ্ক পৃথিবী বৃষ্টিরূপ বীর্যপাতে ফলবতী হবে,
সজীব প্রানবন্যায় পৃথিবী হাসবে-।
কৌতুকে উচ্ছলতায় যেমন হাসে গর্ভবতী নারী।

মূল্যবান পোশাক ও সুন্দর অলংকার যেমন নারীদেহের শ্রীবৃদ্ধি করে তেমনি ছন্দ, তুলনা, উপমা, বর্ণনা কৌশল, আবেদন-নিবেদন ইত্যাদি আলংকারিক বৈশিষ্ট্যও কবিতায় শিল্প ও সাহিত্যরস বৃদ্ধি করে। তার প্রমান আমরা সৌদী আরবের হাসান আবদুল্লা আল কোরেশীর এই "যুবাব" কবিতায় পাই -

سمائي برق ورعد   وطرفي دمع وسهد
وقلبي يأس ووجد
فأين هنا بلبل كان ينشد !

يردد الحانه في الفضاء   ويبعث تغريده للسماء
يغازل سحر الوجود ويغدو   خفيفا طليقا فما ثم حد
لنشوة وروى الحب هشر
تماوج بين ظلال الماء   يحيي ركب المنى بالغناء (২)

---

(১) মিন কুল্লি কাতুরিন শাইর, মাকতাবাতুল মায়ারিফ বৈরুত, ১৯৫৭, ৪র্থখণ্ড,পৃঃ৮৮।
(২) -ঐ- পৃঃ ১৫৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ – কবির সত্তায় কি হারানোর গোপন কান্না অবিশ্রাম বর্ষনধারায় বিগলিত
ডানা ভাংগা বিদ্যুতের মত অস্থিশূণ্য যন্ত্রনায় দারুন আসক্ত
প্রত্যাশার সুমিষ্ট গানের পাখী–কবি প্রিয়তমা আজ কোথায় !
তাকে কি আর ফিরে পাওয়া যাবেনা ?
যেখানে কবির বেদনা পূর্ণ আকাশ নিঃশব্দে একাকার ।
সেখানে প্রিয়তমা
হালকা পাখায় অথবা সকালের নরম বাতাসে
সংগীত সুরে কবির আনন্দচিত্তে মিশে যেতে পারেনা !
একটু পরেই দিবসের আলো ছিঁড়ে গোধূলীর অন্ধকার নেমে আসবে
তখন শুধু নিশ্চিত বিশ্রাম আর বিশ্রাম ।

আধুনিক আরবী কবিতায় নারীর রূপ, রস, যৌবন সম্পর্কীয় প্রেমের কবিতাও যথেষ্ট রয়েছে । এ সম্পর্কে সিরিয়ার অন্যতম কবি আমীরশাকারাল কালেমীর "কুবালা" নামক গ্রন্থখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এতে যৌন আবেগের ছোঁয়াচ যথেষ্ট থাকলেও তা অশ্লীল নয় । অনুরূপ ভাবে সিরিয়ার নাজার কাব্বানীর কাব্যেও নারীর যৌবন সুনিপুন ভাবে চিত্রিত হয়েছে । যেমন তার "ইনদা ইমরাতিন" কবিতায় তিনি কবিতা রূপিনী যৌবনবতীকে এমন শৈলিক উপাদান দ্বারা সাজিয়েছেন যা সব পাঠকের কাছেই আকর্ষনীয় । এতেও যথেষ্ট আবেগ আছে কিন্তু অশ্লীলতার ছলাচলি নেই ।

জাতীয়তা বোধ এবং ঐতিহ্য চেতনাও আধুনিক কবিদের কবিতায় সুস্পষ্ট হয়ে আছে । সামাজিক বা রাজনৈতিক অনাচারের বেড়াজালে আবদ্ধ হলেই তাদের স্বাধীনচেতা মন সে শৃংখল থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় বিদ্রোহী হয়ে উঠে । তখন তারা লেখনীর তীব্র কষাঘাত দ্বারা উৎপীড়নকে কত বিকৃত করতে থাকে । কবিরা সাধারনতঃ নৈরাশ্যের আড়ালে আশার স্বপ্নে মগ্ন থাকেন । এ ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনের মহিলা কবি ফাদওয়া তাউকানের "নিদা" শীর্ষক কবিতাটির নাম উল্লেখযোগ্য । এতে তিনি জাতিকে উচ্চ কণ্ঠে স্বাধীনতা ও চেতনা বোধের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি আহবান করেছেন। তাঁর প্রায় সমগ্র কাব্যেই বিদ্রোহের সুর ধ্বনীত হয়েছে [১]।

এ ছাড়াও ফিলিস্তিনের জীবিত কবিদের মধ্যে সালীম জুবরান, সামীহ আল কাসেম-আব্দুর রহমান রাবাহুল কায়ালী (জঃ ১৯৯৩), লোটাস পুরস্কার প্রাপ্ত মাহমুদ দারবীশ প্রমুখ কবিদের কাব্যে এ ধরনের দেশাত্ম বোধক ও জাতীয় চেতনা মূলক অনু প্রেরনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এরা সকলেই ফিলিস্তিনী মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় ভাবে মসি চালিয়ে যাচ্ছেন [২]।

গদ্য কবিতাঃ-

গদ্য কবিতার পরীক্ষা নিরীক্ষায় ও তরুন কবিরা আজ উত্তীর্ন। ছন্দ ও অন্ত্য-মিলের সৌকার্য ছাড়াও যে কবিতা মাধুর্য সৃষ্টি করতে পারে এমন নজির আধুনিক আরবী কবিতায় বিরল নয়। অন্যান্য ভাষায় বহু পূর্ব হতেই গদ্য কবিতা প্রচলিত আছে। কে প্রথম গদ্য কবিতার প্রচলন করেছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

প্রাচীন কবি সাহিত্যিকদের ন্যায় আধুনিক যুগের প্রথম দিকের কবিগনও ছন্দ ও মিত্রাক্ষর ছাড়া কবিতার চিন্তা করতে পারতোনা। অন্ত্যমিল ছাড়া কবিতা তাদের নিকট অপরিচিত ছিল। আল্লামা কারাবী বলেছেন, "ইংরেজ কবি হোমারই অমিত্রাক্ষরের কবিতা প্রথম রচনা করেন [৩]।

অন্যান্য আধুনিক ভাষার অনুকরনে আধুনিক আরবী ভাষায়ও লেবানন ও সিরীয় কবিদের প্রচেষ্টায় কোরাস গানের প্রচলন হয়। এ সময় প্রগতি বাদী কবিরা তাঁদের সাহিত্যিক সমৃদ্ধি ও প্রসারের সামনে কবিতার মিত্রাক্ষরকে প্রতিবন্ধক মনে করে তার অপসারনের চেষ্টা করতে লাগলেন [৪]।

---

(১) আলআদাব, মাসিক সাহিত্য পত্রিকা, বৈরুত, পৃঃ ৪৫।

(২) আদীব জুনদী, আল মুখতার মিন শি'রিল হামীছ, মিসর, ১৯৫৭।

(৩) কারাবী, কিতাবুশ শি'র, ভূমিকা।

(৪) জাহবী, হাউলুন নাছরে অয়াশ শি'র, প্রবন্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত মিসরীয় কবিগন এবং আমেরিকার সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কীয় মিশন দ্বারা প্রভাবান্বিত ইরাকের কবি জামিল সিদকী আল জাহবী (১৮৬৩-১৯৩৮) অমিত্রাক্ষরের কবিতা সম্পর্কে গবেষনা মুলক পদক্ষেপ গ্রহন করেন এবং এর নাম দেন "شعر مرسل" (বা অমিত্রাক্ষরের কবিতা)।

আধুনিক আরবী কবিরা কবিতার শ্রেনীবিন্যাসের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অনুসরন করেছেন। প্লেটোর থিওরী অনুসারে কবিতা গীতিকাব্য, মহাকাব্য এবং নাট্য কাব্যে বিভক্ত[1]। পাশ্চাত্য বাসীদের ধারনা, যখন পারস্য সহ অন্যান্য জাতি কবিতার ক্ষেত্রে আনুমিলের সীমারেখা ডিঙ্গিয়ে অমিত্রাক্ষরে কিংবা পরিবর্তীত মিত্রাক্ষরে মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হলো তখন আরব জাতি আনুমিলের নীতি আকড়ে ধরে কাব্য সাহিত্যের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করল[2]।

বিভিন্ন মহল থেকে ছন্দ ও মিত্রাক্ষরের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করা হলো যে, কবিতার জন্য সুর ও মিত্রাক্ষর আবশ্যকীয় নয়। কেননা উহা কবির চিন্তা ও ধারনাকে সীমিত করে দেয় এবং তার মনের ভাব প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে কবির কল্পনা কাগজে আসার পরিবর্তে মনেই থেকে যায়। অতএব উন্নত মানের কবিতায় চিন্তা, কল্পনা, আবেগ ও অনুভূতিই অধিক গুরুত্বপুর্ন[3]।

আধুনিক আরবী কাব্যে কে সর্ব প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যাবহার করেছেন এ তথ্য উদঘাটনের জন্য বহু সমালোচকই চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য সমালোচক নুররীনি বাশাবা স্বীয় প্রবন্ধে বলেছেন, "আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারবনা কে প্রথম আরবী কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন, আব্দুর রহমান শুকরী না করিম আবু হামীদ"[4]।

প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ এব্যাপারে তিনজন কবির নাম উল্লেখ করেছেন, যথা- তওফীক আল বাকরী, ইনি স্বীয় কবিতা "ذات القوافي" তে, জামিল সিদকী আল জাহবী "মুয়াইয়েদ" পত্রিকার এক কবিতায় এবং আব্দুর রহমান শুকরী স্বীয় কবিতায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তবে আল আক্কাদ এদের কাউকে নির্দিষ্ট করতে পারেননি[5]।

---

(১) বুস্তানী, তারাজিমুশ শিরিল আরাবিল হাদীছ ফি মিসুর।

(২) আহমদ আমীন, কামুস আতীর, কায়রো, ১৯৪০।

(৩) জাহবী, দিউয়ানুন জাহবী, কায়রো, ১৯২৪, ভূমিকা।

(৪) নুররীনি বাশাবা, আর রিসালাত, একাদশ সংখ্যা, প্রবন্ধ-আশ শিরুল মুরছাল।

(৫) " ইয়াস য়ালুনাক, কায়রো, ১৯৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সমালোচক আলজাহিরী জহাবীকে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবি বলে মনে করেছেন। আহমদ যাকী আবু সাদি এবং আঃ আযীয দাসোকী শুকরীকে এ প্রকারের প্রথম কবি বলেছেন। আব্দুল গফুর নিজেকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম কবি বলে দাবী করেছেন। এমনি ভাবে অনেকেই অনেক রকম মত প্রকাশ করেছেন। তবে শেষের দিকে আবার আল আক্কাদ বলেছেন, "তওফিক আল বাকরীই প্রথমে তার "ذات القوافی" তে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন, অতঃপর জাহবী তাঁর অনুসরন করেছেন এবং তার পরে শুকরী তাঁর "شعر المرسل" প্রকাশ করেছেন"।

প্রখ্যাত প্রবন্ধকার এস, মোরেহ বলেন," আধুনিক আরবী সাহিত্যে গদ্য কবিতা বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই শুরু হয়, এবং তা রিযকুল্লাহ-হাসুনের দ্বারাই হয়েছিল যা তিনি তাঁর "اشعار الشعر" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন"(১)।

১৯২২ সালে জাহবী নিজেকে প্রথম গদ্য কবিতা রচয়িতা বলে ঘোষনা করেন- "انا اول من نبذها ظهريا"। তিনি স্বীয় কবিতা "بعد الف عام" এর মুখ বন্ধে বলেছেন, "وهی من الشعر المرسل الذی استحدثته فی الشعر العربی مطلقا ایاه من قید القوافی"(২)। (মিত্রাক্ষরের বন্ধন ছিন্ন করে আমিই প্রথম আরবী ভাষায় গদ্য কবিতা শুরু করেছি)। পরবর্তীকালে বুলুস শাহাদা এই প্রকার কবিতা রচনা করেন। তাঁর মতে এ ধরনের কবিতার উপকারিতা হলো, ইহা রচনাকে সহজ-সরল এবং সার পূর্ন করে, এবং কবিকে ইচ্ছামত স্বীয় ভাব ও কল্পনা সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম করে, যা মিত্রাক্ষরের কড়াকড়ি থাকলে আদৌ সম্ভবপর হয়না।

যাহোক অধিকাংশ সমালোচকের দৃষ্টিতে জাহবীই প্রথম গদ্য কবিতার রচয়িতা ছিলেন। এবং আবু হাদীদ গদ্য কবিতায় প্রথম মূল উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর গদ্য কবিতার উপন্যাস হলো "مقتل سيدنا عثمان" (প্রকাশ কাল ১৯২৭ ইং)।

আরবী গদ্য কবিতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জাহবী, আল আক্কাদ, আবু হাদীদ, মুহাম্মদ-কালমাবী এবং আবু শাদী মন্তব্য করেছেন যে, "পূর্বে আরব কাব্য রীতিতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের

----

(১) ইউসুফ আসাদ দুগীর,মাস্বাদীরু দারাসিল আদাবীয়া, বৈরুত, ১৯৫৬, ভূমিকা।

(২) আল হিলাল, ৩১ তম খন্ড, ১৯২৭।

Dhaka University Institutional Repository

কোন কবিতা ছিলনা। এখন এটা পছন্দ করা না করা হলো ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে তাঁরা আশা বাদী যে, আরবী পাঠকগন নিশ্চয়ই একদিন অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা অধিক পছন্দ করবে। (১)

উপরোক্ত সমালোচকদের ধারনা আজ সত্যে পরিনত হয়েছে। বহু বাধা বিপত্তি এড়িয়ে আরবী সাহিত্যে আজ গদ্য কবিতার প্রচলন ব্যাপক ভাবে শুরু হয়েছে। তরুন কবিরা গদ্য-কবিতার পরীক্ষা নিরীক্ষায় আজ উত্তীর্ন হয়েছেন। ছন্দ ও অন্তঃ মিলের সৌকার্য ছাড়াও যে কবিতা মাধুর্য সৃষ্টি করতে পারে তার নজির আধুনিক আরবী কবিতায় আজ বিরল নয়। এসব কবিতার বৈশিষ্টময় দিক এই যে, সাবলীল গতিবেগ যেমন কোথাও বাধপ্রাপ্ত হয় না তেমনি কবির আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা এবং সারল্য ও পাঠক চিত্তকে বিমোহিত করে। এ ধরনের কবিতার বিষয় বস্তু যাই হোক না কেন বর্ননা কৌশল ও আলংকারিক বৈশিষ্ট্য কাব্য কর্মকে মহিমান্বিত করে তোলে। তরুন কবিদের মধ্যে সুদানের ইব্রাহীম তাউকান, লেবাননের মুস্তাফা মাহমুদ এবং ইরাকের আমীন জিয়াদ গদ্য কবিতা রচনায় কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাছাড়া ইরাকের আরও দুজন তরুন কবি আব্দুল ওহাব বাইয়াতী এবং নাজিক আল মালাইকা গদ্য কবিতা রচনায় খুব সুনাম অর্জন করেছেন (২)।

এ প্রকারের কবিতায় মিল না থাকলেও গদ্যের ছন্দ ও পদলালিত্য কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয়। যদিও কালের প্রবাহে আরবী গদ্য কবিতা টিকবে কি টিকবেনা এ নিয়ে বিভিন্ন সমালোচকদের মধ্যে এখনও তর্ক চলছে কিন্তু তথাপি তাদের উদ্যম অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

---

(১) এস, মোরেহ, প্রবন্ধ-স্মারক ভার্স, বি-এস-ও-এস, ১৯৬৬, পৃঃ ৪৮০।

(২) পি.এম.হল্ট, দি ক্যামব্রিজ হিস্টরি অব ইসলাম, ১৯৭০, পৃঃ ৬৭১।

Dhaka University Institutional Repository

কথা সাহিত্য (উপন্যাস ও ছোট গল্প):-

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শিল্প বিপ্লব যেমন পাক ভারত উপমহাদেশের চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনয়ন করেছিল তেমনি আরব জগতকেও আধুনিকতার সাজে সাজতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যার ফলে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় আরবী সাহিত্যেও বেশ পরিবর্তন হতে দেখা গেল। বিভিন্ন শাখায় নতুন নতুন পদ্ধতিতে সাহিত্য রচিত হতে লাগলো। আরবী কাব্য শাখার ন্যায় গদ্য রীতিতেও নতুন আংগিকের উপন্যাস ও ছোট গল্প রচিত হতে লাগলো। এ ব্যাপারে রেজাউল করীম সাহেব স্বীয় প্রবন্ধ "আধুনিক আরবী সাহিত্যে" চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন (১)।

এ সময় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র পত্রিকা গুলো গদ্য সাহিত্যের ক্রমোন্নতিতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছিল। তখন অধিকাংশ লেখকই কোন না কোন পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন। সামাজিক সমস্যা ও রাজনৈতিক চেতনা বোধই ছিল এসময়ের গদ্য সাহিত্যের উপজীব্য বিষয়। ফলে পাঠকগন ছোট গল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয় অবগত হওয়ার জন্য অধিক আগ্রহী হয়ে উঠে। আরবী সাহিত্যের উপন্যাস ও ছোট গল্পের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে ডঃ আঃ আযীয ও আঃ মজিদের নিম্নোক্ত মন্তব্য থেকে আমরা পরিস্কার ধারনা নিতে পারি—

"It was with increased of daily papers and Periodicals, the development of printing, the improvement of translation, the spread of education and the Psychological preparedness of the educated circle to read western fiction including the short story, that a substantial contribution from this literary art was made to Arabic literature.

It is obvious therefore, that the appearence and the evolution of the short story depended on the development of a circle of readers. Thus the end of the 19th cent. it was common to find news paper and magazine in Egypt and Syria, publishing sections of novels or short stories, translated or original". (2)

---

(১) প্রবাসী, অগ্রহায়ন, ১৩৬৭ বাং, পৃঃ ৯৬১।
(২) মডার্ন এ্যারাবিক শর্ট ষ্টোরি, মারিন প্রেস, কায়রো।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক আরবী সাহিত্যের প্রথম ছোট গল্প "আর রাসিয়াতু মিন রাসী"। ইহা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বুতরুস আল বুসতানী সম্পাদিত "আল জিনান" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।(১) বুতরুস আল বুসতানীর পুত্র সলীম বুসতানী ছিলেন এর রচয়িতা। তিনি একজন সাহিত্য পিপাসু ব্যক্তি ছিলেন। তুর্কী, ফার্সী ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর খুব দক্ষতা ছিল। তাঁর নিজের লেখা ও অনুবাদ করা অনেক ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

১৯২৫ খ্রীঃ পর্যন্ত আধুনিক আরবী ছোট গল্পের প্রধান উৎস ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্য। ফরাসী, ইংরেজি, রাশিয়ান ও ইতালীয় সাহিত্য হতে এগুলো অনুবাদ করা হতো, ফলে ইহা মূলের হুবহু বা শৈল্পিক দিক দিয়ে তেমন উচ্চাংগের হতো না।(২) কিন্তু পরবর্তী কালে মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও লেবাননের বিরাট সংখ্যক উপন্যাস ও ছোট গল্প লেখক নতুন পদ্ধতিতে দৈনন্দিন জীবনের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার সাথে তাল মিলিয়ে চাহিদা অনুযায়ী রচনা রীতি চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এ সময় যে সকল পত্র পত্রিকা শিল্পী ও সাহিত্যিকদেরে এ ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল তা নিম্নরূপ :-

- সিলসিলাতুল ফুকাহা (বৈরুত ১৮৮৪)
- দিওয়ানুল ফুকাহা (বৈরুত ১৮৮৫)
- আল হিলাল (কায়রো ১৮৯২)
- আল মাশরিক
- আল দিয়া (কায়রো ১৮৭৪)
- ফুতাতুশ শিরক (কায়রো ১৯০৬)
- আল মুকতাতাফ
- আল মুয়াইয়িদ
- আল সিয়াসা
- আল জিনান (১৮৭০) ইত্যাদি পত্রিকা গুলো আরবী সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত চেতনা সঞ্চারী ভিত্তি করেছে।(৩)

---

(১) আলজিনান, ১ম বর্ষ, ১৮৭০, পৃঃ ১১।
(২) আব্দুল আযীয, আব্দুল মজীদ, মডার্ন এ্যারাবিক শর্ট স্টোরি, কুমিলা।
(৩) -ঐ-

Dhaka University Institutional Repository

সর্ব প্রথম যারা উপন্যাস ও ছোট গল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের মধ্যে-

সিরিয়ার-

** ফারাহ আনতুন (১৮৭৪ - ১৯২২)

** সালিম বুসতানী (১৮৪৮- ১৮৮৪)

** জুরজী যায়দান (১৮৬১ - ১৯১৪)

* মিসরের-

** মুহাম্মদ আবদুহু (মৃঃ ১৯০৫)

** মুস্তফা লুত্ফী আল মানফালুতী (১৮৭৬-১৯৩১)

** হুসাইন হাইকাল

** আলী আহমদ বাকাছির

** হাফিজ ইব্রাহীম (১৮৭১-১৯৩১)

লেবাননের -

** সাইম বুসতানী (১৮৫২- ১৯৪৭)

** ইয়াকুব সুরুফ (১৮৫২-১৯২৭)

** খলীল জীবরান (১৮৮৩-১৯৩১)

ইরাকের -

** ইব্রাহীম হিলমী-আল উমর (১৮৯৫-১৯৪১) প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য (১)।

এ সময়ের উপন্যাসের মধ্যে হোসাইন হাইকালের 'জয়নাব', ফারাহ আনতুনের 'জারাজিলামুল আনা' এবং 'হেকায়াতুল হাইওয়ান', ইয়াকুব সুরুফের 'বানাতুল মিস্র', 'আমীনা', এবং 'বানাতুল কাইউম', সালীম বুসতানীর 'আল বাদরু', 'সালমা', 'সামীয়া' ইত্যাদি নামা কারনেই উল্লেখযোগ্য।

----

(১) ইসলামিক লিটারেচার, প্রবন্ধ- সাম লিউ এ্যারাব নভেলিষ্ট, ১৯৬৯, পৃঃ ২১৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল উপন্যাসের বিষয় বস্তু ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যাবহারিক জীবনের সামগ্রিক চিত্রে বৈশিষ্ট্যময়, এবং নতুন আংগিকে, রসাত্নক ভাব ধারায় ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষনে ছিল ইহা পরিপুর্ন।

সিরিয়ার শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক উপন্যাসিক ছিলেন জুরজী যায়দান। তিনি ফরাসী উপন্যাসিকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অনেক গুলো উপন্যাস লেখেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'আল হিলাল' প্রকাশ করেন। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে আযরাউ কোরায়শ, 'গাদাতু কারবালা', 'ফুতাতু গাস্সান', 'ফুতাতু কায়রাওয়ান', 'আরমানুসু আল মিসরিয়া', 'আল মামলুকুশ শারিদ ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও তাঁর অন্যান্য ইতিহাস, সাহিত্য, সমালোচনা মুলক গ্রন্থ এবং উপন্যাস ও নাটকের মোট ৩৮ খানা গ্রন্থের সন্ধান আমরা পেয়েছি।(১)

সামাজিক উপন্যাস লেখক হিসাবে সাঈদ আল বুসতানী এবং মুকতাতফ পত্রিকার সম্পাদক ইয়াকুব সুরুফের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইয়াকুব সুরুফের ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে "রিচার্ড (তৃতীয়)" এবং মিসর ফাওয়ানী "ফ্রিও পেট্রো" উপন্যাস দুটি বিখ্যাত।(২)

হুসাইন হাইকাল আরবী ও ইসলামী সংস্কৃতির পক্ষপাতি ছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি আরবী কথা সাহিত্যের সমালোচনা করেছেন যে যতদিন পর্যন্ত নারী জাতি সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং পুরুষের সাথে সমান ভাবে কাজ করার সুযোগ না পাবে ততদিন আরব দেশ সমুহে উপন্যাসের কোন উন্নতি হবেনা, কারন উপন্যাসে সামাজিক চিত্র প্রস্ফুটিত হয়, আর নারী যদি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে উপন্যাসে সঠিকভাবে সামাজিক চিত্র কিরূপে চিত্রিত হতে পারে?

---

(১) জুরজী যায়দান, তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৮৪-২৮৫।
(২) সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃঃ ৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

মুসাইন হাইকলের প্রথম জীবনের রচিত "জয়নাব" ই আরবী সাহিত্যের প্রথম মিসরীয় মূল উপন্যাস[১]। এতে তিনি মিসরীয় গ্রাম্য জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের ঘটনাটি নিম্নরূপ –

জয়নাব একজন অনুভূতি সম্পন্না পরমা সুন্দরী রমনী। গ্রাম্য চুপতির শিক্ষিত পুত্র হামিদের সাথে কিছু দিন সরল প্রেমাভিনয় করার পর জয়নাব গ্রাম্য অন্য এক যুবক – ইব্রাহীমের প্রেমে পড়ে। কিন্তু জয়নাবের পিতা মাতা তাকে হাসানের সাথে বিবাহ দিলে সে স্বামীর প্রতি অনুগতা হয় বটে কিন্তু কর্তব্যবোধ ও ভাল বাসার দ্বন্দ্ব তাকে ক্ষীন করে ফলে। অতঃপর ইব্রাহীম সেনা বাহিনীতে যোগ দিলে তার বিচ্ছেদ বেদনা জয়নাবকে আরও নিষ্পেষিত করতে থাকে এবং মৃত্যুর মাধ্যমেই এ যন্ত্রনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

চারশো পৃষ্ঠার এ উপন্যাস খানা মিসরের গ্রাম্য জীবনের সকল রূপ, রস ও গন্ধের সাথে পাঠকদেরে পরিচিত করতে সক্ষম[২]।

বিখ্যাত কবি আহমদ শাওকীর "আয়রাউল হিন্দ" উপন্যাস খানা ছোট গল্প আকারে লেখা হলেও তা চমৎকার জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে[৩]।

মাহমুদ তাইমুরের মতে প্রথম পর্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাসিকদের মধ্যে "আস সাইয়েদাতুর রেজান" পত্রিকার সম্পাদক নিকোলাস হাদ্দাদ ছিলেন অন্যতম[৪]।

মুহাম্মদ করীদ আবু হাদীদের ঐতিহাসিক উপন্যাস "ইবনাতুল মামলুক" নিছক মিসরীয় উপাদানে পরিপূর্ন[৫]।

---

(১) এ.আর. শীব, স্টাডিজ অন দি সিভিলাইজেশন অব ইসলাম, লন্ডন, ১৯৬১, পৃঃ ২৯১।
(২) জয়নাব, কায়রো প্রেস, ১৯২৯।
(৩) এ.আর. শীব, স্টাডিজ অন দি সিভিলাইজেশন অব ইসলাম, পৃঃ ২৮৮।
(৪) উইলকার, ইনট্রোডাকশন টু শেখ সাইয়েদ আবীত, পৃঃ ৪৭।
(৫) করিদ আবু হাদীদ, ইবনাতুল মামলুক, ইতিমাদ প্রেস, ১৯২৬, পৃঃ ৪০৫।

Dhaka University Institutional Repository

লেবাননের মিখাইল নাঈমা (জঃ ১৮৮৯) এবং জীবরান খলীল জীবরান ছোট গল্প লেখক হিসেবে খুবই সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। জীবরানের দুটি গল্প সংগ্রহ "আরাঈসুল-মুরুজ" এবং "আরওয়াহুল মুতামারিদা" যথাক্রমে ১৯০৬ ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।(১)

মিখাইল নাঈমা বহুমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি তাঁর রচনায় ঘটনার বাস্তবতা, বিষয় বস্তুর যথার্থতা, পরিস্কার ধারনা এবং সংক্ষিপ্ত বর্ননার প্রতি জোর দিয়েছেন।(২)

তাঁর ছোট গল্পের প্রথম সংকলন "সানাতুহাল জাদীদা" ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আর দ্বিতীয় সংকলন "হাসানাতুল দুরু" রচনার ২৮ বছর পর 'আল মিসুা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মিসরের মুস্তফা লুতফী আলমানফালুতী ও ঔপন্যাসিকের চেয়ে ছোট গল্পকার হিসেবে অধিক পরিচিত ছিলেন। বর্ননার নিপুনতা ও গল্পের সংলাপ নির্মানে তিনি ছিলেন সার্থক শিল্পী। ফরাসী ভাষার কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস তিনি আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন। তার ছোট গল্প সংকলনের মধ্যে "আল আবারাত" এবং "আন নাযারাত" আরবী কথা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এতে তাঁর অধিকাংশ মূল ও অনুদিত গল্প গুলো স্থান পেয়েছে। গল্প গুলো প্রথম দিকে দৈনিক পত্রিকা "আল মুয়াইয়েদ" এর সাপ্তাহিক সংখ্যায় প্রকাশিত হতো।

এর পরে যারা আরবী কথা সাহিত্যে সুনাম অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে ডঃ ত্বহা হোসাইন, তাওফিকুল হাকিম, আয়শা তাইমুর, মুহাম্মদ তাইমুর, মাহমুদ তাইমুর, মুসা ইবরাহী, ইসা আবীদ, সাহাতা আবীদ, ইব্রাহীম আল মাযিনী, নাজিব মাহফুজ, আব্দুল হামীদ জুদা আস্সাহার, আলী আহমদ বাকাছীর, ইউসুফ আস সাবাঈ, জুননুন-আইউবী, আব্দুলমজিদ লুতফী প্রমুখ সাহিত্যিকগন খুবই উল্লেখযোগ্য।(৩)

---

(১) এ.আযীয, এ.মজীদ, দি মডার্ন এ্যারাবিক শর্ট ষ্টোরি, কায়রো।
(২) আল আদাব, ১ম সংখ্যা বৈরুত, পৃঃ ৩।
(৩) ইসলামিক লিটারেচার, লিউ এ্যারাবস্ নভেলিষ্ট. প্রবন্ধ, ১৫ তম খন্ড, পৃঃ ২১৭।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক আরবী সাহিত্যে ঐতিহ্যবাহী তাইমুর পরিবারের খ্যাতি অতি প্রাচীন এবং বিশ্ব বিশ্রুত। এ পরিবার যেন কেবল সাহিত্যিকেরই জন্ম দাতা। এ পরিবারেরই কৃতী সন্তান শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মাহমুদ তাইমুর। তাঁর পিতা আহমদ তাইমুর, ভাই মুহম্মদ-তাইমুর, ফুপু আইশা তাইমুরীয়া, এরা সকলেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের খ্যাতিমান সাহিত্যিক।

মাহমুদ তাইমুর মিসরীয় আরবী সাহিত্যে আধুনিক ছোট গল্পের প্রবর্তক হিসাবেই পরিচিত। ছোট গল্প ছাড়াও তাঁর উপন্যাস ও বড় গল্পের অনেক বই আছে। "নিদাল-মজনুন" তাঁর একখানা দীর্ঘ উপন্যাস। উপন্যাসটির বিষয় বস্তু লেবাননের একটি রোমান্টিক গল্প, যা পাঠক চিত্তকে সহসাই উহা পাঠে আকৃষ্ট করে। উপন্যাসটির সংলাপ, বিষয় বস্তু এবং ভাষা- সব গুলো মিলে ইহা একখানা সফল উপন্যাসে পরিনত হয়েছে।"মুহাম্মদ আফেন্দী-সক্র আলা বাবী" তাঁর আর একখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস[১]।

রচনার ক্ষেত্রে তিনি আরবী ক্লাসিক গ্রন্থ "আলফ্ লায়লা" এবং "কালিলা ওয়া দিমনা", দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। সাহিত্যের ব্যাপারে তিনি ফরাসী লেখক মোপাসাঁ এবং রুশীয় লেখক চেকভ ও টুর্গেনিভের কাছেও কিছুটা ঋনী।[২]

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত মিসরের সাহিত্য সম্মেলনে তাঁর কয়েকটি রচনা সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাহিত্য পুরস্কার পান। তাঁর ৬০ তম জন্ম বার্ষিকি উপলক্ষে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোর প্রাচ্য বিদ্যা শিক্ষালয়ে তাঁর সাহিত্য বিষয়ের উপর এক সোভিয়েত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর রচিত বহু উপন্যাস, নাটক, মনস্তাত্ত্বিক গল্প ও ছোট গল্প বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বিভিন্ন শাখায় রচিত তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা ৬০ এরও অধিক[৩]।

----

(১) ইহসানু লিল্লাহে অয়াকেস্সায়ু উখরা, মাক্তেক প্রেস কায়রো, ১৯৪৯।

(২) আব্দুল্লাহ্‌ীন, আরবী ছোট গল্প, ঢাকা,১৯৬৪, পৃঃ ৮৮।

(৩) -ঐ- পৃঃ ৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

কায়রোর মুবা ইলাহী (১৮৭৩-১৯৩৩), আয়শা তাইমুর (১৮৪০-১৯০২), এবং মুহম্মদ তাইমুর ছোট গল্পকার হিসাবে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আইশা তাইমুর গীতি কবিতা ও মর্ছিয়া লিখেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

মুহাম্মদ তাইমুর ছোটভাই মাহমুদ তাইমুরের ন্যায় মোপাঁসা ও চেকভের অনুসারী ছিলেন। ব্রুসকাউসকী, ব্রোকেলম্যান এবং আরও অনেকে মুহাম্মদ তাইমুরকেও আধুনিক আরবী সাহিত্যে মিসরীয় ছোট গল্পের উদ্ভাবক বলে দাবী করেছেন।(১)

ছোট গল্প ছাড়াও তিনি মননশীল রচনা বিশেষ করে নাটক রচনায় প্রথম সারির ছিলেন। মুহাম্মদ তাইমুরের প্রথম মূল ছোট গল্প "ফিল কিতার' ১৯১৭ সালে দৈনিক পত্রিকা "আস্ব সুকুরে" প্রকাশিত হয়। তাঁর ছোট গল্প "রক্কি লেমান খালাকা হাযান নাঈম" ক্লিয়ার ডি লিউন নামক গল্পের অনুবাদ।(২)

মিসরের ডঃ তুহা হোসাইনকে (১৮৮৯-১৯৭৩) আধুনিক আরবী সাহিত্যের জনক বলা হয়। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেও সুকীয়তা ও আধুনিক দৃষ্টি ভংগী সম্ভাত ধারনা তাঁকে বৈশিষ্ট্যময় করে রেখেছে। সম্পূর্ন অন্ধ হয়েও তিনি দুই বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। মিসরীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই প্রথম গ্রাজুয়েশান ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন আবুল আলা আল মায়্যারীর উপর এক থিসিস লিখে। উক্ত সালেই উহা "যিকরা আবিল আলা" নামে হিলাল প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

---

(১) মুহাম্মদ তাইমুর, আশ শাইখুল যুমা ওয়া কাস্সিসু উখরা, কায়রো, ১৯২৭, ভূমিকা।

(২) -ঐ- মুয়াল্লাকাতু মুহাম্মদ তাইমুর, কায়রো, পৃঃ ২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর ইতিহাস শিক্ষার জন্য তিনি সরকারী বৃত্তি প্যারিস যান এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইবনে খলদুনের সামাজিক দর্শনের উপর ডক্টরাল থিসিস লিখে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টরেট এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে Doctorate detat ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর এ থিসিস "ইজতিমাঈয়াতু-ফালসাফাতি ইবনে খলদুন" নামে আরবীতে অনূদিত হয় এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতিমাদ প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় (১)।

তাঁর আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ "আল আইয়ামে" (2) তিনি নিজেকে "ফুয়া" বা "ফুয়াল-অলাদু" বলে তৃতীয় পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়ে আরবী সাহিত্যে এক নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন।

ডঃ ত্বহা হোসাইনের উপন্যাসের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য- "আল ওয়াদুল হক", "শাজারাতুল বুউস" এবং "দুয়াবুল কারোয়ান"। উপন্যাস ছাড়াও সাহিত্যের বিভিন্ন খাতে তাঁর প্রায় অর্ধ শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

মিসরের প্রখ্যাত কথা শিল্পী ইব্রহীম আবদুল কাদির আল মাযিনী (১৮৯০-১৯৪৯) আধুনিক দৃষ্টি ভংগীতে গদ্য রচনা করেন। তাঁর গবেষনা মূলক রচনা রীতি, চমৎকার রূপক ও উপমা নির্বাচন, নতুন নতুন শব্দ প্রয়োগ, যৌগিক বাক্য বর্জন ইত্যাদি তাঁর রচনাকে সুখ পাঠ্য করে আধুনিক আরবী গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছে। মিসরের সমাজ চৈতান্য এবং জীবন দর্শনই তাঁর রচনার উপজীব্য। । তাঁর গল্প সংকলন "ইব্রাহীমুছ ছানী" এ বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত। "কাবুযুর রীহ" তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও রম্য রচনা সংকলন। তাঁর লিখিত "ইব্রাহীমুল কাতিব" উপন্যাস খানা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট গুরুত্বের অধিকারী। এ উপন্যাসের সংলাপে তিনি আন্চলিক ভাষা পরিহার করেছেন (৩)।

---

(১) এনসাইক্লোপেডিয়া অব বৃটেনিকা, ২১ তম খন্ড, পৃঃ ৬২৩।

(২) হিলাল প্রেস, ১৯২৬ ডিসেম্বর- ১৯২৭ জুলাই,।

(৩) এইচ.এ.আর. গীব, স্টাডিজ অনদি সিভিলাইজেশন অব ইসলাম, লন্ডন, ১৯৬২।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী গদ্যরীতির আধুনিকি করনে প্রখ্যাত কথা শিল্পী তাওফিকুল হাকিমের (জন্মঃ ১৯১২) অবদান নিঃসন্দেহে অবিস্মরনীয় । তিনি স্বাধীন চেতা ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন সাহিত্যিক ছিলেন । জীবন তথা সাহিত্যকে শিল্প সমৃদ্ধ করার জন্যই তিনি তদানিন্তন স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন তাঁর "হেমারুল হাকিম" নামক উপন্যাসখানা লিখে[১]।

তিনি মিশরের অতীত স্মৃতিকে রচনার মাধ্যমে জীবন্ত করে দেখিয়েছিলেন । তিনি তাঁর "উদাতুর রুহ" নামক উপন্যাস খানায় মিসরবাসীকে নব জীবনের সন্ধান দিয়েছেন[২]। তিনি উপন্যাসে কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন এবং রচনাকে সহজ, সরল এবং উপভোগ্য করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন । সংখ্যা এবং শিল্পের দিক দিয়ে তাঁর রচনা অতুলনীয় । ভাষার প্রাঞ্জলতা ও আলংকারিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তাঁর রচনায় অনুরংগ ভাবে সকলের মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে । আধুনিক আরবী সাহিত্যের সকল শাখায়ই তাঁর প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে । তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা একশতের উপরে । তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের কয়েক খানা যেমন —

নাটক :-

মুহাম্মদ	...	(মারেফ প্রেস ১৯৩৪)
শা হর আদ	...	(নমুজুজীয়াপ্রেস ১৯৫২)
আহলুল কাহাফ	...	(মিসর প্রেস ১৯৫৩)

মননশীল প্রবন্ধ :-

ফন্নুল আদাব	...	(নমুজুজীয়াপ্রেস)
তায়াম্মুলাত ফিস সিয়াসাত		(১৯৫৪)
তারিখু হাইয়াতি মা'দাত		(১৯৪৫)

....

(১) তওফিকুল হাকিম, আত্তায়াদুলীয়া, নামুজুজীয়া প্রেস, কায়রো, ১৯৫৫, ভূমিকা ।
(২) নমুজুজীয়া প্রেস, ১৯৫৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

ছোটগল্প ও উপন্যাস :-

উদাতুর রুহ – (১৯৫৫), আওয়াদুলীয়া (১৯৫৫), হেমাজন হাকিম (১৯৫২), সুলতানুল জলাম (১৯৪২), কাসরুল মাসহুর (১৯৩৬ সালে তুহা হোসেনের সাথে যৌথভাবে), আরেনী আল্লা (১৯৫৪), ফাসাসু তাওফিকিল হাকিম, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য(১)। বিভিন্ন শাখায় তাঁর অনেক গুলো গ্রন্থ বিদেশী ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে ।

তওফিকুল হাকিমের সমসাময়িক আর একজন নামকরা কথা শিল্পী হলেন ইউসুফ আস সাবায়ী (জন্ম: ১৯১৮ কায়রো)। ছোটগল্প লেখক হিসেবে তিনি খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কাল থেকেই তাঁর গল্প প্রকাশিত হতে থাকে । মিসরীয় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হওয়ার পর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন । পরবর্তীকালে তিনি লেখক সংঘ, মিসরের সরকারী লেখক সংঘ, আফ্রো এশীয় সংঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মাধ্যক্ষ পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন । তিনি ৩০খানিরও বেশী উপন্যাস ও ছোটগল্প সংগ্রহের রচয়িতা । তাছাড়াও তিনি সংবাদপত্রে বহু প্রবন্ধ ও সিনেমার গল্প লিখেছেন । হাস্য রসাত্মক বর্ণনা ভংগীই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য । তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "রদ্দুন কালবিসল" মিসরীয় উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম দীর্ঘ উপন্যাস । মিসরের বিপ্লবপূর্ব ও বিপ্লবোত্তর গণজীবনের আলেখ্যেই ইহা বিরচিত । বইটি ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৫৮ সালে চলচ্চিত্ররূপ লাভ করে(২)। তিনি প্রতিদিন দশ ঘন্টা করে লিখতেন ।

"ইন্নিরাহিলাতুন" গ্রন্থখানা মাত্র ২০ দিনে লিখেছিলেন । তিনি প্রগতিবাদী লেখক ছিলেন । তাঁর নিকট প্রেমের প্রকৃত পরিচয় হলো কর্মের মাঝে । তাঁর"হাযা হুয়া হুব্বু" (১৯৫১) উপন্যাসে কর্মময় জীবনের ব্যাখ্যায় প্রেমের আসল পরিণতির প্রতি তিনি ইংগীত করেছেন । "কিলজাহীম মিনাল কাবুলে" গ্রন্থখানায় তিনি প্রেমিক প্রেমিকার চুম্বনের এমন বর্ণনা দিয়েছেন যা প্রত্যেক পাঠকের হৃদয়ে জীবনু অনুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম(৩)।

---

(১) মুহাম্মদ, মারিফ প্রেস, প্রথম পৃষ্ঠা ।
(২) আদমুদ্দীন, আরবী ছোটগল্প, ১৯৬৪, ঢাকা, পৃ: ৯৬ ।
(৩) ইউসুফ আস সাবায়ি, 'ইন্নি রাহিলাতুন, খানজী প্রেস, মিসর, ১৯৫৫, পৃ:১২৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

নিরপেক্ষ ভাবে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন । "ইহনাতা আশারাতা ইমারাতান' (১৯৫২) ই এবং "ইহনা আশারা রাজুলান" (১৯৫১) গ্রন্থদ্বয় তার প্রমান । তাঁর বিভিন্ন শাখায় রচিত গ্রন্থের মধ্যে "লাইতালুল খামার","হাযিহিন্নুফুস", "নায়েব আযরাইল", "ইন্নি রাহিলাতুন" ইত্যাদি অপূর্ব সৃষ্টি ।

মিসরীয় কথা সাহিত্যিক আলী আহমদ বাকাছীরের "আছ ছাউরুল আহমার" একখানা আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক উপন্যাস । সামাজিক বিবর্তনের আশা ভরসাই এর বিষয় বস্তু । তিনি "সিলসিলাতুওয়াল গুফরান" নামক নাটকখানা লিখে পুরস্কৃত হয়েছিলেন[১]।

মিসরের অন্যতম কথা শিল্পী নাজিব মাহফুজ (জন্মঃ ১৯১১) আধুনিক আরবী সাহিত্যে একটি নিবেদিত প্রান । তিনি মিসরের রাজস্ব মন্ত্রনালয়ের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ছিলেন। দীর্ঘ দিন শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন । ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে তাঁর সাহিত্য কর্ম শুরু হয়। প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, সিনেমার গল্প ইত্যাদি সকল শাখায়ই তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে । ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর মোট ১০টি উপন্যাস রচিত হয়েছে । তাঁর ছোট গল্পের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য । মিসরের স্বাধীনতা পুনরুজ্জীবনের চিত্রই তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য ।

বারো শ' পৃষ্ঠায় রচিত তাঁর "বাইনাল কাস্রাইন" উপন্যাসটি আধুনিক মিসরীয় উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় । এতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত মিসরীয়দের চিন্তাধারা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক আলেখ্যের সন্ধান পাওয়া যায় । এই বইটি ১৯৫৭ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে[২]।

নাজিব মাহফুজের "বিদায়া ওয়া নিহায়া" উপন্যাসটি কায়রোর একটি অতি সাধারণ পরিবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত । উপন্যাসটি যেন একটি পোজ দেয়া ছবি । এখানে ব্যক্তিকে ব্যক্তিই রাখা হয়েছে । সাক্ষি গোপাল করা হয়নি । নায়িকা বেহীয়ার প্রতি নায়কের প্রেম অতি চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে এতে ।

---

(১) ইসলামিক রিভিউ, অসপেক্ট অব মডার্ন এ্যারাবিক লিটার, প্রবন্ধ, করিম জার্মানুস ১৯৫৫, লন্ডন।
(২) আদমুদ্দনী, আরবী ছোটগল্প, ১৯৬৪, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৯১ ।

Dhaka University Institutional Repository

অতি সরলা নাফিসা কাপড় সেলাই করে কোন রকম গরীব সংসার চালিয়ে নিচ্ছে। দরিদ্র সবজি বিক্রেতার পুত্র হাসানকে প্রেম নিবেদন করে সে পরিচ্ছন্না। নাইট ক্লাবের নোংরা জীবন যাপনে অভ্যস্থ হাসান একদিন এক নিগ্রো মাতালের সাথে মারামারি করে। উপন্যাসে ঘটনা টিকে এমন সুনিপুনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা যে কোন নামকরা ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকের নিপুণতার সাথে তুলনীয়। প্রতারিত নাফিসা মর্মাহত। পরিশেষে তাঁর আত্মাহুতির মাধ্যমেই উপন্যাসের যবনিকা পতন[১]।

তৃতীয় পর্যায়ের কথা শিল্পী অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর পঞ্চ দশকে যাঁদের সাহিত্যিক কার্যব্রম শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে এ সাহিত্যে যাঁদের বিচরন পুরো মাত্রায় চলছে, তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত নামগুলো পরিচিত :-

মিসর :-

আবদুর রহমান আল খামিসী (জন্মঃ ১৯২০)

ইউসুফ শারোনী (১৯২৪)

ইউসুফ ইদরীস (১৯২৮)

সাইইদা জাবিবিয়্যাহ সিদকী

ডঃ শুকরী আয়্যাদ

আব্দুল মুনীম সেলীম (জন্মঃ১৯২৩) বর্তমানে কায়রোর ট্যাক্স ইনসপেক্টার ও লতিফ আলযাইয়্যাত : বর্তমানে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী অধ্যাপিকা।

সিরিয়া :-

ওয়ালিদ ইখলাসী : (জন্মঃ ১৯৩৫)

সালামুন উজালী : (জন্মঃ ১৯১৯)

---

(১) ইসলামিক রিভিউ, অসপেকট অব মডার্ন এ্যারাবিক লিটারেচার, করিম জার্মানুস, লন্ডন, ১৯৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

বাগদাদ :-

ফাউয়াদ তাকরালী : (জন্ম: ১৯২৬) বর্তমানে বাগদাদের জজ ।

আবদুল মালেক নুরী : (জন্ম: ১৯২৯)

ফিলিস্তিন :-

ঘাসান কানফানী : জন্ম : ১৯৩৬

জাবরান ইবনু জাবরান (জন্ম: ১৯১৯)

সুদানের তায়েব সালেহ (জন্ম: ১৯২৯) বর্তমানে ইনি বি.বি.সি.-র আরবী বিভাগে চাকুরী করেন[১]।

আরবী কথা সাহিত্যে ধর্মীয় সামাজিক ও মানবিক বিষয় ছাড়াও আধুনিক সভ্যতার অতি উগ্রতা এবং যৌন আবেগ ও স্থান পেয়েছে । এক কথায় বলতে গেলে সব কিছুর অপূর্ব সমন্বয় আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে বিদ্যমান । যেমন —

তরুন কথা শিল্পী ইউসুফ শারোনী :-

ইউসুফ শারোনীর কোন কোন রচনায় একদিকে যেমন যৌন বিষয়ের অনুভূতি রয়েছে তেমনি অন্যদিকে অধুনা সভ্যতার অতি উগ্রতাও স্থান পেয়েছে । ইনি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সুদানে জনশিক্ষা বিভাগে চাকরী করেন । ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে কুয়েতের চতুর্থ সাহিত্যিক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন[২]।

জাবিরিয়া সিদকী :-

ইনি মিসরীয় সাহিত্যের নামকরা আরবী গল্প লেখিকা । ১৯৪৮ সালে বিবাহিতা হন । অনেকগুলো ছোট গল্পের বই প্রকাশ করেছেন । প্রাচ্য দেশীয় নারী সমাজের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্খার রূপায়নই তাঁর গল্পের উপজীব্য ।

---

(১) ডেনিশ জনশন ডেভিস, মডার্ন এ্যারাবিক শর্ট স্টোরিজ, হোনম্যান প্রেস, লন্ডন, ১৯৭৬, ১মপৃষ্ঠা -আল আদাব, ১মবর্ষ, আধুনিক ইরাকী গল্পের উপর ৩টি প্রবন্ধ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ২২, ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৬, ৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা : ৩৪ ।

(২) আদমুদ্দীন, আরবী ছোটগল্প, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ৯২ ।

Dhaka University Institutional Repository

ডাঃ রহমান আল খামিসী :-

ইনি বিখ্যাত "আল জমহুরীয়াত" পত্রিকার সম্পাদক এবং লেখক সংঘের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি অনেকগুলো গল্পসংগ্রহ, উপন্যাস ও সিনেমার গল্পের রচয়িতা। দেশ-প্রেম ও স্বাধীনতা সংগ্রাম তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মাহমুদ সাদানী:-

সাংবাদিক সংঘ, গল্প লেখক সংঘ ও সাহিত্যিক সংঘের সভ্য ছিলেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ছোটগল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম গল্প সংগ্রহ "আস সামাউস সাউদাউ" ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। ইনি সাধারণতঃ তাঁর পরিচিত লেখকদের জীবন কাহিনীকেই লেখার উপাদান হিসেবে গ্রহন করেছেন। তাঁর রচনায় কৃষক ও শহরের দরিদ্র লোকের আলেখ্যই প্রধান।

ইউসুফ ইদরিস :-

চিকিৎসক, সাহিত্যিক এবং ছোটগল্প লেখক সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্রধানতঃ তিনি ছোট-গল্প লেখক। "কিসসাতুল হুব্ব" নামে একখানা উপন্যাসও তিনি রচনা করেছেন। "সাহিত্যের ডাক" তাঁর সমালোচনা মূলক গ্রন্থ। এমনিভাবে বর্তমানের তরুণ কথা শিল্পীরা আরবী কথা সাহিত্যে বিচরন করে একে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে। আরবী কথা সাহিত্যকে এখন বিশ্বের যে কোন ভাষার কথা সাহিত্যের সাথে তুলনা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নাট্য সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আধুনিকতার লক্ষন সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আধুনিক আরবী কবিতা ও গদ্যরীতির পরের ঘটনা হলো আরবী নাটক। পূর্বেই বলা হয়েছে রাজনৈতিক মুক্তিই আরব জগৎকে এক নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে আর এই নতুন প্রেরণার সম্যক প্রতিফলন ঘটে আধুনিক আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এবং সেই স্বাধীনতার চেতনা সঞ্চারী উন্মেষ থেকেই জন্ম হয় আরবী নাট্য সাহিত্যের।

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত আরবী সাহিত্যে কোন নাটকের প্রচলন হয়নি।(১) বণিক এবং পর্যটকদের দৌলতে যা দু'চার খানা নাটক আমদানী হতো তাও ধর্মীও যুক্তিতে নিষিদ্ধ থাকায় রক্ষনশীল আরব সমাজে অভিনীত হতে পারতনা। নেপোলিয়নই সর্বপ্রথম মিসরে রঙ্গালয়ের সূচনা করেন। অভিযানের পর সৈন্যদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে তিনি মিসরে থিয়েটার বা রঙ্গালয় আমদানী করেন। কিন্তু তার এ থিয়েটার তৎকালীন মিসরবাসীর উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ফলে তার প্রস্থানের সাথে সাথে উহাও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ খাল খনন সমাপ্ত হলে খেদীভ ইসমাইল পাশা মহা সমারোহে তার উদ্বোধন করেছিলেন। এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি পাশ্চাত্যের বহু গন্যমান্য অতিথিকে নিমন্ত্রন করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যে ইউরোপের অনুকরনে একটি নাট্যাভিনয়ের আশা করে তিনি আজবেকীয়া উদ্যানে একটি রঙ্গালয় বা নাট্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন; এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি নাট্যালয়ের উদ্বোধন করলেন।(২) সুয়েজ খালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইউরোপীয় শিল্পী ও নাট্যকারগণ "আইদা" নামক একটি ফরাসী নাটক অভিনয় করেছিল।(৩) যা মিসরীয় যুবকদের মনে নাটক লেখা এবং অভিনয় করার প্রতি তীব্র আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল।

---

(১) নিখিল সেন, এশিয়ার সাহিত্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আরবী সাহিত্য, প্রবন্ধ, পৃঃ২৮০।
(২) বি,এস,ও,এস, ৮ম খন্ড, ১৯৩৫-৩৭, দি এ্যারাবিক থিয়েটার ইন ইজিপ্ট, মোতিন বারবার।
(৩) ইজিপসিয়ান গেজেট, ২৭শে জুলাই, ১৯৩৩, পৃষ্ঠা : ৫৯১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় একই সময়ে আজবেকীয়া উদ্যানের জন্য গ্রানে কমেডিয়া রঙ্গালয়টি স্থাপিত হয় । এ নাট্যালয় দু'টির ব্যয়ভার সরকার বহন করতেন ।

যতদূর জানা যায় সিরিয়ার প্রখ্যাত সাহিত্যিক আল আহদাব (১৮২৬-১৮৯১) সর্বপ্রথম আরবী নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন (১) । তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ইতিহাস খ্যাত রাজা বাদশাদের জীবন ও কীর্তি কাহিনী নিয়ে । আল আহদাব রচিত বিশটি নাটকের মধ্যে "ইসকান্দার" (আলেকজান্ডার) "ইয়াজিদ ইবন আবদুল মালেক", "আবু মুসলিম", "ইবন জায়দুন" ইত্যাদি খুবই প্রসিদ্ধ ।

প্রখ্যাত পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচক নেতীল বারবার বলেছেন, "আমাদের জানা মতে আরবী ভাষায় প্রথম নাটক রচয়িতা হলেন মিসরের আবু নাদারা ইয়াকুব ইবনে রাফাইল সানু (২) (মৃত্যু ১৯১২) । আবু নাদারা বহুমুখী পান্ডিত্বের অধিকারী ছিলেন । ইতালীতে লেখাপড়া শিখলেও তিনি একটি মিসরীয় বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন । অবসর সময়ে তিনি ইতালী এবং আরবী ভাষায় নাটক রচনা করতেন যার অনেকগুলোই ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়েছিল । তাঁর আরবী নাটকের মধ্যে "মুলিইর মিসর" নামক নাটকটি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বৈরুতে ছাপা হয় (৩) । তিনি নিজেকে নীলনদের থিয়েটার প্রতিষ্ঠাতা বলে দাবী করেছেন । পরবর্তীকালে মিসরীয় খেদীভ পাশার কোপানলে পড়ে তিনি মিসর ত্যাগ করতে বাধ্য হন ।

হুসাইন শকিক, জুরজী যায়দান এবং হাসান যাইয়াতের মতে বৈরুতের খ্রীষ্টান নাট্যকার মারুন নাকাশই (১৮১৭-১৮৫৫) সর্বপ্রথম আরবী নাটকের প্রচলন করেন (৪) । ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বৈরুতের সীদনে জন্ম গ্রহন করেন । তুর্কী, ফরাসী এবং ইতালী ভাষায় তিনি যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেন । প্রথম জীবনেই তিনি শিল্প ও সুর সংগীতে

---

(১) উস্তাদ আলী আহমদ বাকতীর, মুহাযারাত ফি তারিখ মাসরাহিয়্যাত, কামালীয়া প্রেস, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা - ৮৭ ।
০ ডঃ সাজ্জাদ হোসেন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা-৮৫ ।
(২) বি.এস.ও.এস. ৮মখন্ড, ১৯৩৫-৩৭, দি এ্যারাবিক থিয়েটার ইন ইজিপ্ট ।
(৩) মুলিইর মিসর ওয়ামা ইউকালীহ, বৈরুত, ১৯১২, পৃষ্ঠা - ৪০ ।
(৪) জুরজী যায়দান, তারিখ আদাবিল্লুগাতিল আরাবিয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা - ১৩৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

খুব সুনাম অর্জন করেন । ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিসরে আগমন করেন । অতঃপর ইতালী গমন করেন এবং অনেকগুলো নাটক আরবীতে অনুবাদ করেন । বৈরুতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি আরবী ভাষার প্রথম নাটক "আল বাখিল" রচনা করেন । ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় গৃহে এক বিরাট সুধি সমাবেশে নাটকটি সফলতার সাথে অভিনীত হয় (১) । এ সফলতা তাঁর মনোবলকে বাড়িয়ে তোলে । তিনি অধিক উৎসাহ নিয়ে নাটক রচনা ও অভিনয়ে লিপ্ত হন । তাঁর অন্য একটি নাটক "আবুল হাসান মুগাফ্ফাল" বা "হারুনুর রশীদ" বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । এ নাটকটিও ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় গৃহে অভিনীত হয়েছিল । ইহা ৩টি অধ্যায়ে সমাপ্ত । তাঁর তৃতীয় নাটক ৩টি অধ্যায়ে সমাপ্ত "আসসলিতুল হুসুদ"। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তিনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তুরতুসে মৃত্যুবরন করেন । মৃত্যুপর তার নাটকগুলো খৃষ্টান চার্চে সংরক্ষিত হয় ।

তিনি প্রথমে ফরাসী নাট্যকার মোলের-এর অনুসারী ছিলেন এবং মিলনাত্মক নাটক রচনা করতে অধিক উৎসাহ বোধ করতেন । "আলফ লাইলাতু ওয়া লাইলাহ" এর কাহিনী অবলম্বনে তিনি কয়েকটি নাটক রচনা করেন । তবে তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য এই যে "আলফ লাইলাতু ওয়া লাইলাহ্র" বিচিত্রধর্মী কাহিনীর সংগে তিনি সিরিয়ার সামাজিক জীবনের চিত্র আরোপ করে আরব জগতকে চমৎকৃত করেছেন।

এমনিভাবে সিরিয়ার জনগণ নাটকের প্রতি খুব আগ্রহী হয়ে উঠে । সিরিয়ায় "মাসারিহ","মাদারিসুল কুবরা","মাসারিহুল আমাহ", ইত্যাদি নামে অনেকগুলো নাট্যালয় স্থাপিত হলো । তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত "সিরিয় নাট্যালয়ের" ভূমিকা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় । পরবর্তীকালে সা'দুল্লাহ আল বুস্তানীর কাব্য নাট্য এবং কাশিম আমীনের "নারীর মুক্তি","নতুন নারী" ইত্যাদি নাটকগুলো আরব সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ।

---

(১) হাসান যাইয়াত - তারিখে আদাব আরবী, পৃষ্ঠা - ৫৯৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

মিসরে নাট্য সাহিত্যের প্রচলন সিরিয়ার নাট্যকারদের দ্বারা এবং বিশেষ ক'রে মারুন নাক্কাশের ভ্রাতুষ্পুত্র সলিম নাক্কাশের দ্বারাই হয়েছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সলীম নাক্কাশ (মৃত্যু ১৮৮৪) তার সলীয় বন্ধু আদিব ইসহাক (মৃত্যু ১৮৮৫) এবং প্রখ্যাত সুরকার ও অভিনেতা ইউসুফ আল খাইয়াত্ব সহ একটি যাত্রাদল নিয়ে মিসরের আলেক-জান্দ্রিয়াতে আগমন করেন। এবং "জিজিনিয়া" রংগমঞ্চে অনেকগুলো নাটক অভিনয় করেন। এ নাটকগুলো সলিম নাক্কাশ এবং আদিব ইসহাক ইউরোপীয় নাটক "অ্যাক্তমেক", "চার্লমেন", "ফেডর", "হোরেক" এবং "জেনোবিয়া" থেকে আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন(১)।

অতঃপর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আল খাইয়াত্ব স্বীয় যাত্রাদল সহ মিসরে ইসমাইল পাশার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মিসরের রংগমঞ্চ তার রচিত প্রথম নাটক "আজ-জুলুম" অভিনয় করেন(২)। ইসমাইল পাশা এ নাটকের মধ্যে স্বীয় ব্যাক্তিত্বের আভাস পেয়ে নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে যাত্রাদল সহ ইউসুফ খাইয়াতকে মিসর থেকে বিতাড়িত করেন। অতঃপর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিসরীয় নাট্যমঞ্চ বন্ধ থাকে(৩)।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈরুতে "মুরুয়া ওয়াল ওয়াফা" নাটকটি মঞ্চস্থ হয়(৪)। ১৮৮৮ ইসমাইল তখন তওফিক যেদিতীয় সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি সিরিয়ার প্রখ্যাত অভিনেতা সুলাইমান কুরদাহীকে নাটক মঞ্চস্থ করার অনুমতি দেন। কুরদাহী স্বীয় বন্ধু শেখ সালামা হিজাযীকে নিয়ে যৌথভাবে নাট্য সাহিত্যের শ্রী বৃদ্ধি করতে লাগলেন।

---

(১) বি.এস.ও.এস. ৮ম খন্ড, ১৯৩৫-৩৭, পৃষ্ঠা - ১৭৫।

(২) জুরজী যায়দানের তারিখে আদাবিল্লোগাতিল আরাবিয়াতে নাটকের নাম রয়েছে "আল-মজলুম" কিন্তু হান্না খাইয়াতের তারিখে আদাবে আরবী এবং বি.এস.ও.এস. ৮ম খন্ডে নামকরন হয়েছে "আজ-জুলুম"।

(৩) জুরজী যায়দান, তারিখু আদাবিল লোগাতিল আরাবিয়া, পৃষ্ঠা - ১৪১।

(৪) নাটকটি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বৈরুতের আদাবীয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। খলীল আল ইয়াযিজী এ নাটকের রচয়িতা।

Dhaka University Institutional Repository

এসময় আদিব ইসহাক, সলীম নাকাশ,আবদুল্লাহ নাদিম প্রমুখ পন্ডিতগণ আলেক-জান্দ্রিয়াতে একটি নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে তাঁরা নাটক মঞ্চস্থের ব্যবস্থা এবং নাটকের পাঠ্যসূচী গ্রহনের ব্যবস্থা করেন।

মিসরীয় যুবকদের নাটকের মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলার জন্য কড়া মুসলিম সংস্কারক আবদুল্লা নাদিম দুটো নাটক রচনা করেন। একটি "আল ওয়াতুন" অপরটি "আল-আরব"। ফলে আরব জগতে নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি যুগপৎ অভূতপূর্ব সাড়া পরিলক্ষিত হয়।

এ সময় যাঁরা নাটক রচনায় শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তম্মধ্যে ভানিউন আবদুহু ইলিয়াস ফাইয়াজ, আমীন হাদ্দাদ, খলিল ইয়াজিব, নাজীব হাদ্দাদ প্রমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

খলিল ইয়াজিব (মৃত্যু ১৮৮৯) মূল নাটক রচনায় খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন। তার "আল আমান ওয়াল আমীন" নাটকটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে। অপর পক্ষে নাজীব হাদ্দাদ (মৃত্যু ১৮৯৯) শেক্সপিয়ার, হোগো, ~~~~ কর্নেলী প্রমুখ প্রখ্যাত নাট্য শিল্পীদের নাটক আরবীতে অনুবাদ করেন। এ অনুবাদের ফলে আরবী পাঠক পাঠিকা ও দর্শকগণ নাটকের টেকনিক ও কলা কৌশল সম্পর্কে অবহিত হন এবং ইউরোপীয় বৈচিত্র্যময় সমাজ জীবনের সাথে পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেন।

আহমাদ আবু খলিল কাববানী আধুনিক আরবী-নাট্য সাহিত্যে আগমন করেন বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে। দামেস্ক হতে ইসকান্দার ফারাহকে সাথে নিয়ে তিনি মিসর আগমন করেন এবং এক বিশেষ পদ্ধতিতে নাটক রচনা শুরু করেন। তিনি মূল নাটক রচনা করেন। তাঁর নাটকে আরব জাতির গৌরবময় ইতিহাসের ছোঁয়াচ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর রচিত নাটকে তিনি মাঝে মাঝে সংগীতের অবতারনা করেছেন। আর সুর ও অভিনয়ে তিনি নিজেই অংশ গ্রহন করেছেন। তম্মধ্যে "আমির মাহমুদ নাজাল শাহ আজিম", "নাকিবুল জামিল", "মুনতাকীল খলিফাতাইনে", "আনতারা", "কাউকাবান", ~~উইদ~~ "উসদুক্কারা", "লুসিয়া", "উনসুল জালিস", "কিসরা আনওশের ওয়াঁন" ইত্যাদি খুবই প্রসিদ্ধ।

---

(১) মাজাল্লাতু মাজমাইন লুগাতিল আরাবিয়া, প্রবন্ধ, আল মুসরাহুন্নছরী, মিসর, ১৯৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত যে সকল নাট্যকার মূল নাটক লিখে এবং অন্য ভাষার নাটক অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাদের মধ্যে অন্যতম :

(১) মুস্তফা কামেল (মৃত্যু ১৮৯২)

(২) আবদুল্লাহ ফিকরী (মৃত্যু ১৯০২-১৯০..)

(৩) খলিল মিরশাকের ।

(৪) শেখ সালামা (মৃত্যু - ১৯১৭)[১] ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক অর্থাৎ প্রায় বিশ পঁচিশ বছর সময়কাল আরবী নাট্য সাহিত্য একই খাতে প্রবাহিত হতে থাকে । বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আরবী নাটকে এক নতুন ধারার প্রবর্তন লক্ষ্য করা যায় । ইহা আঞ্চলিক কথ্য ভাষার প্রয়োগ । আর এ ব্যপারে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন মিসরের উসমান জালাল এবং মুহাম্মদ তাইমুর । লু শুধু নাটক রচনা নয়, নাটক মঞ্চস্থ করার কলা-কৌশলও এ সময় আধুনিক মনোভংগি সঞ্জাত লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় । এসময় বহু নাট্য দলের সৃষ্টি হয়, যাঁরা দেশ-বিদেশে যাত্রা এবং নাট্যাভিনয়ের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন । ফলে আরবদের নাট্য শিল্প বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে ।

আমাদের দেশে যেমন বিশেষ বিশেষ ঋতুতে এবং বিশেষ অনুষ্ঠানে যাত্রা, থিয়েটার এবং নাটক মঞ্চস্থ হয় এবং স্ন টিকিটের মাধ্যমে উহার কোম্পানী যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে, তেমনি আরব দেশেও তখন এই নাটককে কেন্দ্র করে বহু দল বা কোম্পানী গড়ে উঠেছিল । ফলে এতে কেবল তাদের অর্থই অর্জন হতোনা, আরবী নাট্য সাহিত্যের-ও প্রভূত উন্নতি সাধিত হতো ।

এ সময়ে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে "রামসেস" নাট্য গোষ্ঠী খুবই পরিচিত ছিল । ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউসুফ ওহাবী তাদেরে হাজার হাজার সিরিয়া বাসীর জীবিকার স্বার্থে আর্জেন্টাইনে নিয়ে যান ।

---

(১) আল মুকতাতাফ, মিসর, ১৯৪৭, পৃঃ ২৫ ; এরা যথাক্রমে "ফাতহুল উন্দুলুস", "ইবনাতুল কায়েদ আরব", "সারিকাতুল উন্দুলুস", এবং "শুহাদাউস শারাম" নাটক রচনা করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাডাম ফাতেমা রুশদী ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় দলসহ তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া এবং মরক্কো হয়ে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও ইরাক ভ্রমন করেন (১)।

মারাকাশের গভর্নর তিহামী আল-জিলাবী প্রখ্যাত নাট্য গোষ্ঠী "রিহানী" এবং তার দলকে স্বীয় প্রাসাদে আমন্ত্রন জানান। গভর্নর এদের প্রশংসা সূচক গীতিকায় মুগ্ধ হয়ে রিহানীকে দশহাজার ফ্রাংক এবং দলের প্রত্যেককে এক হাজার ফ্রাংক পুরস্কার দিয়েছিলেন।

এসময় নাটক এবং থিয়েটারের প্রতি সরকারের দৃষ্টিও বেশ সহানুভূতি পূর্ণ ছিল। নাটকগুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে জমা দেয়া হতো এবং সেখান থেকে অনুমতি নিয়ে উহা মঞ্চস্থ হতো।

কথ্য ভাষায় নাটক লেখার প্রবর্তক মুহাম্মদ তাইমুর ৪টি নাটক লিখেছেন (২)। যা তাঁর মৃত্যুর পর প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর প্রথম নাটক "আল উসফুর ফিল কাফাস" (৩) ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে, (তিন অধ্যায়ে সমাপ্ত, কমেডি নাটক)।

o "আবদুস সাত্তার ইফিন্দি" (৪) ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে (চার অধ্যায়ে সমাপ্ত, কমেডি নাটক)

o "আল ইশরাতুত তীবাহ", (চার অধ্যায়ে সমাপ্ত)

তার চতুর্থ নাটকটি হলো --

o "আল হাবিয়াহ" ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে (৫)। নাটকটি মুহাম্মাদ তাইমুরের মৃত্যুর প চল্লিশ দিন পর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যায় হাদিকাতুল আজবিকিয়ায় মঞ্চস্থ হয় (৬)। এসবগুলো নাটকই আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় রচিত।

---

(২) মাজাল্লাতু মাজমাইল লুগাতিল আরাবিয়া, আলমাসরাহু ম্রাহরী, ডঃ মুহাম্মদ মনছুর, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা- ৭৩।

(৩) মুয়াল্লাফাতু মুহাম্মদ তাইমুর, ৩য় খন্ড, প্রবন্ধ-"আল মাসরাহুল মিস্বর", কায়রো, পৃষ্ঠা - ১ - ২৫৪।

(৪) -ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ-

(৫) হাইয়াতুনাত্তামছিলিয়া, মুহাম্মাদ তাইমুর, কায়রো, পৃষ্ঠা৩২৭ - ...

(৬) মাজাল্লাতু মাজমাইল লুগাতিল আরাবিয়া, কায়রো, ১৯৫৯।

(১) বি.এস.৩.এস, ৮ম খন্ড-১৯৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত আরবী সাহিত্যে যতগুলো নাটক রচিত হয়েছে তার অধিকাংশ হলো ইংরেজী নাটকের অনুবাদ (১)। আর এ নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুদিত হয়েছে শেক্সপিয়ারের নাটক থেকে। শেক্সপিয়ার যখন মিসর বাসীর নিকট ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত তখন তার নাটক হেমলেট, ওথেলো ইত্যাদি মিসরের অতি সাধারন লোকের নিকটও ছিল পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে "ইসমাইল যাকী বেক" শেক্সপিয়ারের আটখানা নাটক আরবীতে অনুবাদ করেন (২)।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে "ইসমাইল আফিন্দি মুনইম" "আলা মাসরাহিস্তামছিল" নামক ১২০ পৃষ্ঠার একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি শেক্সপিয়ারের ৭টি নাটকের সংক্ষিপ্ত সার সংযোজন করেন। যেমন --

০ জুলিয়াস সিজার।
০ রোমীও জুলিয়ট।
০ ম্যাকবেথ।
০ হ্যামলেট।
০ ওথেলো।
০ কোরিওলিনেস।
০ কিং লিওর (৩)।

০ শেক্সপিয়ারের প্রথম নাটক "ওথেলো" বা "আল কায়েদুল মাগরিবী" সুলাইমান আফিন্দি আল কুরদাহীর অনুপ্রেরণায় অনুদিত হয় এবং মিসরীয় নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়।

০ নাজীব হাদ্দাদ ইসকান্দার ফারহার অনুপ্রেরণায় ফরাসী ভাষা হতে শেক্সপিয়ারের রোমিও জুলিয়ট বা "শুহাদাউল গারাম" অনুবাদ করেন। শেখ সালামাও এতে অংশ নিয়েছিলেন।

০ হ্যামলেট অনুবাদ করেন তানিউস আবদুহু।
০ মিসর কোর্টের কাজী মুহাম্মাদ আফাত বেক কাব্যে ম্যাকবেথ অনুবাদ করেন। প্রসিদ্ধ কবি হাফিজ ইব্রাহিম উহা গদ্যে অনুবাদ করেন।

০ খলিল অফিন্দির অনুরোধে খলিল মাতুরান শেক্সপিয়ারের তিনটি নাটক যথা "ম্যাকবেথ","হ্যামলেট" এবং "ওথেলো" অনুবাদ করেন।

---

(১) বি.এস.ও.এস. ৮ম খন্ড, ১৯৩৫-৩৭।
(২) আল হিলাল, খন্ড-৩৬, ১৯২৭, পৃষ্ঠা- ২০১।
(৩) -ঐ- -ঐ-
(৪) -ঐ- -ঐ-

Dhaka University Institutional Repository

অতপর খলিল মাত্বরান নিজে শেকসপেয়ারের "মার্চেন্ট অব ভেনিস" "রিচার্ড থার্ড", "জুলিয়াস সিজার" ইত্যাদি অনুবাদ করেন।(১)

০ উস্তাদ সামীল জাতিদিনী "জুলিয়াস সিজার" ও "হেমলেট" অনুবাদ করেন।

০ আবদুল কাদাহ সারনাজারী ছাত্রদের পাঠের জন্য "ম্যাকবেথ" এবং "অষ্টম হেনরী" অনুবাদ করেন।

০ কবি শওকীর প্রথম নাটক "ক্লিওপেট্রা", এন্টনীয় এবং ক্লিওপেট্রার সাক্ষাৎ ও মৃত্যুর দৃশ্য সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

পরবর্তীকালে বিদেশী নাটকগুলোকে পরিবর্তন পরিবর্ধনের মাধ্যমে আধুনিক আরবী নাটকে রুপান্তরিত করা হতো। এ ব্যাপারে মুহাম্মদ বৈরাম অত তিউনিসীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মিসরের ইহুদি নাট্যকার ইয়াকুব যুউন সান্নুক (১৮৩৯-১৯১২) অনেকগুলো নাটক অনুবাদ করেছেন।(২) জুরজ আবইয়ায, নাজিব রাইহানী প্রমুখ পন্ডিতগণ কমেডি নাটক রচনায় খুব পারদর্শিতা অর্জন করেন।

আরবী নাট্য সাহিত্যে বিশেষ পরিচিত নাম "ফারাহ আনতুন" (মৃত্যু ১৯২২)। "ফারাহ আনতুনের" "মিসুরুল জাদিদ" এবং "সুলতান সালাহউদ্দীন ওয়া মুসলিকাতু আওরশেলীম" নামক নাটক দুটো নিঃসন্দেহে আলোড়ন সৃষ্টিকারী। তাঁর সালাহউদ্দীন নাটকটি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।(৩)

ইব্রাহিম রমযীর মূল এবং অনুবাদ সহ অনেকগুলো নাটক প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে মূল নাটক "আবতালুল মানসুরাহ" "হাকিম বি-আমরিল্লাহ", "বিনত আখশেদী", "দুখুলুল হাম্মাম", "সুরখাতুত্ তিফল" ইত্যাদি খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁর "আবতালুল-মানসুরা" নাটকটি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হলেও উহা ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়।(৪)

---

(১) আল হিলাল, খন্ড-৩৬, ১৯২৭, পৃষ্ঠা-২০১।
(২) মাজাল্লাতু মাজমাইল লুগাতিল আরাবীয়া, ডঃমুহাম্মদ মনদুর, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা - ১০।
(৩) মুকত্বাফ, ডঃ ইয়াকুব সুরুক, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা-২৬।
(৪) মাজাল্লাতু মাজমাইল লুগাতিল আরাবিয়া, পৃষ্ঠা-২২।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর অনেকগুলো অনুদিত নাটকের মধ্যে "জুলিয়াস সিজার", "ক্লিওপেট্রা", "তাইমুর লং", "রাইমিনিও", "সিরুনুল বাসতীল", "ইয়ামামু", "শামস ওয়া দালিলাহ", "তারবীয়ু রামরাহ", "আবুনুউর" ইত্যাদি নাটকগুলো তুর্কী এবং ফরাসী মূল নাটক থেকে অনুদিত (১)।

এসময় আরও অনেকে আরবী নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তন্মধ্যে :

০ আব্বাস আলাম

০ হুসাইন রমযী

০ শওকী

০ জীবরান খলিল জীবরান

০ খলিল মাত্রান প্রমুখ পন্ডিতগণ প্রসিদ্ধ ।

জুওলজিক্যাল গার্ডেনের সেক্রেটারী এবং থিয়েটারের সুরকার জাকী ইকিন্দি তুলাইমাত ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী ব্যয়ে প্যারিসের ওডেনে চার বছরের শিক্ষা প্রশিক্ষনে যান । সেখান থেকে মিসরে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সরকারের নিকট একটি নাট্য শিল্প একাডেমী স্থাপনের সুপারিশ করেন । ফলে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর সৌজন্যে একটি একাডেমী স্থাপিত হয়, যা' জনগণকে নাটক অভিনয় এবং নাটক রচনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে । এ একাডেমীতে নাটকের সংলাপ, কলা-কৌশল, রূপসজ্জা, আলোকসজ্জা, নাচ, শরীর চর্চা ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হতো । এখানে ডঃ ত্বহা হোসেন নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস এবং ডঃ আহমদ জারীফ আরবী সাহিত্যের উপর ভাষন দিতেন । ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪০জন ছাত্র-ছাত্রী দিয়ে একাডেমীটি চালু হয় । ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে নতুন শিক্ষামন্ত্রী হিলমী ইসা পাশা একাডেমীটি বন্ধ করে দিতে মনস্থ করেন । কারণ এর মধ্যে যে নারী পুরুষের অবাধ মিলামেশার ব্যবস্থা ছিল তা ইসলাম বিরোধী (২)।

---

(১) মাজাল্লাতু মাজমাইল লুগাতিল আরাবিয়া, পৃষ্ঠা - ২৫ ।

(২) The religion of Islam does not permit muslim women to dance in the presence of men not of their family under any circumstances whatever ...... আল আহরাম, ২১শে আগষ্ট, ১৯৩১ ।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে উক্ত একাডেমীটি বন্ধ হয়ে যায় । পরে ইব্রাহিমীয়া স্কুলের একটি কক্ষে পুনরায় এ একাডেমীর কাজ শুরু হয় । এখানে যাকী তুলাইমাত, যুর্জ আবইয়াষ প্রমুখ পন্ডিতগণ নাট্য সাহিত্যের উপর বক্তৃতা দিতেন ।

১৯২৫ এবং পুনরায় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় নাট্য প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয় । ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিযোগীতায় ১৪০টির মত নাটক জমা হয়েছিল ।(১)

০ মুহাম্মাদ রশিদ হাফিজ রচিত "সামিরা" নামক নাটকটি প্রথম পুরস্কার বাবদ ১০০ গিনি পেয়েছিল ।

পঁচাত্তর দ্ব গিনির দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিল :-

০ মুহাম্মদ খুরশীদের "আল আউয়ালিক" (আধুনিক মিশরের ঘটনা সম্বলিত নাটক)

০ আবদুল্লাহ ফিকরীর "আল হাদী" (আব্বাসী যুগের ঘটনা সম্বলিত)

০ রুশ্দিস দিশতাসীর "ইবনাতুল শামস" (প্রাচীন মিসরীয় ঘটনা)

০ আদিল আল গাদবানের "আহমুসুল আউয়াল আউ তুরদুর রুয়াত"(২)

এ প্রতিযোগিতা আরব বিশ্বের সকল পাঠক পাঠিকা ও রচয়িতার মনে নাটকের প্রতি প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি করে ।

সাহিত্যিক, নাট্যকার এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নাট্যসাহিত্যে এসময় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছিল । ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র কায়রোতেই নাট্য বা রংগমঞ্চের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২/১৩টিতে । যেমন --

০ অপেরা হাউজ ।
০ দারুত্তামছিলিয়াল আরাবী ।
০ রামসেস থিয়েটার (ইউসুফ ওহাবকর্তৃক ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ।
০ আররীহানী থিয়েটার ।
০ প্রিন্টানিয়া থিয়েটার ব

---

(১) আল আহরাম, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৩ । আস সাবাহ, ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৩, পৃ,২০
(২) বি.এস.ও.এস.ভোলিউম-৮, ১৯৩৫-৩৭, পৃ,১৭৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

o ম্যাজেস্টিক থিয়েটার ।

o বোসফোর থিয়েটার ।

o মীদানুল অপেরা ।

o আজবেকীয়া গারডেন ।

o শারী ইমামুদ্দীন ।

o মীদান বাবুল হাদীদ, ইত্যাদি (১) ।

এসময়ের নাটকের মধ্যে কয়েকপ্রকারের নাটক পরিলক্ষিত হয় । যেমন --

রোমান্টিক এবং ঐতিহাসিক নাটক :- এ নাটকগুলো সাধারনতঃ প্রচীন যেবা ছিল । যেমন ফারাহ আন্তুনের "সালাহউদ্দীন", ইব্রাহীম রাম্রীর "আল বাদাবীয়া," ইত্যাদি ।

আধুনিক নাটক :-

এপ্রকারের নাটক সাধারনতঃ অভিজাত পরিবারের মহিলাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয় । যারা স্বামী সম্পর্কে কোন পরোয়াই করেনা । নাটকের প্রথম অংকে নায়িকা সবার নিকট ঘৃনার পাত্রী হয় । দ্বিতীয় অংকে সে হয়তো ক্ষয়রোগে আর না হয় অগ্নিতে দগ্ধিভূত হয়ে মারা যায় ।

এ সাধারন নিয়মের নাটকের মধ্যে --

o " ফাতিমা"

o "সামিরা"

o "গারিয়াতুল মারআ" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ (২) ।

এ প্রকারের নাটকের মধ্যে অনেকগুলো আবার প্রচুর কল্পনা শক্তির উদ্ভাবক । এবং অপূর্ব সংলাপের সঞ্জীবিত । যেমন - "কুলুবুন হাউয়ানিয়" (৩) ।

---

(১) বি.এস.ও.এস. ৮ম খন্ড, ১৯৩৫-৩৭,

(২) -ঐ- নাটক তিনটি কথ্যভাষায় রচিত ।
ফাতিমা - মুহাম্মদ কামিল কর্তৃক ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্বাআতু জারিদাতিস সুবাহ, কায়রো থেকে প্রকাশিত হয় ।
গারিয়াতুল মারআ - ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহীম আল মাযিনী কর্তৃক প্রকাশিত হয় ।
সামিরা - রশিদ হাফিজ কর্তৃক প্রকাশিত হয় ।

(৩) বি.এস. ও.এস. ৮ম খন্ড, নাটকটি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মুহাম্মদ খুরশিদ কর্তৃক রচিত ।

Dhaka University Institutional Repository

ইহা একটি বিবাহিত দম্পতির ঘটনা। স্বামী-স্ত্রীর উভয়েরই প্রেমিক প্রেমিকা রয়েছে। ঘটনা স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই উভয়ের মনোভাব জানতে সহায়তা করেছে। নাটকের যবনিকায় স্বামী প্রেমিকাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে, পক্ষান্তরে স্ত্রীর প্রেমিক অত্যন্ত অনিচ্ছুক ভাবে তার প্রেমিকাকে প্রকৃত স্ত্রী হবার জন্য প্ররোচিত করেছে।

নাটকের ঘটনা বাস্তব এবং আকর্ষনীয়, সংলাপ চিত্তবিনোদক এবং সমাপ্তি মিলনাত্মক। এছাড়াও ইব্রাহিম আল মিস্রীর "আল আমানীয়া" এবং "মাহওয়ান নুর" নামক নাটক দুটো এ ধরনের নাটকের উৎকৃষ্ট উদাহরন।

০ "আল আমানীয়া" (১)

ইহা একজন বিত্তশালী কৃপণ লোকের ঘটনা। সে পূর্বে দুজন স্ত্রী পরিত্যাগ করেছে এবং বর্তমান স্ত্রীর উপস্থিতিতে আর একজন কুমারী বালিকাকে বিয়ে করতে স্থির করেছে।

০ কাল্পনিক নাটক :—

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে মিসরের সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক "আহলু কাহাফের" রচয়িতা হলেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী তওফিকুল হাকিম।

প্যারিসে অবস্থান কালে তওফিকুল হাকিম কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র গীতি নাট্য "আলী-বাবা" এবং একটি কমেডি নাটক "নারীর স্বাধীনতা" এর রচয়িতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন।

---

(১) বি.ব্রস.ও.এস.৮মখন্ড, ১৯৩৫-৩৭, । নাটকটি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কথ্যভাষায় রচিত হয় এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে "আল আদাবুল হাই"কায়রো, পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে তিনি তার অবসর সময়ের সবটুকুই সাহিত্য চর্চায় নিয়োগ করেন যার ফল স্বরূপ প্রথমেই প্রকাশিত হয় আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক "আহলুল কাহাফ"(১)।

এফিসাসের ঘুমন্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোরআনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ইহা একটি উত্তম কাল্পনিক নাটক।

মনস্তাত্বিক নাটক :

মনস্তাত্বিক নাটক লেখায় সুখ্যাতি অর্জন করেছেন উসতাদ মুহাম্মাদ লুতফী। "কালবুল মারঈতি"(২) নাটকখানা তার উজ্জ্বল নিদর্শন। এছাড়া তিনি কিছু ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। এপ্রকারের নাটকের মধ্যে "না ইরুন" নাটকখানা অন্যতম।

---

(১) আহলুল কাহাফ, ১ম সংস্করন, মিসর প্রেস, ১৯৪০, ৬ষ্ঠ সংস্করন, ১৯৫৩।

ঘটনা : সাতজন নিদ্রিত ব্যক্তির কাহিনী। বিবেক বুদ্ধির সান্তনা ও পরিতৃপ্তির সর্বাধিক উপাদান এ কিসসায় রয়েছে। বিশ্বের দিগন্তে এ কিসসা সর্বাধিক পরিচিত ও সুখ্যাত।

সম্রাট ডেনিয়াস গ্রীসের প্রাচীন শহর এফিসাসে গিয়ে মূর্তিপূজা প্রথার পুনঃপ্রবর্তনে প্রবৃত্ত হয়। ফলে খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করে। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের ধর্মমতে অবিচল থেকে সরকারের অত্যাচার সহ্য করতে প্রস্তুত হয়। এ সময় সম্রাটের সম্মুখে ৭জন যুবককে উপস্থিত করা হয় যাদের বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধাচরন এবং খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অভিযোগ আনা হয়। সম্রাট তখন যুবকদের খ্রীষ্টধর্ম পরিত্যাগ করে তার ধর্ম গ্রহন করার জন্য কিছুদিনের অবকাশ দান করেন। অতঃপর সম্রাট কিছুদিনের জন্য শহর ছেড়ে চলে গেলেন এবং যুবকগণ শহর ত্যাগ করে এঙ্কিলাশ নামক নিকটবর্তী এক পর্বতগুহায় আত্মগোপন করে থাকতে লাগল। কিছুদিন যেতে না যেতেই সম্রাট এসে যুবকদের তাঁর উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলে তারা ভীষন ভীত ও চিন্তা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন আল্লা তাদেরে এক দীর্ঘ ও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেন। অতঃপর তিনশ' সাতবছর পর সম্রাট দ্বিতীয় থিয়ডাসিয়াসের রাজত্বের সময় তাদের নিদ্রা ভংগ হয় এবং লোকালয়ে ফিরে আসে, অতঃপর স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরন করে।

-- মাওলানা আবদুর রহীম, আসহাবে কাহাফের কিসসা, ঢাকা, ১৯৭৪-

(২) মু'জামাতু মাজমাইল লুগাতিল আরাবিয়া, পৃঃ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়া থেকেই আরবী নাটকের ভাষায় কাব্য রীতি লক্ষ করা যায় । প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক আহমদ শওকীই সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় কাব্য নাটকের প্রবর্তন করেন । অবশ্য প্রথম দিকে তাকে কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল । তিনি সমালোচকদের মন্তব্যের ফলে স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে কিছুটা সন্দিহান হয়ে পড়েন এবং কাব্য নাটকের উপর গভীর পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হন । প্রথম দিকে তাঁর রচনায় বিদেশী লেখকদের যেমন ভিক্টর হোগো, কর্নেলী, রেসিন প্রমুখের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । কিছুকাল পরেই তিনি তাদের প্রভাব মুক্ত হয়ে নাটক রচনা করতে সমর্থ হন ।

কবি সম্রাট আহমদ শওকীর প্রকাশিত নাটকের মধ্যে "ক্লিওপেট্রা" (কায়রো-১৯২৯), "মজনু লাইলা" (কায়রো), "কামবীজ" (কায়রো ১৯৩১), "আনতারা" (কায়রো ১৯৩২), "আলী বে আল কাবীর" (কায়রো ১৯৩২), এ পাঁচখানা কাব্য নাট্য আর "আমীরাতুল আন্দুলুস" (কায়রো ১৯৩২) তাঁর একমাত্র গদ্য নাটক । (১)

কবি শওকীর সমস্ত নাটকের মধ্যে "লাইলা মজনুই" বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ । এটা নিঃসন্দেহে তার অমর কীর্তি । ইতিহাস প্রসিদ্ধ লাইলা মজনুর অমর প্রেম কাহিনী এ নাটকের বিষয়বস্তু । উমাইয়া যুগের মুসলমানদের ইতিহাসের আলোকে এ নাটকখানা রচিত । এ যুগের প্রখ্যাত আরবী কবি কায়েস বিন আমর লাইলী নাম্নী এক যুবতীর প্রেমে মত্ত হন । তার উম্মাদনার জন্য তাকে মজনুন আখ্যা দেয়া হয়েছে ।

---

(১) ডঃ শওকী যাইফ, "শওকী, শাইরুল আসরিল হাদীছ" গ্রন্থে কবি শওকীর প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা সাতখানা উল্লেখ করেছেন । তম্মধ্যে ছয়খানা ট্রাজেডী একখানা কমেডি । "আল মুকতাতাফ" ১৯৪৭ এ তার ছয়খানা নাটকের উল্লেখ আছে ।

Dhaka University Institutional Repository

নাটকের প্রথম তিনটি অংকে লাইলীকে একজন প্রেম প্রার্থিনী সুশীলা কুমারীর ভূমিকায় এবং ত চতুর্থ অংকে একজন বিবাহিত রমনীর ভূমিকায় দেখা যায় এবং শেষ অংকে সে মৃত্যু(১) ।

লাইলী মজনুর প্রেম কাহিনী অবলম্বনে অনেকেই নাটক রচনা করেছেন । প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ এ.জে.আরবারী এ নাটকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন । যা ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মিসর হতে প্রকাশিত হয়েছে(২) । এ ছাড়া তার অন্য নাটক যেমন --

0 "ক্লিওপেট্রা" -(প্রাচীন মিসরের ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাসই এ নাটকের বিষয়বস্তু)।

0 "কামবীজ" -(প্রাচীন যুগের ইতিহাসকে সামনে রেখে এ নাটকটি রচিত)।

0 "আলীবে আল কাবির" - (সামাজিক নাটক যা ইসলামী যুগের রাজা বাদশাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত)।

0 "আমিরাতুল আন্দালুস" ঐতিহাসিক নাটক । এইটাই তাঁর গদ্যরীতিতে একমাত্র নাটক । আন্দালুসের রাজা বাদশাদের জীবনকাহিনী অবলম্বনে এ নাটকটি রচিত(৩) ।

0 "আনতারা"- নাটকে তিনি যেমন জাহেলী যুগের অন্যতম কবি আনতারার সংগ্রামী জীবনের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তেমনি তিনি এতে তৎকালীন আরবের সমাজ ব্যবস্থার জীবন্ত ছবি এঁকেছেন(৪) । এতে দাহিস এবং ঘাবরার যুদ্ধে আনতারার বিজয়ের দৃশ্য নিঃসন্দেহে তাকে শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষের সারিতে পৌছে দেয় । তাছাড়া আনতারার বিবাহের দৃশ্যটাও বেশ উপভোগ্য । আনতারার চাচাতো বোন আবস রাজবংশীয়া "আবালার" সাথে তার বিয়ের ব্যাপারে নানা বাধা বিপত্তির সৃষ্টি হলে তিনি স্বীয় কাব্য প্রতিভা এবং বিভিন্ন বীরত্বপূর্ণ গুনাবলীদ্বারা তা প্রতিহত করেন । আহমদ শওকী রচিত "আনতারা" (১৯৩২ কায়রো) নাটকটি একটি অনবদ্য সৃষ্টি ।

---

(১) আহমদ শওকী বেক, মাজনুন লাইলা, মিসর প্রেস, ১৯১৬ ।
(২) বি.এস.ও.এস.৮ম খন্ড, ১৯৩৫-৩৭ ।
(৩) -ঐ- এ্যারাবিক ইন ইজিপ্ট, প্রবন্ধ ।
(৪) ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কায়রো থেকে প্রকাশিত ।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে শওকীর কাব্যনাট্য সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক নানারূপ মন্তব্য করেছেন। ডঃ তুহা হোসেন তার "আল আদিব" গ্রন্থে বলেছেন "আরবী কাব্য নাটকের এখনও শৈশব কাল। সাধারন পাঠক ও দর্শকদের দিকে লক্ষ্য রেখে উহা গদ্যরীতিতে রচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।" সমসাময়িক লেখক ও সমালোচক আযীয আবাজা এ মন্তব্যের উত্তরে বলেছেন, যেহেতু পাশ্চাত্য এবং বিশ্বের অন্যান্য ভাষায় কাব্যরীতিতে নাটক রচিত এবং মঞ্চস্থ হয় তাই আরবী ভাষায় এ রীতিতে নাটক রচিত হওয়া দূষনীয় নয়। আজিজ আবাজা নিজেও অনেক কাব্য নাটক লিখেছেন। "গুরুবুল আন্দালুস" তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক।(১) সাদুল্লা আল বুস্তানী ও কাব্যে নাটক লিখেছেন। মুহাম্মদ আফাজবেক কাব্যে ম্যাকবেথ অনুবাদ করেছেন।

খলীল জীবরান: গদ্যরীতিতে যাঁরা নাটক রচনা করেছেন জীবরান খলিল জীবরান (১৮৮৩-১৯৩১) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। খলিল জীবরান যদিও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী তবুও তার রচনায় প্রায় সর্বত্রই মুসলিম দর্শন পরিস্ফুট হয়েছে। তার "ইরামু জাতিল ইমাদ" নাটকটি মুসলিম দর্শনের একটি উজ্জল স্বাক্ষর। নাটকের ভূমিকায় তিনি কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন।(২)

খলীল মাতুরান: আধুনিক আরবী সাহিত্যে খলিল মাতুরান (১৮৭১-১৯৪৯) নাম অতি পরিচিত। তিনি তুহা হোসাইনের ন্যায় কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প এককথায় আধুনিক আরবী সাহিত্যের সবগুলো শাখায়ই সমান অবদান রেখেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি খলিল আফ্রিন্দির অনুরোধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে শেক্সপিয়ারের অনেকগুলো নাটক অনুবাদ করেছেন। এর পরবর্তীকালে তিনি ফরাসী নাট্য সাহিত্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং ভিক্টর হুগোর "হুরনানী", "সাইয়্যেদ", "বুলয়াকত নিকুরনী"," ত্রিনসিসলোরাসিন", ইত্যাদি অনুবাদ করেন।(৩)

---

(১) মাজাল্লাতু মাজমাইল লুগাতিল আরাবিয়া, ১৯৫৯।
(২) আব্দুর লতিফ শারারাহ, খলিল আতরান, বৈরুত, ১৯৬৪, পৃ: ২৫-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী নাটকের প্রসারের জন্য তিনি আপ্রান চেষ্টা করেছেন । একবার তিনি মিসরের জাতীয় নাট্য সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন । তিনি তরুন সাহিত্যিকদেরে নাটক লেখার জন্য বিশেষভাবে অনুপ্রানীত করতেন ।(১)

খলিল মাতরানের কসীদা ধর্মী নাটক "আল জানিনুশ শহীদ" এবং "ফুতাতুল-জাবালিল আসওয়াদ" খুবই প্রসিদ্ধ এবং মর্মস্পর্শী । দুটিই ট্রাজেডী নাটক । "আল জানিনুশ-শহীদ" একটি অনাথ যুবতীর 'ট্রাজেডী' । এক যুবক প্রেমের দাবীতে তার সহচর্যে আসে । অতঃপর ৫ গর্ভবতী অবস্থায় তাকে ফেলে প্রবঞ্চক প্রেমিক উধাও হয় । অনাথ যুবতী মর্মাহত হয় এবং শাস্তি ও লোকনিন্দা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সদ্যপ্রসূত সন্তানকে হত্যা করতে হয়, ফলে শোকে দুঃখে যুবতীর হৃদয় চূর্ন বিচূর্ণ হয়ে যায় । নাটকটি জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী ।

"ফুতাতুল জাবালিল আসুওয়াদ" নাটকের নায়িকা নিজেকে পুরুষের পোষাকে সজ্জিতা ক'রে মাতৃভূমির সপক্ষে আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ন । নাটকটি মর্মস্পর্শী ও উপভোগ্য ।(২)

খলিল মাতরানের প্রসঙ্গে ডক্টর ত্বহা হোসাইনের লিখিত চিঠিটি প্রনিধানযোগ্য —— "সবাই আজ আপনাকে এবং আপনার কবিতাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন --যেদিন থেকে আপনাকে চিনেছি মনপ্রান দিয়ে আপনাকে শ্রদ্ধা করে এসেছি ।"(৩)

ডঃ ত্বহা হোসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩) আধুনিক আরবী সাহিত্যে এক যুগান্তকারী প্রতিভা। আরবী সাহিত্যের সবগুলো শাখাই তার অনবদ্য রচনায় সমৃদ্ধ । তার উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে "জহুরুল ইসলাম" সবচেয়ে বেশী প্রশংসনীয় । এতে তিনি তমসাচ্ছন্ন আরব দেশে শান্তির প্রতীক নবীর আগমন সম্পর্কে চমৎকার তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি কাব্য নাট্য সম্পর্কে একটি সমালোচনা মূলক গ্রন্থ রচনা করেন ।(৪)

---

(১) জামালুদ্দীন রামাদী, "খলীল মাতুরান, শাইরুল আকতারিল আরাবিয়া," মিসর, পৃষ্ঠা - ৫৪-৫৫
(২) মুহাম্মদ মনছুর, "মুহাযারাত ফিশ শিরি মিস্বর বাদাল শাওকী" কায়রো, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা-৭
(৩) আব্দুল লতিফ শারারাহ, খলীল মাতুরান, ভূমিকা ।
(৪) মিন শিরিত্তামছীলিন ইউনান, কায়রো, ১৯২০ ।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী নাট্য সাহিত্যে মিসরের তওফিকুল হাকিমের অবদানই সর্বাপেক্ষা বেশী। যেমন সংখ্যার দিক দিয়ে তাঁর নাটক অনেক বেশী তেমন সার্থক নাটক হিসেবেও তা সকলের নিকট অধিক সমাদৃত। ছোট গল্প লেখক হিসেবেও তিনি আরবী কথা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তবুও বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে তওফিকুল-হাকিমের নামই অধিক পরিচিত। ডক্টর সাজ্জাদ হোসেন বলেছেন," বিংশ শতাব্দীতে মিসরের তওফিকুল হাকিম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃত[(১)]। ছোট গল্পের ন্যায় তাঁর নাটক গুলোও কোনটার চেয়ে কোনটা কম নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটকের মধ্যে "মুহাম্মাদ"(১৯৩৬), "আহলুল কাহাফ"(১৯৫৩), "শাহ্রযাদ"(১৯৫২), "হিমারুল হাকিম"(১৯৫২),"সুলতানুজ-জল্লাম" ইত্যাদি খুবই পরিচিত।

তওফিকুল হাকিমের "মুহাম্মাদ"[(২)] নাটকটি রসুলে করিমের (দঃ) পূর্ণাংগ জীবনালেখ্য। এতে তিনি আগাগোড়া সর্বত্রই পবিত্র কোরআন ও সুন্নার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। রসুল-করিমের (দঃ) সংলাপে নির্ভরযোগ্য হাদীস সংগ্রহ সত্যি দুরূহ ব্যাপার। এ দুরূহ কাজটি তিনি কৃতিত্বের সংগেই সম্পাদন করেছেন। তাছাড়া এতে মাঝে মাঝে কোরআনের আয়াত সংযোজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নিকট খুব আকর্ষনীয় হয়েছে।

তাঁর "শাহ্রযাদ"[(৩)] (১৯৫২) নাটকটিও আরবী সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। "আলফ লাইলা ওয়া লাইলা"এর শাহজাদা-শাহজাদীর অমর প্রেমকাহিনী অবলম্বনে এ নাটকটি রচিত। নাটকটির বিষয়বস্তু যেন প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে আছে।

এমনিভাবে তরুন কথা শিল্পীদের মাঝে রিফাত আল সাইয়ি এর "রিজালুন ফি-মালাব্বিসি বায়যাই" আবদুল আডি জালালের "বুলবুল আত নাবিস", মুহাম্মাদ আবদুল গণির "ইবনুল ফরেস", আবদুল্লা আবদুল জব্বারের "উম্মি", মুহাম্মাদ আওয়াদ ইব্রাহীমের "লাইলাইতুস সানিয়াতা আশারাতা" ইত্যাদি নাটকগুলো সর্বদিক দিয়ে সার্থক এবং উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক আরবী সাহিত্যে নাটক আজ আর নতুন নয়, রীতিমত সমৃদ্ধ।

---

(১) আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা - ৮৭।
(২) "মুহাম্মদ", মারিফ প্রেস, কায়রো,১৯৩৬।
(৩) তওফিকুল হাকিম, উদাতুর রুহ, নমুজাযিয়া প্রেস, মিসর,১৯৫৫, ভূমিকায় উল্লিখিত হয়েছে যে "শাহ্রযাদ" প্রথম সংস্করন ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং ৩য় সংস্করন ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ ও গবেষনা সাহিত্য :-

আল নাহযা বা রেনেসাঁ আন্দোলন আরবী সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় প্রবন্ধ ও মননশীল রচনারও পরিবর্তন সাধন করেছে। তবে অন্যান্য শাখা যেমন রেনেসাঁ উত্তর কালে আধুনিকতার সাথে পরিচিত হয়েছে গবেষনা ও প্রবন্ধ সাহিত্য ঠিক তেমন নয়। আরবী সাহিত্যের এ শাখায় বহু পূর্ব হতেই অর্থাৎ আব্বাসী যুগ হতেই আধুনিক ধ্যান-ধারনা, ভাব কল্পনা ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়।

মধ্যযুগের গবেষনা ও মননশীল প্রবন্ধ রচয়িতাদের মধ্যে আল মাসুদী (মৃত্যু - ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) ইবনুল আছীর (১১৬০-১২৩৪)[১], ইবনুল জওযী (১১৮৬-১২৫৭), ইবনুল খাল্লিকান (মৃত্যু- ১২৮২), আলকিন্দি (৮০১-৮৭৩), আল ফারাবী (মৃত্যু-৯৫০), আল বিরুনী (৯৭৩-১০৫০), ইমাম গাযযালী (১০৫৮-১১১১), ইবনে রুশদ, আল রাজী প্রমুখ খুবই প্রসিদ্ধ। এসকল ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের লেখনীর মধ্যে আধুনিক মনোভাব সঞ্জাত ধারনা ও বিষয়বস্তুর চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছে।

ডঃ তুহা হোসাইন এবং অন্যান্য যাঁরা আরবী সাহিত্যের আধুনিকতাকে কোন যুগের সাথে নির্দিষ্ট করতে ইচ্ছুক নয়, তাঁরা মনে হয় আরবী সাহিত্যের এ শাখাটির দিকে তাকিয়েই এই মত পোষন করেছেন। কারন মধ্যযুগ থেকেই এ শাখায় আধুনিক চিন্তাধারা, কল্পনা, বিষয়বস্তু ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়েছে।

---

(১) ইবনুল খাল্লিকান, অফিয়াতুল আইয়ান, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা - ৩৫-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে আরবী প্রবন্ধ ও গবেষনা সাহিত্যকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায় যেমন --

০০ সমালোচনা সাহিত্য

অর্থাৎ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, শিশু-সাহিত্য ইত্যাদির উপর পান্ডিত্বপূর্ণ আলোচনা ।

০০ দর্শন সাহিত্য যেমন --

বিশ্বের অন্যান্য দর্শনের সাথে মুসলিম দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা ।

০০ ঐতিহাসিক সাহিত্য --

দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রমুখের বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত আলোচনা ।

০০ বিজ্ঞান, ভূতত্ব এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর বিজ্ঞানধর্মী আলোচনা ।

০০ ধর্মীয় সাহিত্য অর্থাৎ

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সহ ইসলামের বিভিন্ন দিক আলোচনা ।

(১) সমালোচনা সাহিত্য :-

আধুনিক আরবী সাহিত্যের মননশীল রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও বৈশিষ্ট্যময় দিক হলো- সমালোচনা সাহিত্য ।

আধুনিক সাহিত্যিকগণ সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাহিত্য সমালোচনা শুরু করেন । এদের সমালোচনার ধারা ছিল আধুনিক এবং বৈচিত্র্যময় ।

রেনেসাঁ উত্তর যুগে আরবী সাহিত্যের এ শাখায় যারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করেছেন তন্মধ্যে --

Dhaka University Institutional Repository

সিরিয়ার --

০০ বুত্বরুস আল বুস্তানী ।

০০ মুহাম্মদ কুরদ আলী ।

০০ জুরজী যায়দান ।

লেবাননের --

০০ লুই শাইখু

০০ জীবরান খলীল জীবরান ।

মিসরের --

০০ জামালুদ্দীন আফগানী ।

০০ মুহাম্মদ আবদুহু

০০ আবদুল্লা নাদীম

০০ শেখ শিহাবুদ্দীন

০০ ডঃ তুহা হোসাইন

০০ আব্বাস মাহমুদ আল আকাদ প্রমুখের নাম খুব পরিচিত ।

বুত্বরুস আল বুস্তানী :-

বুত্বরুস আল বুস্তানীর "মহীতুল মুহীত" অভিধানখানা আধুনিক আরব বিশ্বে খুব নাম করেছে । তাঁর ছয়খন্ডে রচিত "দায়েরাতুল মায়ারিফ" নামক বিশ্বকোষ মুসলিম বিশ্বের সমস্ত সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও চিকিৎসকদের জীবনী ও সাহিত্য কর্ম ছাড়াও ঐতিহাসিক স্থান ও ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে । পরবর্তী কালে তাঁর পুত্র সলিম আরও দু'খন্ড অভিধান রচনা করেন । তিনি দিউয়ানুল মুতানাব্বীর উপর গবেষনা মূলক গ্রন্থ রচনা করেন । নিছক সাহিত্যের উপর সমালোচনা বা গবেষনামূলক গ্রন্থ এটাই প্রথম ।

Dhaka University Institutional Repository

নুইশাইম :-

ভাষাতত্ত্ব ও ইতিহাস ছাড়াও ইনি সাহিত্য সমালোচনামূলক বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর " আদাবুল আঁরাবিয়াহ" গ্রন্থখানা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য[১]। দশখন্ডে প্রকাশিত "মাজানিল আদাব ওয়া শারহুহু" তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচনা মূলক গ্রন্থ। চারখন্ডে সমাপ্ত "মুয়ার রাবুল খুতুবুমায়ান মুলহাক" গ্রন্থে তিনি আরবী কবি, সাহিত্যিক ও পন্ডিতদের সম্পর্কে নানা রকম প্রবন্ধ ও মননশীল রচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রধান প্রধান সমালোচনামূলক গ্রন্থের মধ্যে --

00 আদাবুল আঁরাবিয়া ফিল জাহেলিয়া।

00 তারিখুল নাস্রানিয়াহ ওয়া আদাবুহা ফিল জাহেলিয়াহ।

00 তারিখুর রুহবানাতিল ইসুইয়া ইত্যাদি খুবই প্রসিদ্ধ।

আরবী সাহিত্যের প্রায় সবগুলো শাখায়ই জীবরান খলীল জীবরানের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মুহাম্মদ কুরদ আলী :-

ইনি একজন খ্যাতিমান ইতিহাসবেত্তা ও সাহিত্য সমালোচক। তাঁর অধিকাংশ রচনাই ইসলামের ইতিহাস, মুসলিম সভ্যতা, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের উপর লিখিত। "আল ইসলামু ওয়াল হাযারাতুল আঁরাবিয়াহ" তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার উজ্জল স্বাক্ষর। "রিসালাতুল বুলাগা" গ্রন্থে তিনি আদাবুস সগীর এবং আদাবুল কাবীরের আলোকে আবদুল্লা ইবন মুকাফ্ফার সমালোচনা করেছেন। "কুনুযুল আজদাদ" নামক গ্রন্থে তিনি বহু কবি ও সাহিত্যিকদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন।

---

(১) আল হিলাল, ৩৬তম খন্ড, ১৯২৭, পৃষ্ঠা - ৩০৯।

Dhaka University Institutional Repository

জুরজী যায়দান :

ইনি প্রবন্ধ, মননশীল রচনা এবং সমালোচনা সাহিত্যে বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তৎকালীন বিভিন্ন পত্র ও পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে তার বহু সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ও মননশীল রচনা প্রকাশিত হতো। তাঁর সমালোচনা সাহিত্যের মধ্যে "ফালসাফাতুল লুগাবিয়া", "তুবকাতুল উমাম", "আজাইবুল খালক", "আনসাবুল আদাবিল কুদামা" "আল আরাবু কাবলাল ইসলাম" ইত্যাদি খুবই প্রসিদ্ধ।(১)

ডঃ তুহা হোসাইন :-

আধুনিক আরবী মননশীল রচনায় ডঃ তুহা হোসাইনের উপস্থিতি এক নব দিগন্তের সূচনা করেছে। তিনি আরবী ভাষাকে একটি সমৃদ্ধশালী ভাষা হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। ভাষার উপর তাঁর অসাধারন দখল ছিল। ফলে তিনি যে কোন বিষয়কে বিভিন্ন স্টাইলে প্রকাশ করতে পারতেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ "হাদীছুল-শিরওয়াননছর"-এ আরবের বিভিন্ন কবি সাহিত্যিককে পরস্পর তুলনা করে দেখিয়েছেন।(২)

তাঁর ইসলাম পূর্ব যুগের কবিতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ "ফিল আদাবিল জাহেলী" প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আরব বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি সাজা পদ্ধতিতে রচিত কতগুলো কবিতার সাথে কোরআনের ভাষা ও স্টাইলএর কিছুটা সাদৃশ্য খুজে বের করেছিলেন। ফলে ধর্মভীরু জনগণ তার বিরোধীতা করলে জনগনের চাপে সরকার বইটিকে বন্ধ করে দেন। তাঁর "হাফিজ ওয়া শাওকী" গ্রন্থখানা আধুনিক আরবী সমালোচনা সাহিত্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

---

(১) জুরজী যায়দান, তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়াহ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা - ২৮০।
(২) মা'রিফ, জুলাই, ১৯৪১, পৃষ্ঠা - ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ভাষা ও সাহিত্যকে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি "আল সিয়াসাত" পত্রিকার হাদীছুল আরবা অনুচ্ছেদে নিয়মিতভাবে "আল খুসুমত বাইনাল কাদীম ওয়াল জাদীদ" শীর্ষক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখতেন। প্রবন্ধগুলো বর্তমানে "হাদীছুল আরবা" নামক গ্রন্থে কয়েক খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এসকল প্রবন্ধে তিনি ক্লাসিক্যাল ও মডার্ন আরবী সম্পর্কে চমৎকার সমালোচনা করেছেন।

তাঁর অন্যান্য সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে "আদীব", "মায়াল মুতানাব্বী", "ফুসুল ফিল আদাব অন্নাকৃদ" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রথম ডক্টরাল থিসিস "যিকরা আবিল আলা" ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়। আরবী ভাষায় কবিদের জীবনী ও কার্যাবলী সম্পর্কে বহুমুখী সমালোচনার বই এইটাই প্রথম[১]। "ফি শি'রিল জাহেলী" গ্রন্থে তিনি যুক্তি তর্কের মাধ্যমে প্রমান করতে চেয়েছেন যে ইসলামোত্তর কালের কবি সাহিত্যিকগণ জাহেলী যুগের কবিতা সংকলনের সময় এতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন।

এসময়ের সাহিত্যিকগণ কেবল আরবী সাহিত্যই নয়, অন্যান্য সাহিত্য সম্পর্কেও সমালোচনা মূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই প্রকার সাহিত্যিকদের মধ্যে --

00 হুসাইন হাইকাল

00 জামালুদ্দীন আল রামাদির।

00 সালামা মুসা

00 আবু ইসহাক কিরওয়ানী

00 ডক্টর মুহাম্মদ মনদুর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ডঃ মুহাম্মদ মনদুর মননশীল রচনা ছাড়াও নাট্য সাহিত্যের উপর অনেক সমালোচনা মূলক বক্তৃতা দিয়েছেন[২]।

---

(১) এনসাইক্লোপেডিয়া অব বৃটেনিকা, ২১তম খন্ড, পৃষ্ঠা - ৬২৩।

(২) মাজাল্লাতু মাজমাইল লুগাতিল আরাবিয়াহ, মুহাযারাতু দাকতুর মুহাম্মদ মনদুর, মিসর, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা - ১।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো আধুনিক আরবী সমালোচনা সাহিত্যকে বিভিন্ন দিক দিয়ে সমৃদ্ধশালী করেছে --

০০ আহমদ আল হাশমীর - "জাওয়াহিরুল বালাগাত"
০০ ডঃ আলী ওয়াদীর - "ফেকহুল লুগাহ"
০০ ইব্রাহীম আল মাযিনীর - "কাব যাতুর রিহ"
০০ ডঃ লতীফ হামযার - "মুসতাকবিলুস সাহাফাতা ফি মিস্র"
০০ আবদুল গনী হাসানের - "আলামু মিনাশ শারক ওয়াল গারব"
০০ আল আক্কাদের - "ইবনুর রুমী-হাইয়াতুহু ওয়া শি'রুহু"
০০ মাহমুদ আল খাফিফের - "ইব্রাহাম লিংকন"
০০ মুহাম্মাদ রশীদ রিযার - "শেখ মুহাম্মদ আবদুহু" ইত্যাদি ।

দর্শন সাহিত্য :-

রেনেসাঁ পূর্ব দার্শনিকদের ন্যায় আধুনিক দার্শনিকগণও তাঁদের গবেষনা ধর্মী সাহিত্য কর্ম দ্বারা আধুনিক আরবী সাহিত্যের দর্শন-বিভাগকে সমৃদ্ধশালী করেছেন । অন্যান্য শাখার তুলনায় আরবী সাহিত্যের এ শাখায় আধুনিক ও প্রাচীনের মধ্যে তেমন পার্থক্য না থাকলেও নিঃসন্দেহে রেনেসাঁ পূর্বের তুলনায় রেনেসাঁ উত্তর রচনা-রীতি, বিষয়বস্তু ও ভাব-কল্পনা অধিকতর উন্নত মানের ও অর্থবহ ।

এ প্রসংগে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য দার্শনিক সাহিত্যিকদের নাম ও গ্রন্থ নিম্নে প্রদত্ত হলো -

০০ ডঃ যাকী নাজীব মাহমুদ লিখেছেন (খারাফাতুল মুতাফিজিয়া)
০০ আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ " (আল ফালসাফাতুল কুরআনীয়া)
০০ ডঃ আহমদ ফুয়াদ " (মায়ানিউল ফাল সাফাহ)
০০ সুলাইমান দানিয়া " (হাক্কিকাতু ফি রায়রিল গাযযালী)
০০ ইউসুফ কারাম " (আল আকলু ওয়াল বুজদু)
০০ ডঃ রশিদ আল বারাবী " (আল ফালসাফাতুল ইকতিসাদিয়াতুস ছাউরা)
০০ মুহাম্মদ কুতুব " (শুবহাতু হাউলাল ইসলাম)(১)

---

(১) গ্রন্থখানা বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে । ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় বাংলায় অনুদিত হয়েছে । অনুবাদে অংশ নিয়েছেন ডঃ সাজ্জাদ হোসাইন, ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান, ডঃ হাসান জামান, ডঃ মোহর আলী, অধ্যাপক আখতার ফারুক । আধুনিক আরবী মননশীল রচনা হতে বাংলায় অনুদিত ইহাই একমাত্র গ্রন্থ । নাম, ভ্রান্তির বেড়াজালে-ইসলাম ।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া বিদেশী দর্শন থেকে বহু গ্রন্থ আরবীতে অনুদিত হয়েছে। যেমন -

০০ আব্দুল হালীম মাহমুদের -- "আল আখলাক ফিল ফালসাফাতিল হাদীছ"

০০ ডক্টর মাহমুদ হুবুবুল্লার -- "ইরাদাতুল ইতিকাদ"

০০ আবুল আলা আফিফীর -- "আল মুদখিল ইলাল ফালসাফাহ" ইত্যাদি।

ইতিহাস সাহিত্য :-

আধুনিক আরবী সাহিত্যের ঐতিহাসিক রচনায় যাঁরা অধিক সুনাম অর্জন করেছেন এবং এখনও যাঁদের প্রচেষ্টা এব্যাপারে অব্যাহত রয়েছে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলো বিশেষ পরিচিত --

০০ মুহাম্মদ মহীউদ্দীন, রচনা,- (তারিখুল খুলাফা)

০০ মুহাম্মদ কামাল ও
মুহাম্মদ ইসমাইলের যৌথ সম্পাদনায় - (আল বালাগুল মুকাদ্দাসাহ)

০০ আল আক্কাদ (আছারুল আরব ফিল হাযারাতিল উরুবিয়া)

০০ খ্রীষ্টান লেখক জন হ্যামিলটন (তারিখুল আলাম)

০০ আলী আল জারেম (আল আরাব ফি আসিয়ানিয়া)

০০ আব্দুল হামীদ জুদাআস সাহার - (সানিউত তারিখুল আমেরিকা)

০০ খাইরুদ্দিন জারকালী - (আল আলাম ১০ খন্ডে সমাপ্ত) ইত্যাদি।

বিজ্ঞান সাহিত্য :-

আধুনিক আরবী বিজ্ঞানধর্মী লেখকগণ "বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও তত্ত্ব আবিস্কার, চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচনা, আনোবিক শক্তির উপকারিতা-অপকারিতা, চন্দ্রাভিযান ও মংগলগ্রহ অভিযান ইত্যাদি সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা ধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁরা বিজ্ঞানের এ আবিস্কার গুলোকে কুরআন থেকে উদ্ঘাটন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এবং তা লেখনীর মাধ্যমে জনসমক্ষ পৌছে দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এধরনের গ্রন্থের মধ্যে --

00 মুস্তফা সাদেক আল রাফায়ীর -- "ইজাযুল কুরআন"

00 মুহাম্মদ আল গাযযালীর -- "নাযরাতুন ফিল কুরআন"

00 আহমদ বাদুবীর -- "মিন বালাগাতিল কুরআন"

00 মুহাম্মদ হাফনী শারফের -- "বাদিউল কুরআন"

00 ত্বহা সারোরের -- "দাওলাতুল কুরআন" খুবই উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের ইতিহাস, উৎস এবং ব্যাখ্যাকেন্দ্রিক গবেষনা পুস্তকের সংখ্যাও আধুনিক আরবী সাহিত্যে একেবারে নগন্য নয়। এ শাখার বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে --

00 উছমান আমীনের -- "আহসাউল উলুম"

00 আবদুল জলীল রাজীর -- "আল ইযায়াতু ওয়াল আসলাক"

00 ডঃ আহমদ যাকীর -- "সাআতুস সাহার"

00 আল আক্কাদের -- "আলাল আছীর" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

সাহিত্যের এ শাখায় বহু অনূদিত গ্রন্থও রয়েছে যেমন --

00 ডঃ যাকীর -- "বাওয়াখির ওয়া আনাবিক"(১)

00 আহমদ মুস্তফার -- "আত তালিকুন ওয়ার রাদিউহ

00 ইসমাইল হাক্কীর -- "আস সাকরু ইলাল কাউয়াকেব"

00 -- "আল ইযায়াতু অত তালাকিযিউন"(২) ইত্যাদি।

গ্রন্থগুলো বিজ্ঞানের আধুনিকতম বিষয় সম্বলিত।

---

(১) মাজাল্লাতু মাজমাইল কুয়ুদিল আউয়াল লি লুগাতিল আরাবিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯৫১।
(২) ইহা ইরাকের একখানা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। এতে সাধারনতঃ বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাই স্থান পায়।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় সাহিত্য :-

পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় যারা সর্বাগ্রগণ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে --

00 আবুল ফজল ইব্রাহীম – রচনা (আল বুরহান ফি উলুমিল কুরআন)
00 সাইয়েদ রশীদ রিযা – রচনা (আল মানার ফি তাফসীরিল কুরআনিল হাকিম)
00 আহমদ শাকের – " (উমদাতুত তাফসীর)
00 সাইয়েদ কুতুব – " (ফি জিলালিল কুরআন)
00 মুহাম্মদ মাখলুফ – " (কালিমাতুল কুরআন)
00 ফরিদ অজদী – " (মুসহাফুল মুফাচ্ছির) প্রমুখ খুবই নামকরা ।

হাদীসের আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ ঐতিহাসিক সত্যের সংগে সংগতি রেখে রাসুলে করীমের (দঃ) জীবনের প্রতিটি ঘটনা, যুদ্ধ বিগ্রহ, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির এমন ত্রুটি-হীন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন যা ধর্মীয় সাহিত্যে রূপ লাভ করেছে ।

এধরনের গ্রন্থের মধ্যে -

00 শেখ আলী নাফেলের – "আত তাজুল জামিউল উসুল ফি আহাদীছির রাসুল"
00 ইমাম আল শাযারীর – "আল মাকাসিদুল হাসানাত"
00 আবদুর রহমান আল শাফেয়ীর – "মুজহাতুল মাজালিস"
00 ইবনে জাফর আল হিশমীর – "আল জাওয়াজিরুল আফতারা অফেতুল কাবায়ের"

ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

ইসলামের বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যায় যে সকল আধুনিক গবেষক ও সমালোচক অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ পরিচিত ।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে তাদের নামের পাশে গ্রন্থেরও উল্লেখ করা হলো --

০০ মাওলানা মুহাম্মদ আলী	-	(আল ইসলাম ওয়া নিযামুল আলামিল জাদীদ)
০০ আলী ইউনুস	-	(ইজতিমাঈল ছুইউনিল ইসলামিয়া)
০০ আহমদ আমীন	-	(জাহরুল ইসলাম)
		(ফাজরুল ইসলাম)
		(বুরহান ইসলাম)[১]
০০ জামাল আবদুন নাসের	-	(শিমাল আফ্রিকা)[২]
		(কাল মার্কস)
		(বুসীয়াল কায়সার)
০০ আযীয আতাহীয়া	-	(আকিদাতুল ইসলামিয়াহ ফিল মারআত)
০০ মুহাম্মদ আল গাযযালীর	-	(খুলুকুল মুসলিম) ইত্যাদি ।

---

(১) ফাজরুল ইসলাম, মিসর, ১৯২৮
বুহান ইসলাম, মিসর, ১৯৩৩

(২) শিমাল আফ্রিকা, দারুল মারিফ, মিসর ।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ছাপাখানা ও আধুনিক আরবী সাহিত্যে ছাপাখানার গুরুত্বঃ-

আরবী ছাপাখানার প্রচলন যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে শুরু হয় তবুও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভই এর উদ্ভব বা সূচনা কাল। জার্মানের গৌতমবার্গ নামক এক ব্যাক্তি ইহা আবিস্কার করেন। এ ছাপাখানায় ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব প্রথম তাওরাত গ্রন্থ মুদ্রিত হয়[১]।

প্রাচ্য দেশে সর্বপ্রথম ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইহুদি পন্ডিত আরবী ছাপাখানা আমদানী করেন। সিরিয়ায় প্রথমে ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে এ প্রচেষ্টা শুরু হয় ফলে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে "মাত্বাআতুস সুয়েগ" নামক ছাপাখানা সিরিয়ায় এবং ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে "মাত্বয়াতুল ক্বাদীম" নামক ছাপাখানাটি বৈরুতে স্থাপিত হয়। প্রথম ছাপাখানা স্থাপনের কৃতিত্ব যদিও সিরিয়া লাভ করেছে তবুও এ দু'টি প্রেস আরবী সাহিত্যের নব জাগরনের ক্ষেত্রে কোনই ভূমিকা রাখতে পারেনি[২]। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন "মাত্বাআতুল আহলীয়া" নামক একটি ছাপাখানা নিয়ে মিসর আগমন করেন।

মিসরের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ছাপাখানা যা আধুনিক আরবী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে তাহলো "মাত্বাআতু বুলাক" যা মুহাম্মদ আলী পাশা ১৮২১ মোতাবেক ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে বুলাকে স্থাপন করেছিলেন। উহা আজও বিশ্বের অন্যতম আরবী ছাপাখানা হিসাবে কাজ করছে[৩]।

এরপরে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে ছাপাখানার প্রচলন শুরু হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, জার্নাল ইত্যাদি ছাপা হয়, যার মাধ্যমে আধুনিক আরবী সাহিত্যের অভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আরবী সাহিত্যের প্রসারের ক্ষেত্রে ছাপাখানার গুরুত্ব অসীমার্য।

---

(১) জুরজী যায়দান, তারিখ আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়া ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা - ৪৩। উমর দাসুকী স্বীয় গ্রন্থ ফিল আদাবিল হাদীছে বলেছেন প্রথম ছাপাখানা ২য় জুলিয়াসের নির্দেশে ইতালীতে স্থাপিত হয় এবং ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে এতে মুদ্রন শুরু হয়। উক্ত সালেই সর্বপ্রথম ১খানা ধর্মীয় গ্রন্থ ছাপা হয় তৎপর ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে জবুর গ্রন্থ ছাপা হয়। এর অল্পকাল পরেই কোরআন ছাপিয়ে তাদের খৃষ্ট ধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করবে ভয়ে আবার তা ভস্মিভূত করে ফেলে। পৃষ্ঠা - ৩৩, ১মখন্ড।

(২) উমর দাসুকী, ফিল আদাবিল হাদীছ - ১মখন্ড - পৃঃ ৩৪।

(৩) হাসান যাইয়াত, তারিখ আদাবি আরবী, পৃঃ ৫৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্র :-

সভ্যতা বা আধুনিকতার অন্যতম বাহন সংবাদ পত্রের সৃষ্টি বহু পূর্বে হয়েছে। চীনবাসী ৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিল। খ্রীষ্টপূর্বে জুলিয়াস সিজারের সময় রোমীয়গণ একটি দৈনিকী প্রকাশ করেছিল। আধুনিক সংবাদপত্র পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝিতে জার্মানে প্রকাশিত হয়, কিন্তু আরব প্রাচ্যে উনবিংশ শতাব্দীতেই সংবাদপত্রের সূচনা হয়[১]।

ফরাসী পন্ডিতগণ ১৭৯৮-১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মিসরে দু'টি ফরাসী পত্রিকা প্রকাশ করেন। একটি "আঁশুরি মিসর" অন্যটি "বারিদ মিসর"। "তানবীহ" নামক আরও একটি পত্রিকা তাঁরা প্রকাশ করেন। মুহাম্মদ আলীর সময় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে "জার্নাল অব খেদীভ" প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সর্বসাধারনের পত্রিকা "অকায়েউ মিসর" প্রকাশিত হয়।

ইসমাইলের শাসনামলে (১৮৬৩-৭৯) মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশেই সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন সাহিত্যপত্র পত্রিকা প্রকাশের হিড়িক পড়ে যায়। আধুনিক আরবি গদ্য সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হলবে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে "মারআতুল আহওয়াল" প্রকাশিত হয়। বৈরুতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে "হাদিকাতুল আখবার" এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে "আহমদ ফারেস সিদইয়াকির সম্পাদনায় "আল জাওয়ায়েব" প্রকাশিত হয়।

মিসরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ মুহাম্মদ আলী পাশা এবং ডঃ ইব্রাহীম দাসুকীর যৌথ সম্পাদনায় প্রথম চিকিৎসাপত্র "মাজাল্লাতুল ইয়াউসুব" প্রকাশিত হয়।

---

(১) জুরযী যায়দান, তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা আলী পাশা মোবারক ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে "মাজাল্লাতু রাওজাতিল মাদারিস" নামক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন[১] ।

রাজনৈতিক পত্রিকা হিসাবে মিসরে সর্বপ্রথম আবদুল্লা আবু সউদের সম্পাদনায় "ওয়াদীউন নীল" পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় । ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পুনরায় উহা "রাওজাতুল আখবার" নামে প্রকাশিত হয় ।

মিসরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মিখাইল আব্দুস সাইদের সম্পাদনায় কিবতীদের শ্রেষ্ঠতম পত্রিকা "আল ওয়াতুন" প্রকাশিত হয় । এমনিভাবে জামালুদ্দীন আফগানী, মুহাম্মদ আবদুহু, সাদ যগলুল, আদীব ইসহাক, নাজীব হাদ্দাদ প্রমুখ সে যুগে সাংবাদিকতায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ।

এমনিভাবে আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁযুগের পর থেকে ব্যাপকভাবে সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয় । বিশ্বের সকল সংবাদপত্রেই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল ।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন ৫,৮০,০০০০০ কপি সংবাদপত্র বিক্রয় হতো । ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেখা যায় যুক্তরাজ্যে প্রতিহাজার জনতার মাঝে ৫৮২ কপি দৈনিক পত্রিকা বিক্রয় হতো ।

তেমনিভাবে দেখা যায় ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিক পর্যন্ত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে ২১টি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো । তন্মধ্যে ৬টি ছিল আরবী পত্রিকা যার দৈনিক বিক্রয় কপির সংখ্যা ছিল ৫,৭০০০০ হাজার । ২৭টি ছিল সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা যার মধ্যে ১৩টি ছিল আরবী পত্রিকা । আর ১৭টি ছিল সাময়িক পত্রিকা যার মধ্যে ২০টি ছিল আরবী পত্রিকা । দৈনিক "আল আহরামের"(১৯৭৫) বিক্রয় সংখ্যা ছিল ২,০০,০০০ লক্ষ । এবং শুক্রবারে ৩,০০,০০০ লক্ষ ।

---

(১) উমর নাসুকী,- ফিল আদাবিল হাদীছ, পৃষ্ঠা - ৭৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

"আল আখবারের" বিক্রয় সংখ্যা ছিল ১০০,০০০ এবং "আল জমহুরীয়াতের" বিক্রয় সংখ্যা ছিল ১৫০,০০০ হাজার। সান্ধ্যকালীন পত্রিকা "আল মাসায়ার" বিক্রয় সংখ্যা ছিল ১২০০০। তাছাড়াও সাপ্তাহিক পত্রিকা "আখবারুল ইয়ুম", "আখিরুস-সায়া" এবং "সাবাহুল খায়ের" ইত্যাদি অধিক সংখ্যায় বিক্রয় হতো।

এতদ্ব্যতিত একটি সাপ্তাহিক মহিলা পত্রিকা "হাউয়া" ছিল যার বিক্রয় সংখ্যা ছিল ৮০,০০০। সিরিয়ায় "আবলাসুল গারব" নামক একটি সরকারী আরবী দৈনিক পত্রিকা ছিল। ৮টি ছিল বেসরকারী পত্রিকা।

১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিউনিসিয়ায় দু'টি সরকারী আরবী দৈনিকী ছিল। আলজিরিয়ায় আরবী ও ফরাসী ভাষায় ৯টি দৈনিকী প্রকাশিত হতো[১]। ইদানিং আমরা মিসর, ইরাক, লিবিয়া, ইত্যাদি দেশের দুতাবাসের মাধ্যমে তাদের কিছুকিছু পত্র-পত্রিকার সাথে পরিচিত হতে পারছি। যেমন -

ইরাকের দৈনিক পত্রিকা - "আল ইরাক", সম্পাদক সুলেহ হায়দারী।
দৈনিক "তুরীকুশ শায়ার" সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক স্যাফী।
দৈনিক সরকারী পত্রিকা "আছ্ছাওরাহ" সম্পাদক তুরেক আযীয
সাপ্তাহিক পত্রিকা যেমন "আল মেযমার" (শিশুদের পত্রিকা)।

লিবিয়ার দৈনিকীগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো প্রথম পৃষ্ঠার প্রথমেই কোরআনের আয়াত থাকবে। যেমন - "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين" صدق الله العظيم। লিবিয়ার দৈনিকগুলো হলো —

"আল ফাজরুল জাদীদ" - সম্পাদক আবদুর রহমান শালকাম।
"আল জিহাদ" সম্পাদক - সালেম আয়ালী, ইত্যাদি।

এছাড়াও আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্যান্য শাখা যেমন লোকগীতি, পুথি-সাহিত্য, ডিটেকটিভ সাহিত্য ইত্যাদি সকল শাখাই আরও অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় সমৃদ্ধশালী ও জনপ্রিয়।

---

(১) এনসাইক্লোপেডিয়া অব বৃটেনিকা, ৮মখন্ড, পৃঃ ৪১৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ

--০--

Dhaka University Institutional Repository

আববাস মাহমুদ আল আক্কাদ

আরবী সাহিত্যের আধুনিকতায় আববাস মাহমুদ আল আক্কাদের অবদান অপরিসীম। পূর্বেই বলা হয়েছে আরবী ভাষায় রেনেসাঁ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল আরবী সাহিত্যের ক্লাসিক ধর্মীতা বা প্রাচীন পদ্ধতি ভেংগে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আংগিকের আরবী সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করা। নতুন আংগিকের মধ্যে ছিল সাহিত্যের বিষয়বস্তু, বর্ণনা কুশলতা এবং আধুনিক দৃষ্টিভংগী। কবিতার ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম এই প্রবণতা দেখা যায়। আরবী কবিতা "কসীদা ও গযল" এই দুই প্রকার রীতিতে লেখা হতো। ইউরোপীয় প্রভাবের পরেও কসীদা ও গযল রীতিই অক্ষুন্ন থাকলো। কিন্তু তাদের বিষয়বস্তু আধুনিক হয়ে পড়লো। কঠিন কঠিন বাছাই করা শব্দ সমন্বিত আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা বর্জিত হতে লাগলো। লেখকগণ অধিকতর আগ্রহের সংগে অনুভূতি ও আশা আকাঙ্খা প্রকাশের দিকে ঝুকে পড়লো। জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ আরব কবি সাহিত্যিকদেরে উদ্বুদ্ধ করে তুললো।

বিগত যুগের গৌরবময় স্মৃতি কবি সাহিত্যিকদের মনে ব্যক্তিগত ও জাতীয় চেতনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করলো। ফলে বিপ্লব ক্রমে ক্রমে সমাজে রূপান্তর ঘটাতে শুরু করলো। আর তারই ফলে একটা নতুন ধরনের গদ্যরীতির (শিরুনমুরছাল) আত্ম প্রকাশ ঘটলো।

আরবী সাহিত্যের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, ইত্যাদি সব শাখাই বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠলো। এই ধারায় প্রথম দিকে যাঁরা নিষ্ঠাচিত্তে সাহিত্য কর্মে আত্মনিয়োগ করেন, তাদের মধ্যে আববাস মাহমুদ আল আক্কাদ অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

বাল্যজীবন ও শিক্ষা জীবন :-

মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার নীবীচে সংলগ্ন মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরপুর একটি গ্রাম– নাম আসোয়ান । মাহমুদ তাইমুর গ্রামটির বর্ণনা দিয়েছেন – 'এটি একটি মোচাক যাকে ঘিরে পরিব্রাজক মৌমাছিরা সব সময় ঘোরাফেরা করে'(১) । প্রাকৃতিক নীলাভূমি এই আসোয়ান গ্রামে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন আববাস মাহমুদ আল আক্কাদের জন্ম(২) । তার পিতা ছিলেন মিসরীয় এবং মাতা ছিলেন কুর্দী উপজাতীয় । পিতার অসুস্থতা তার স্বাধীন ভাবে লেখাপড়া করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে । কিন্তু তিনি মোটেই নিরাশ হননি । কারন বাল্য কালেই তার উপলব্ধি জন্মেছিল যে স্বর্ণ না পুড়লে খাঁটি হয়না । তাই ইহা তার জীবনকে সংগ্রামী করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল । স্থানীয় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি গতানুগতিক শিক্ষা জীবন থেকে অবসর গ্রহন করেন । কিন্তু তারপর তিনি এমন শিক্ষা জীবনে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন যে শিক্ষার কোন শেষ ছিলনা । নিজেকে জ্ঞানী ও শিক্ষিত রূপে তোলার অভিপ্রায়ে তিনি আরবী সাহিত্য ছাড়াও ইংরেজী, ফরাসী ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষনা ও লেখাপড়া শুরু করেন।এবং ইহা তাঁকে রীতিমত প্রভাবান্বিত করে । তাঁর এই জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন ছায়া ঘেরা মনোরম পরিবেশে সুশোভিত আসোয়ান পল্লীর প্রভাবের কথা অনস্বীকার্য । ঠিক তেমনি অন্যদিকে তাঁর সাহিত্যানুরাগী পিতার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উৎসাহ প্রনিধান যোগ্য । আক্কাদের পিতা সম্পর্কে যতদুর জানা যায় তাতে বুঝা যায় তিনি একজন সাহিত্যানুরাগী উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন । আক্কাদ অর্থ হ্যাবারডাশার বা পন্য বিক্রেতা । সম্ভবতঃ তাঁর পিতা এবং পূর্ব পুরুষেরা পন্য বিক্রয় করতেন বলে তাদেরকে আক্কাদ বলা হতো । আসোয়ান ছিল আদর্শ পল্লী । যেখানে রাজধানীর ন্যায় সভ্যতার সকল উপাদানই উপস্থিত ছিল । তথায় নিয়মিতভাবে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সভা অনুষ্ঠিত হতো । তদানিন্তন সরকারী বিচারালয়ের বিচারক আহমদ জাবাদীও সেখানে একটি—

---

(১) মাহমুদ তাইমুর, দিরাসাত ফিল কিসসাতী ওয়াল মাসরাহ, দারুল মাআরিফ বি মিশর, ১৯৩৬, পৃষ্ঠা – ২১ ।

(২) বাদির হাশীমী, দিরাসাতু ফিল আদাবিল হাদীছ, লিবিয়া, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা – ৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

একটি নিয়মিত সাহিত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন । গভীর রাত পর্যন্ত গ্রাম বাসী তথায় সাহিত্য সমালোচনা, ধর্মীয় আলোচনা, কবিতা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন । সাহিত্য সেবী পিতা স্বীয় শিশু পুত্র আক্কাদকেও এ অনুষ্ঠানে নিয়ে আসতেন । ফলে অল্প দিনের মাঝেই আক্কাদ এ সভার একজন নিয়মিত সভ্য হয়ে গেলেন । তখন থেকেই তিনি আরবী কবিতা মুখস্ত করতে শুরু করেন এবং মাঝে মাঝে সাহিত্য প্রতিযোগীতায় অংশ নেন । তার সুপ্ত সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে আহমদ জাবাদী মুগ্ধ হয়ে তার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা প্রকাশ করলেন । এসময় তিনি বিদ্যালয়েও ছাত্র ও শিক্ষকের সম্মুখে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে সকলকে চমক লাগিয়ে দিতেন । মাত্র নয় বছর বয়সে রচিত তাঁর এই কবিতাটি দ্বারা তার সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় --

علم الحساب له مزايا جمة
وبه يزيد المرء في العرفان

والنحو قنطرة العلوم جميعها
(2) ويبين غامضها وخير لسان

অনুবাদঃ গণিত বিদ্যার মধ্যেই রয়েছে সর্বাধিক উন্নতি ও গৌরব, আর উহা দ্বারাই মানুষ অধিক খ্যাতি লাভ করতে পারে । নাহু বা পদ প্রকরনই হলো সকল বিদ্যার মাঝে সেতু রচনা কারী, যা অস্পষ্টতাকে দূরিভূত করে তাষাকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে ।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির সাথে সাথে তার শিক্ষা জীবনে যবনিকা পড়লেও পরবর্তী কালে তিনি লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন । যার ফলে তিনি শ্রেষ্ঠ পড়ুয়া হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন । তার সাহিত্য সমালোচনা ও গ্রন্থের বিশ্লেষন থেকে একথা সুস্পষ্ঠ হয়ে ওঠে যে পাঠ নির্ণয়ের ব্যাপারেও তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল । মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি কারলাইলের ন্যায় লেখকএর গ্রন্থ বিশুদ্ধ ভাবে পড়তে ও তার অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । (১)

---

(১) তাহির খেমিরী, লিডারস ইন কনটেমপোরারী এ্যারাবিক লিটারেচার, কায়রো-১৯৩০ ।

(2) বাশীর হাশিমী, দিরাসাত ফিল আদাবিল হাদীস, লিবিয়া, ১৯৬৭, পৃঃ ৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের প্রথম পাদে তিনি দু একটি ছোটোখাটো সরকারী চাকুরী যে না করেছেন এমন নয় । তবে তা ক্ষনস্থায়ী এবং উপেক্ষনীয় । প্রথমে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে মনস্থ করেছিলেন কিন্তু পরে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত মন বাঁধ সাধলে আবার কৃষি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের ইচ্ছা করলেন কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে সে আশাও পরিত্যাগ করতে হলো ।

অতঃপর একটা সরকারী চাকরীতে যোগ দেন । ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিকিৎসা বিদ্যালয় পরিদর্শন করার জন্য সর্বপ্রথম কায়রোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন (১) । অতঃপর তিনি রেলওয়েতে চাকরী করেন । মিসরের রাজস্ব মন্ত্রনালয়ের অধীনে তিনি সর্বশেষ চাকরী করেন । তাঁর প্রতিভা দীপ্ত মন সরকারী চাকরীর গন্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি । তাই তিনি সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে থেকে কায়রো চলে আসেন এবং সাহিত্য সাধনার অন্যতম পন্থা সাংবাদিক জীবনে প্রবেশ করেন । এবং এটাকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহন করেন ।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই তাঁর সাহিত্যকর্ম ব্যাপকভাবে শুরু হয় । আরবী সাহিত্যে তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অতি পরিচিত ব্যক্তি । এ সাহিত্যের সবগুলো শাখাই তাঁর অনবদ্য রচনায় সমৃদ্ধ । তিনি একাধারে কবি, সমালোচক, সাংবাদিক, প্রবন্ধকার এবং আত্মজীবনী লেখক (২) । আর এর প্রতিটিতেই তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন । কেহ কেহ তাকে বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক বলে আখ্যায়িত করেছেন (৩) ।

---

(১) বাশির হাশীমী - দিরাসাত ফিল আদাবিল হাদিস, লিবিয়া, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা, - ৮ ।
(২) এনসাইক্লোপেডিয়া অব বৃটেনিকা, ২য়খন্ড, নতুন সংস্করন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা - ১৫২ ।
(৩) আবু রাফাইল নাখলাল ইয়াসুয়ী, আল মুখতারাত, ২য়খন্ড, বৈরুত, ১৯৩১, পৃষ্ঠা - ২১১ ।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যিক গোষ্ঠী

আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনের শুরুতে কবি সাহিত্যিকরা এক একটা দল বা গোষ্ঠী বদ্ধ হয়ে সম্মিলিতভাবে আরবী সাহিত্যের আধুনিক ধারায় কাজ করতে থাকেন। এই প্রসংগে মিসরের তাইমুর গোষ্ঠীর নাম করা যায়। তাইমুর গোষ্ঠীর শিরমণী মাহমুদ তাইমুর এমন একটা সংঘটন সৃষ্টি করেন যাকে কেন্দ্র করে আধুনিক আরবী সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সৃষ্টিধর্মী কাজ শুরু হয়। সৃষ্টিধর্মী কাজ বলতে সাহিত্যের বিষয়বস্তু, চিত্রকল্প, বর্ণনা কৌশল ইত্যাদির নব মূল্যায়ন বোঝায়। আরবী গদ্যের প্রারম্ভিক আলংকারিক রচনায় বদিউজ্জামান হামদানী ও হারিরীর অনবদ্য সৃষ্টির সংগে নতুন রসের জিয়েন দেয়ার একটা প্রচেষ্টা এ সময় থেকেই শুরু হয়। অর্থাৎ আরবী সাহিত্যের ক্লাসিক কর্মের রীতি পার্টিতে একে নব রূপ দেয়ার চেষ্টা চলে পুরো মাত্রায়। মাহমুদ তাইমুর গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিকদের ভাবাদর্শ ছিল মূলতঃ এইটাই। অনুরূপভাবে জীবরান খলীল জীবরানও তুহা হোসাইনের নাম করা যায়। এঁরাও নিজস্ব মতাদর্শের সাহিত্যিগোষ্ঠী তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিলেন। জীবরান মূলতঃ ছিলেন দার্শনিক ও প্রবন্ধকার। তাঁর কবিতা ও গদ্য রচনায় দর্শন তত্ত্বের প্রভাব পুরোমাত্রায় থাকলেও উৎকর্ষের দিক দিয়ে রচনাগুলো আধুনিক সৃষ্টিভংগী সম্ভাত। তুহা হোসাইন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। তিনিও নিজস্ব মতাদর্শের সাহিত্যিক গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন। সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টিভংগী নিয়ে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। একই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদও একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। এবং সে সাহিত্যিক গোষ্ঠীর একমাত্র মুখপাত্র ছিল 'আল-হেলাল'। আল আক্কাদের মতাদর্শে যাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন এবং যাঁরা ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ট সহচর তাঁদের মধ্যে সাদ যগলুল, মিখাইল নাঈমা, আবদুল কাদির আল মাযিনী, আবদুর রহমান, আবু শাদী, আলী মাহমুদ তুহা প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমনকি ডক্টর তুহা হোসাইনের ও ঘনিষ্ট সহচর ছিলেন তিনি। তাছাড়া তাদের দুজনেরই জন্মতারিখ একই সাল অর্থাৎ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ। সাহিত্যিক আদর্শের দিক দিয়ে দুজনের মতৈক্য না থাকলেও

---

(১) মিখাইল নাঈমা, আল গিরবাল, পৃষ্ঠা - ২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাক্তিগত জীবনে তাঁরা ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ডক্টর ত্বহা হোসাইন তাঁর আত্ম-জীবনীমূলক গ্রন্থের[১] অনেক স্থানে এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে এসময় আরবী সাহিত্যাকাশে দুই ধরনের কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। একদল এ সাহিত্যের প্রাচীন ধারাকে টিকিয়ে রেখে আধুনিকতার খোজ নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদল ক্লাসিক ধর্মী প্রাচীন ধারাকে সম্পূর্ণরূপে ভেংগে চুরে পাশ্চাত্যের অনুকরনে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হলেন। প্রথম দলে ছিলেন বারুদী, সবরী, শওকী, হাফিজ ইব্রাহীম, নাসিম, আবদুল মালিক, আলীল জুনদী, আলী জারেম, মুহাম্মদ আসমার, মুহাম্মাদ গানীম প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিক। দ্বিতীয় দলের নায়ক আববাস মাহমুদ আল আক্কাদের সহচর ছিলেন মাযিনী, আবু শাদী, ইব্রাহীম নাজী, রামী, আলী মুহাম্মদ ত্বহা, সাহরাতী, স্বায়রাফী প্রমুখ সাহিত্যিকগন[২]। আল আক্কাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী তৎকালীন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং মিসরের অন্যান্য কলেজ সমূহের কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীও তাঁকে সাহিত্য সম্পর্কিত ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। শুধু মিসরে নয় তাঁর সাহিত্য খ্যাতি সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে সিরিয়া, ইরাক, ও লিবিয়ায় তিনি অত্যাধিক খ্যাতিমান ছিলেন। ইরাকের প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক জাফর আল খলীলীও আল আক্কাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন[৩]। এমনকি প্যারিস, আমেরিকা এবং উত্তর আফ্রিকার আরবী ভাষা ভাষী প্রবাসী সাহিত্যিকদের কাছেও তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র।

আববাস মাহমুদ আল আক্কাদের খ্যাতি এভাবেই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

---

(১) আল আইয়্যাম, ৩য় খন্ড, দারুল মারিফ, মিসর, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা - ২০৭-২০৯।
(২) মুহাম্মদ মনদুর, মুহাযারাত ফিশ শিরি মিসুর বা'দা শওকী, মিসর, ১৯৫৫, পৃঃ২১।
(৩) জাফর আল খলীলী, (সম্পাদিত) 'আল হারিক' (মাসিক সাহিত্য পত্রিকা), মে, ১৯৩৬, পৃঃ ৭৬।

A 140096

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য কর্মের মাধ্যম : কর্মজীবন :

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আববাস মাহমুদ আল আক্কাদ দু'একটা ছোটখাটো সরকারী চাকরী করলেও তার স্থায়ীত্ব ছিল খুবই অল্প সময়ের । তিনি সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে সাংবাদিকতার জীবন বেছে নেন এবং এটাই তার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায় । কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে প্রথমতঃ তিনি সাংবাদিক পরে সাহিত্যিক । তাঁর সাংবাদিকতার জীবন শুরু হয় জুরজী যায়দান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত "আল হিলাল" পত্রিকার মাধ্যমে । এই পত্রিকার সংগে তিনি ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি একবার আল হিলাল পত্রিকার সম্পাদক পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন[১] ।

কেবল লেখাকেই যাঁরা জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন হিসেবে গ্রহন করেছেন আববাস মাহমুদ আল আক্কাদ তাঁদের অন্যতম । অপ্রাসংগিক হলেও উল্লেখ করা যেতে পারে যে মিসরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও নাট্যকার তওফিকুল হাকিমও লেখার মাধ্যমে জীবিকার দায়িত্ব গ্রহন করেন । ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস থেকে আইন শাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করে তিনি পরবর্তী সময়ে মিসর সরকারের এটর্নীর পদ গ্রহন করেন, কিন্তু সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে তিনি কেবল লেখাকেই জীবনের ব্রত এবং জীবিকার মাধ্যম হিসেবে গ্রহন করেন । সাহিত্যের সব শাখায়ই তাঁর প্রচুর অবদান রয়েছে । আববাস মাহমুদ আল আক্কাদও এই গৌরবের অধিকারী । এ প্রসংগে আর একজন সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করা যায় যাঁর জীবনের সাথে আল আক্কাদের অনেকটা মিল রয়েছে । ইনিও সম্মানজনক সরকারী চাকরী

---

(১) আল হিলাল, ৩২তম খন্ড, ডিসেম্বর, ১৯২৩, পৃঃ ২৯১ - ২৯৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিত্যাগ করে লেখাকেই জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহন করেন ; নাম ইউসুফ-আস সাবাঈ (জন্মঃ ১৯১৮)। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর লেখার সুত্রপাত হয়। মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায়ই তাঁর রচিত গল্প প্রকাশিত হয়। ইনি মিসরীয় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে নিযুক্ত থাকার পর ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে একটি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন(১)। এবং পরবর্তীকালে চাকরী পরিত্যাগ করে সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

দেখা গেছে কিছু সংখ্যক বীর সিপাহী তাদের সৈনিক জীবনের সাথে সাথে সাহিত্য চর্চাও অব্যাহত রেখেছেন। তাঁরা তাঁদের এ পেশার মাঝে যথেষ্ট সাহিত্যিক উপাদান খুঁজে পেয়েছেন; যার দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে তাঁরা অবিরাম গতিতে সাহিত্যিক তৎপরতা চালিয়ে গেছেন। ফলে তাদের সাহিত্যিক সুনাম সহজেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এ জাতীয় কবি সাহিত্যিকদের লেখায় সাধারনতঃ দেশাত্মবোধও বিদ্রোহী আত্মার প্রতিফলন ঘটে থাকে। উদাহরন স্বরুপ এ প্রসংগে কবি নজরুল, হাফেজ ইব্রাহীম, ইউসুফ আস সাবাঈ ও আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আল আক্কাদ অবশ্যি সেনাবাহিনীতে চাকরী করেননি তবে দেশ-প্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি এতে যোগ দিতে মনস্থ করেছিলেন।

সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিকে আল আক্কাদ মিসরের রাজস্ব মন্ত্রী হাশমত পাশা কর্তৃক "আহাদিয়াল আহলিয়া" বিদ্যালয়ে ধর্ম ও আরবী ভাষার শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। এখানে তিনি দু'জন প্রতিভাবান পন্ডিতের সাহচর্য লাভ করেন। একজন ইব্রাহীম আল মাযিনী অন্যজন আহমদ যাইয়াত। আহমদ যাইয়াতের

---

(১) আদমুদ্দীন, আরবী ছোট গল্প, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা - ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

সাথে বেশী ঘনিষ্টতা না হ'লেও মাযিনী তাঁর সর্বক্ষনের অনুরংগ বন্ধুতে পরিনত হলেন । এসময় বন্ধুদ্বয় ইংরেজী শিক্ষায় সুপন্ডিত, প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক আবদুর রহমান শুকরীর সংস্পর্শে আসেন । এবং তাঁর মাধ্যমে উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে বিশেষভাবে পরিচিত হন ।

এদিকে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক "আদ দাসতুর" পত্রিকার সম্পাদক ফরীদ অজদী ইতিপূর্বেই আল আঁককাদের প্রতিভায় মুগ্ধ হন । তিনি আল আঁককাদকে তাঁর সাথে যৌথ সম্পাদনায় "আদ দাসতুর" পত্রিকাটি প্রকাশের আহ্বান জানালে তিনি তা সানন্দে গ্রহন করলেন । দীর্ঘদিন আল আঁককাদ এই পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন (১) । এর মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শীতা ও প্রজ্ঞা বিকশিত হয়েছিল । অতঃপর আবদুল কাদের হামজা তাকে বিখ্যাত পত্রিকা "আল বালাগের" সাথে জড়িত করেন । আল বালাগ ছিল মিসরীয় "আল অফ্দ্" দলের একমাত্র মুখপাত্র । আর আঁববাস মাহমুদ আল আঁককাদ হলেন এই দলের অন্যতম লেখক ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পুর্বে আল আঁককাদ মিসরে দু'জন সংস্কৃতিবান তেজোদীপ্ত নেতার সন্ধান পেয়েছিলেন । একজন ছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা, যিনি উসমানী খলিফার সাথে সংযুক্ত হয়ে খেদীভ ইসমাইল ছিলমীর সাহায্য করেন । অপরজন মিসরীয় স্বদেশী আন্দোলনের নেতা । যিনি উসমানী ও ইংরেজী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে স্বদেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূরিভূত করে শান্তি কায়েম করতে প্রয়াস পান । প্রথম দলের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন মুস্তফা কামিল, আবদুল আযীয জাবিল, ও রশিদ রেযা আর দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন মুহাম্মদ লুতফী সাঈদ ।

---

(১) কামীর হাশিমী, দিরাসাত ফিল আদাবিল হাদীছ, লিবিয়া, ১৯৭১, পৃঃ ৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

আল আক্কাদ তখন বুঝে উঠতে পারেননি, কোন দলের পক্ষ তিনি অবলম্বন করবেন। কারন দু'দলের উদ্দেশ্য প্রায় একই। পার্থক্য কেবল এই যে,প্রথম দল মিসর তথা গোটা মুসলিম জাহানকে বিদেশী শাসন ও শোষনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে চায়। আর দ্বিতীয় দলের উদ্দেশ্য মিসরের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে তথায় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিসর উসমানী তুর্কী শাসন থেকে মুক্তি পেলে এ দল দুটির রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। এ সময়ে এরা উভয়ই মিসরকে বিদেশী শাসকদের শোষন ও উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করার চেষ্টায় ছিল। আর এ প্রচেষ্টার মূলে ছিল প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক জামালুদ্দীন আফগানীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব এবং অনুপ্রেরণা। ফরাসীদের বিরুদ্ধে তিনি দীর্ঘ আট বছর পর্যন্ত মিসরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চালালে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংগ ফরাসী কর্তৃক প্যারিসে নির্বাসিত হন।

অতঃপর তার শিষ্য মিসরের প্রাক্ত মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু "হিজবুল উম্মা" নামে একটি দলের মাধ্যমে এ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চালিয়ে যান। মুহাম্মাদ আবদুহুর পর আরাবী পাশা এই আন্দোলনের মাধ্যমেই রাজনীতিতে হাতে খড়ি দেন। পরবর্তিকালে সাদ যগলুল পাশা ও অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতৃবর্গ আরাবী পাশার কার্যাবলী দ্বারা অনুপ্রাণীত ও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।(১) আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদও এ দলের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন।

---

(১) খান ও রহমান, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস, ১৯৭৫, পৃঃ ৮২।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে ভবিষ্যৎ মিসরের জাতীয়তাবাদী নেতা সাদ যগলুল, মুস্তফা কামিল প্রমুখ বিভিন্ন দলের মাধ্যমে এ আন্দোলন চালিয়ে যান। যেমন মুস্তফা কামিল "আল ওয়াতুন পার্টি", সাদ যগলুল "আল অফদ পার্টি", আবার কেহ "হিজবুল উম্মা পার্টি" ইত্যাদির মাধ্যমে এগিয়ে চললেন। এ সময় আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ আল অফদ পার্টির পক্ষাবলম্বন করেন এবং বন্ধু সাদ যগলুল পাশা থেকে অনেক সহযোগীতা ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তাঁর চেতনা সঞ্চারী ও দেশাত্ম-বোধক লেখায় মুগ্ধ হয়ে যগলুল পাশা তাকে "আল কাতিবুল জাব্বার" বা পরাক্রম-শালী লেখক উপাধিতে ভূষিত করেন।(১)

এ সময় আক্কাদ যদিও একটি দলের পক্ষাবলম্বন করে দলীয় পত্রিকায় লেখা শুরু করেছিলেন তবুও তাঁকে কোন দলীয় কবি বলে আখ্যায়িত করে তাঁর সাহিত্য-কর্মকে সীমিত করা উচিৎ হবেনা। পরে তিনি অন্যান্য দলের কবি সাহিত্যিক যেমন লুত্ফী সাঈদ, ত্বহা হোসাইন, হোসাইন হাইকাল, আলী আবদুর রাযিক প্রমুখের সাথে সম্মিলিত ভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বপক্ষে অব্যাহত গতিতে মসি চালিয়ে যান। এ সময়ের লেখার মাঝে তাঁর দেশাত্মবোধের অভিব্যাক্তিই উজ্জল হয়ে উঠেছে। অতএব তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যকর্ম দ্বারা তাঁকে দেশ-প্রেমিক ও বিদ্রোহী কবি ব'লে আখ্যায়িত করা যায়। আল অফদ পার্টিতে তাঁর খুব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর একক সাহিত্যিক প্রজ্ঞা সম্পর্কে লোকের ধারনার উপর তিনি উক্তি করেছেন —

"كانوا يقولون انى استطيع ان اجعل الباطل حقا والحق باطلا" -

অর্থাৎ জনগন মনে করতো আমি সাহিত্যিক মন্ত্র দ্বারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যে পরিনত করতে সক্ষম।(২)

---

(১) বাদীর হাশিমী, দিরাসাতু ফিল আদাবিল হাদীছ, লিবিয়া ১৯৬৭, পৃঃ ১১।
(২) -ঐ-

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর ইব্রাহীম মাদকুর, মাহমুদ তাইমুর, ডঃ ত্বহা হোসাইন, ইব্রাহীম আল-আযিনী, ডঃ আহমদ আমীন, আবদুল কাদির মাগরিবী, ডঃ আবদুল ওহাব গারাম প্রমুখ সাহিত্যিকগণ আল আক্কাদের সমসাময়িক ছিলেন । এঁরা সকলেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সংগে জড়িত ছিলেন । আল আক্কাদ ও বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন । কতগুলো মাসিক ম্যাগাজিন যেমন "মুজাল্লাতু মাজমাইল লুগাতিল আরাবিয়া", "আল মুজাল্লাতুত তারিখিয়াতুল মিসরীয়া", "মুজাল্লাতুল মুয়াল্লিমিন জাদীদ" ইত্যাদিতে আক্কাদ নিয়মিতভাবে সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ লিখতেন । শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারনেই বোধহয় তাঁর প্রবন্ধগুলো পত্রিকার প্রথম দু'একটি লেখার মধ্যেই স্থান পেতো ।

এ ছাড়াও তিনি বিশেষভাবে যে সকল পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন তা হলো -

00 আল জারীদাত

00 আল মুয়াইইদ

00 আল আহলী

00 আল আহরাম

00 আল বালাগ

00 আল বালাগুল উসবুইয়া ইত্যাদি ।(১)

---

(১) তাহির তোমিরী, লিডারস ইন কনটেমপোরারী এ্যারাবিক লিটারেচার, আল আক্কাদ প্রবন্ধ, কায়রো ১৯৩০ ।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য কর্ম :

পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতো আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদও তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন প্রথমতঃ কবিতার মাধ্যমে । পূর্বেই বলা হয়েছে তাঁর আসোয়ান গ্রামের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যই তাঁকে কবি হতে সহায়তা করেছে । কবি হিসেবে যে তাঁর খ্যাতি সমধিক তাঁর প্রমান বিধৃত হয়ে আছে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'দিউয়ানুল আক্কাদ' নামক কাব্য সংকলনে ।

তাঁর সংকলিত দিওয়ানের প্রথম-খন্ড প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আর শেষ ... খন্ড প্রকাশিত হয় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে । ইহাই তাঁর জীবনের শেষ-কাব্য সংকলন । (১)

প্রথম (১৯১৬) ও শেষ দিউয়ানের (১৯৫০) মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর আরও কতগুলো কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয় । যেমন জীবনের চল্লিশের কোঠায় গিয়ে যে দিউয়ানটি প্রকাশ করেন তার নাম দেন "অহীল আরবাইন" । তার পরবর্তী কাব্য সংকলনের নাম করন করেন "আ'সীরুল মাগরিব", আর বার্ধক্যের বা জীবনের শেষ লগ্নের কাব্য সংকলনটি "বা'দুল আ'সীর" নামে পরিচিত ।

এই সময়ের মধ্যে তিনি আবার দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়কে সামনে নিয়ে কাব্য রচনা করতে স্থির করলেন যার দ্বারা তিনি সুন্দর, আধুনিক ও অভিনবত্বের দিক দিয়ে শীর্ষস্থানীয় বলে বিবেচিত হতে পারেন । ফলে ভিন্ন ভিন্ন নামে দু'টো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলো ।

---

(১) এনসাইক্লোপেডিয়া অব বৃটেনিকা, ২য় খন্ড, ১৯৭৩ পৃঃ ১৫২ ।

Dhaka University Institutional Repository

— একটা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্জাত "হাদিয়াতুল কারওয়ান" (তিতিরের ধ্যান- ১৯৩৩) অপরটি সুদুর প্রসারী কল্পনা প্রসূত "আবেরু সাবীল" (পথযাত্রী-১৯৩৭)।[১] গ্রন্থকার "হাদিকাতুল কারওয়ান "গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে গ্রন্থখানা রচনা করতে তাঁর বিশ বছর সময় লেগেছে। এতে প্রকৃতির কবি আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ বলেছেন "পাখীর কাকলী শুনে কবি মন যদি পাখীর মনের কথা বুঝতে সক্ষম না হয় তবে সে কি কবিতা লিখবে। ওদের ঐ মধুর ধ্বনীর মাঝেই তো দৈনন্দিন জীবনের হাসিকান্না, দুঃখ বেদনা বিরহ আনন্দ ইত্যাদির আভাস পাওয়া যায়।" আল আক্কাদের "কানযুয যাহাব" (স্বর্ণের খনি) গ্রন্থখানা শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবিদের গীতি কবিতার সমষ্টি। এ অনুদিত গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির কবি অয়ার্ডস ওয়ার্থের "কোকো" (কোকিল) কবিতাটিও স্থান পেয়েছে যেখানে কবি মন প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে গেছে।

<u>কবি হিসেবে আল আক্কাদ</u> :-

আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনে আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ এবং আবদুল কাদের মাযিনীর ভূমিকা ছিল শীর্ষস্থানীয়। সাহিত্যজীবনে এঁরা দু'জনেই একসাথে সমানতালে চলেছিলেন। এবং উভয়ই আধুনিক পদ্ধতিতে কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন[১]।

---

(১) আক্কাদের প্রথম জীবনের কবিতাও প্রবন্ধ সম্পর্কে সারকিস ডিকশনারী, এনসাইক্লোপেডিয়াতেও আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার ক্ষেত্রে আল আক্কাদ ফরাসী অপেক্ষা ইংরেজদের দ্বারাই অধিক প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। আববাস মাহমুদ আল আক্কাদ শেকসপিয়ার, টমাস কারলাইল, ডিকেন্স টেনিসন, বার্নাড শ', উইলিয়ম হাজলিট প্রমুখ ইংরেজ কবি সাহিত্যিক দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তাদের অনুকরনে সাহিত্য চর্চা করেন। ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, শেলী, মিলটন, ক্যান্ট, ব্রাউন প্রমুখ কবিদের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হন[১]। অবশ্যি পরবর্তীকালে তিনি আবার জার্মান রম্য উপন্যাসিকদের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। আরবী কবিতায় তিনি নতুন পদ্ধতির প্রচলন করেন। যেমন ইংরেজদের অনুকরনে তিনিই প্রথম কবিতার আত্যনুরীণ কালনিক সত্বাকে এবং আংগিক সমতাকে উপস্থাপন করেন।

অনেক সমালোচক তাঁকে তার সমসাময়িকদের মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য-পূর্ণ রহস্যময় সাহিত্যিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আববাস মাহমুদ আল আক্কাদের গীতি কবিতা যথার্থ অনুরমুখী অনুভূতি দ্বারা সমৃদ্ধ। ছক বাঁধা রীতি-নীতি এবং গতানুগতিক বিষয়বস্তু দ্বারা উহা ভারাক্রান্ত নয়। আর আল মাযিনীও এই রীতির অনুসারী ছিলেন বলে উভয়ে সম্মিলিত ভাবে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরবী কবিদের কবিতার সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। যার ফল স্বরূপ ১৯২০-১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দুই খন্ডে সমাপ্ত বিখ্যাত সমালোচনা গ্রন্থ "كتاب في النقد الادب لمؤلفيه عباس محمود العقاد وابراهيم عبدالقادر المازني" যা দিউয়ান নামেই অধিক পরিচিত[২]।

---

(১) উমর দাসুকী, ফিল আদাবিল হাদীছ, ২য় খন্ড, পৃঃ ২১৪।
(২) বি.এস.ও.এস. ৪র্থ খন্ড, কনটেমপোরারী এ্যারাবিক লিটারেচার, এ.আর.নীব, পৃঃ ৪৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

য়ালাহ আবদুস সুবুর, আর আক্কাদের কবিতাকে দু'টি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন -

(১) আক্কাদের কবিতায় সমাজের সাংস্কৃতিক চিত্রের সাথে তার ভাবাবেগের মিলন ঘটেছে ।

(২) জীবনকে তিনি অনুভূতি দ্বারা দেখেছেন যে অনুভূতির মাঝে রয়েছে অনাবিল প্রশান্তির উদগ্র বাসনা ।(১)

অন্যান্য কবির ন্যায় আক্কাদের কবিতায়ও কখনও হাসি-আনন্দ, কখনও স্বাধীনতার অমীয় সুখ, আবার কখনও মুক্ত চিন্তা বা আবেগপূর্ণ অনুভূতির অভি-ব্যক্তি ঘটেছে । আবার কখনও বা তিনি প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় মেতে উঠেছেন । তিতির পাখীর করুন সুর যখন নিশাপতির নিস্তব্ধতাকে ভংগ করে বাতাসের ইথারের সাথে মিশে কবির কর্ণে গিয়ে পৌঁছে কবি তখন জীবনের সব চাওয়া পাওয়াকে ভুলে সেই সুরের সাথে একাকার হয়ে যান । মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন কবি-মন তখন গেয়ে ওঠে --

"هل يسمعون سوى صدى الكروان + صوتا يرفرف في الهزيع الثاني" (২)

ওগো তোমরা কি তিতিরের সে অমৃত গান শুনতে পাচ্ছনা
যা রজনীর এ দ্বিপ্রহরে স্বীয় ডানা মেলে দিয়েছে ।(২)

---

(১) বসীর হাশিমী, দিরাসাত ফিল আদাবিল হাদীছ, লিবিয়া, ১৯৬৭ ।
(২) -ঐ- পৃষ্ঠা - ২৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

কবিরা স্বভাবতঃই ভাবুক । আর আল আক্কাদও এই বিশেষণে বিশেষিত । সুজলা সুফলা বিশ্ব প্রকৃতি ও প্রিয়জনকে ছেড়ে তিনি কখনও দূরে যেতে চাননা । কিন্তু যখনই দূরে – অনেক দূরে চলে যাওয়ার চিন্তা তার হৃদয়কে ঘিরে বসে তখনই মন তার এক অব্যক্ত বেদনায় জেগে উঠে – কবি তখন বাস্তবতায় ফিরে এসে গেয়ে উঠেন --

" كل هذا في التراب ؟ + اه من هذا التراب "

অর্থ – রাক্ষসী মৃত্তিকা ওগো – পৃথিবীর সব কিছুই কি তোমার মাঝে
প্রবিষ্ট হবে ? উহ কতইনা নিষ্ঠুর তুমি ! ।

আল আক্কাদ স্বীয় কাব্য সংকলন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "বিজ্ঞতা, অজ্ঞতা, আশা-নিরাশা, ঘৃনা ভালবাসা, সবই আমার কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । ইহা আমার জীবনের বাস্তব চিত্র (১) । এই জিনিষটাই অধিকাংশ আধুনিক কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে অনুপস্থিত ।

আল আক্কাদের মতে আরবী সাহিত্যে বুহতরী ও মুতানব্বীর ন্যায় কবির কাব্যের সুচতুর অনুকারক এবং শেক্সপিয়ারের ও লামার্টিনের কবিতার উত্তম অনুবাদক-এর কোনই অভাব নেই, কিন্তু প্রকৃত সিরিয় ও মিসরীয় কবির সংখ্যা খুবই নগন্য । এজন্যই বিদেশী প্রাচ্যবিদরা বলে থাকেন যে, আরবী সাহিত্যে আধুনিকতা বলতে কোন কিছুই নেই । যেহেতু আল আক্কাদ তা সমর্থন করেন না তাই তাঁকে বিভিন্ন সমালোচকের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে, সত্যই কি আক্কাদের কাব্য তারই জীবনালেখ্য (২) ?

---

(১) দিয়ানুল আক্কাদ, ১৯২৮ কায়রো পৃঃ ভূমিকা ।
(২) আল সিয়াসাহ, ১০ই এপ্রিল ১৯২৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

নাজিবুল্লাহি(১) এবং তাহির খেমিরীর(২) ন্যায় প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের মন্তব্যে জানা যায় যে, আল আক্কাদের কবি কৃতি বিশ্ব বিশ্রুত এবং পৃথিবীর বহু ভাষায় তার কবিতা অনুদিত হয়েছে । তাঁর কবিতার বাক প্রতিমা এবং বর্ণনা কৌশল প্রশংসার দাবী রাখে । এখানে তাঁর "মাযীজ" শীর্ষক কবিতাটি নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত হলো :

ما الحب من محض الصفا قط يا بني والعداء
الحب فيه الخصلتا ن وفيه مزجهما سواء
اصل الصداقة والعدا وة يمزجان لمن يشاء
فيه العطاء والاغتصا ب وقل على الدنيا العفاء (৩)

অর্থ : ভালবাসা কেবলই বন্ধুত্ব নয়, বৎস
আবার বৈরিতাও নয় শুধু
উভয় গুনেরই প্রনয় ঘটেছে প্রেমে
সমপরিমানে
খাঁটি শত্রুতা অংশ নেবে তার -
প্রিয় বন্ধুত্বের সাথেই ।
সমর্পন ও ধর্ষন
খোলা সবার জন্যই
রেহাই পায় খুব অল্পই এ ধরাতে ।

কেবল কাব্য শাখাই নয় আল আক্কাদের অবদানে আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্যান্য শাখাও যে সমৃদ্ধ তা বলাই বাহুল্য । ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু - অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশার ৭৫ বছর সময়কালের মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮০টির ও বেশী(৪) । অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছরে একটির চেয়েও বেশী ।

---

(১) ইসলামিক লিটারেচার (নতুন), ১৯৬০, পৃঃ ১৭৬ ।
(২) লিভারস ইন কনটেমপোরারী এ্যারাবিক লিটারেচার, কায়রো, ১৯৩০ ।
(৩) এ.জে. আরবারী, মডার্ন এ্যারাবিক পইট্রি, লন্ডন, ১৯৫০, পৃ: ৪৪ ।
(৪) এনসাইক্লোপেডিয়া অব বৃটেনিকা, ২য় খন্ড, ১৯৭৩, পৃঃ ১৫২ ।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা এখানে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করছি :

"আল ইনসান ফিল কুরআনিল কারীম"

গ্রন্থটির প্রকাশনা তারিখের কোনো উল্লেখ নেই । তবে গ্রন্থটি যে দারুল হিলাল প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে এটা উল্লেখ করা হয়েছে । "দারুল হিলাল" বলতে আল হিলাল পত্রিকার নামানুসারে যে প্রকাশনা সংস্থা তাকেই বুঝায় । পবিত্র কুরআনে মানুষের মর্যাদা কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে তারই পূর্ণ আলেখ্য গ্রন্থটির পাতায় পাতায় বিদ্যমান । মানুষ আল্লার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব । এই তত্ত্বকে প্রমান করতে গিয়ে মাহমুদ আল আক্কাদ পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত সমূহের উল্লেখ করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমান করেছেন । অপর পক্ষে মনুষত্ব বা মানুষ-এর গুনাবলী বিবর্জিত হলে মানুষ যে আর মানুষ থাকেনা - সে হয় নিকৃষ্ট বা শয়তানের চেয়েও অধম এসব প্রমান ও তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেছেন । অবশ্যি তিনি এই গ্রন্থ রচনায় রশীদ রেযার "তাফসীরুল কুরআনিল হাকীম", মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল কাসেমীর "তাফসীরুল কাসেমী" এবং মাহমুদ ওয়া মুহাম্মদ হামযা ওয়া হাসানাল ওয়াল এর "তাফসীরুল কুরআন" ইত্যাদি গবেষনা ধর্মী গ্রন্থেরও সহায়তা নিয়েছেন প্রচুর ।

মাহমুদ আল আক্কাদের দৃষ্টিভংগী গোড়ামীর উর্ধে; ধর্মীয় গোড়ামী তাকে অন্ধ করে রাখেনি ৷ যেমন অন্ধ করে রাখেনি ডঃ ত্বহা হোসাইনকে । পবিত্র কুরআন যে কেবল মুসলমানদের জন্যই নয় - এতে খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও শিক্ষনীয় অনেক কিছু আছে সে ব্যাপারেও তাঁর শক্ত হাত অসংখ্য যুক্তির অবতারনা করেছে । মুহাম্মদ (দঃ), গৌতম বুদ্ধ ও যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে এ গ্রন্থে তিনি যে তুলনা মূলক আলোচনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রনিধানযোগ্য ।

---

(১) আল ইনসানু ফিল কুরআনিল কারীম, দারুল হিলাল, কায়রো ।

Dhaka University Institutional Repository

"আল ফালসাফাতুল কুরআনিয়াহ"

তর্কবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইত্যাদির পূর্ণ ব্যাখ্যা আল ফাল-সাফাতুল কুরআনিয়া গ্রন্থে বিদ্যমান। এই গ্রন্থ প্রনয়নে তিনি অবশ্যি আল তাবারী (মৃত্যু - ৯২৩খ্রীঃ), জারুল্লাহ যামাখশারী (মৃত্যু- ১১৪৩ খ্রীঃ), আল রাযবাবী (মৃত্যু-১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) প্রমুখ গবেষকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তাছাড়া বর্তমান কালের কুরআন ব্যাখ্যাকারী মুহাম্মদ মহীউদ্দীন আবদুল হামীদ, মুহাম্মদ আবদুল গনী হাসান, ইসমাইল ইবন বাদিরুল কোরেশী আদ্ দামেশ্কী প্রমুখের গবেষনা কর্মের উপরও নির্ভর করেছেন। গ্রন্থটির বিষয় বস্তু হলো - ইসলামী আকিদা বা বিশ্বাসকে সঠিক ও সুন্দর করা এবং সামাজিক জীবনে কুরআনী দর্শনকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা। গ্রন্থখানায় "কুরআনের আলোকে জীবন ও দর্শন" অতি চমৎকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। দর্শন কথাটির তাৎপর্য জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ। সমগ্র বিশ্ব সত্তার স্বরূপ অনুধাবনই দর্শন শাস্ত্রের লক্ষ্য। মানুষ বিশ্ব জগতের তাৎপর্য, মূল্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে চিন্তা করে। এবং পরিকল্পনায় মানব জীবনের তাৎপর্য, মূল্য ও লক্ষ্য কি তা জানার প্রয়াস পায়। বিশ্বের রহস্য, আত্মা ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কেও সে চিন্তা করে এবং আল্লাহর সাথে বিশ্বজগত ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ক উপলব্ধি করে। আরও পরিস্কারভাবে বলতে গেলে দর্শন সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মিলন ঘটায় এবং জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্যের নির্দেশ দেয়।

মুসলীম দর্শন মুসলমানদের চিন্তাধারার দর্শন। মহাগ্রন্থ কুরআন ও হাদীছকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে। পবিত্র কুরআন বিশ্বাসী মানুষের পথ প্রদর্শক। এতে মানব জীবনের সুষ্ঠু ও সুন্দর নিয়ন্ত্রনের আদেশ-নিষেধ রয়েছে। কুরআন মানুষকে কোন কিছুই অন্ধভাবে বিনা বিচারে গ্রহন করতে উৎসাহিত করেনা। বরং এতে পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হয়েছে যে নৈসর্গিক ঘটনাবলী ও ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য জ্ঞানের খোরাক রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীছ শরীফ হযরতের নির্দেশাবলী ও জীবনের ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থন। একে কুরআনের ভাষ্য ও বলা হয়ে থাকে। ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে এ গ্রন্থখানায় অতি চমৎকার ভাবে আলোচিত হয়েছে। বস্তুবাদ, জড়বাদ ও ইসলাম সম্পর্কেও তুলনা করা হয়েছে। এতে লেখকের ব্যক্তিগত মতাদর্শের অতি উত্তম প্রতিফলন ঘটেছে। যার দ্বারা বুঝা যায় লেখক নিজেও কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী একজন মুসলিম দার্শনিক।

আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদের মতে মুসলিম দর্শন নিঃসন্দেহে কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক। কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক আয়াত সমূহ পর্যালোচনা কালে তিনি স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন মুসলিম দর্শন - জীবন ও জগত এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্র নির্দেশ করে জীবনের চরম ও পরম সত্য লাভে সাহায্য করে। এবং জীবনকে চরম সার্থকতায় মহিমান্বিত করে তোলে। অপরপক্ষে তিনি অনৈসলামী কাজ কর্ম এবং ইসলাম বিগর্হিত জীবন ও দর্শনকে জঘন্য বলে ঘৃনা করেছেন এবং শয়তানের সাথে তুলনা দিয়ে গ্রন্থ খানার এক স্থানে বলেছেন -

"كل ما في الدنيا من عمل سوء او فكرة سوء فهو كيد من هذا الشيطان الاكبر المريد" (১)

বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি যেভাবে গ্রন্থখানা প্রনয়ন করেছেন এবং তাতে মানব জীবন রহস্য যে ভাবে ব্যক্ত হয়েছে খুব কম লেখকই পরবর্তীকালে তা অতিক্রম করতে পেরেছেন। আরবী সাহিত্য ভান্ডারে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন।(২)

---

(১) আল ফালসাফাতুল কুরআনীয়া, দারুল মা'রিফ, মিসর, ১৯৫৯ পৃঃ৮।
(২) - ঐ -

Dhaka University Institutional Repository

৩। "আবদুর রহমান আল কাউয়াকিবী"

আবদুর রহমান আল কাউয়াকিবী ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আলেপ্পো শহরে জন্ম গ্রহন করেন এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরন করেন। তিনি একাধারে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক এবং ধর্ম প্রচারক। তিনি রাজনীতি এবং বিপ্লব বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থও প্রনয়ন করেছেন। তিনি ছিলেন সত্যের সাধক। তাঁর ভাষায়, "আমাদের আছে সত্যের বানী যা মুরুভূমি থেকে উৎসারিত। আজ যদি তা বাতাসের সংগে মিশেও যায় আগামীকাল তা থেকে ফল প্রসু কিছু জন্ম নিবে।" আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ এই ক্ষনজন্মা ব্যাক্তির জীবনালেখ্য এমন ভাবে চিত্রিত করেছেন যা আরবী সাহিত্যের গর্বের বস্তু (১)।

৪। "কালাসাকাতুল হুকুম ফিল আস্‌রিল হাদীছ"

গ্রন্থটি ১৯৫০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে বিভিন্ন ধর্মী সরকার গঠনের ব্যাখ্যা আশ্রয় লাভ করেছে। তাছাড়া মিসরের শাসন ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য বিদেশী শাসন ব্যবস্থা যেমন ফরাসী, ক্যানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ইত্যাদি দেশের শাসন ব্যবস্থার তুলনা মুলক আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থখানাকে পুরোপুরি রাজনীতি মূলক গ্রন্থ বলা যেতে পারে। এতে জামালুদ্দীন আফগানী ও মুফতী মুহাম্মদ আবদুহুর সম্পর্কেও আলোচনা স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন বিদেশী রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে তাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তুলনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় মিসরের সরকারী নীতির আলোচনা প্রসংগে তিনি বিশ্বের অন্যান্য সরকারী নীতিরও তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। মিসরের জাতীয় দলের প্রতিষ্ঠাতা মুস্তফা কামাল (১৮৭৪-১৯০৮) সম্পর্কে তিনি যে সব যুক্তির অবতারনা করেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। গ্রন্থটি খুব মূল্যবান - বিশেষ ক'রে রাজনীতি-বিদদের কাছে এটা একটা প্রামান্য দলীল স্বরুপ (২)।

---

(১) আল আক্কাদ, আবদুর রহমান আল কাউকীবি, দারুল মারিফ, মিসর, ১৯৫৯।
(২) কালাসাকাতুল হুকুম ফিল আস্‌রিল হাদীছ, দারুল মারিফ, মিসর, ১৯৫০।

Dhaka University Institutional Repository

৫। "জামীল বুছায়নাতা"

প্রেম কাহিনী মূলক এ গ্রন্থ খানা আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদের অনবদ্য সৃষ্টি। কবি শওকীর "লাইলী-মজনুর" ন্যায় এ গ্রন্থখানায় জামীল ও বুছাইনার প্রেম-কাহিনী, তাদের পারস্পারিক আলাপ আলোচনা, খন্ড খন্ড ঘটনা ইত্যাদি বিষয় গুলো অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবে বর্নিত হয়েছে। এতে বর্ণনার ক্ষেত্রে আবেগের অতিরেক আছে কিন্তু অশ্লীলতা নেই।

লেখক আনুসাংগিকতা, আনুষ্ঠানিকতা ইত্যাদি সব কিছুই উপেক্ষা করে ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে নায়ক নায়িকার নামানুসারেই গ্রন্থের নামকরন করেছেন। হিজরতের প্রথম দিকে ইসলামের বিস্তৃতি কালে প্রেমিক কবি জামীল হিজাজ, সিরিয়া, রোম, পারস্য ইত্যাদি দেশ পরিভ্রমন করে তাদের সভ্যতার সাথে পরিচিত হন। কবি জামীল বিন মিমার বহু প্রেম মূলক কবিতা রচনা করেছেন। মাসয়ুাব বিন যুবাইর এবং আইশা বিনত তুলহার প্রশংসায় ও অনেক কবিতা রচনা করেছেন তিনি। কবি শওকীর কাব্য নাট্য-"লাইলী-মজনুর" সাথে আল আক্কাদের 'জামিল = বুছাইনা' নাটকটির অনেক দিক দিয়েই মিল রয়েছে।

জামীল হিজাযের অধিবাসী। তার মাতা জুয়ান। জামীলের পিতা আভিজাত্য ও প্রাচুর্যের দিক দিয়ে বুছাইনার পিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। পিতার কঠোর দৃষ্টিকে ফাকি দিয়ে জামীল বুছাইনার গৃহে নিশি যাপন করেন। জামীল পিতাকে বিভিন্ন ভাবে বুঝতে চেষ্টা করেন যে বুছাইনা ছাড়া তার পক্ষে জীবন ধারন অসম্ভব। এদিকে বাদশা ঘোষনা করেছেন- জামীলকে বুছাইনাদের গৃহে পাওয়া মাত্রই যেন হত্যা করা হয়। কিন্তু বুছাইনার

Dhaka University Institutional Repository

পিতা জামীলদের সৌর্যবীর্য ও প্রাচুর্য্যের কারনে সর্বদা আতংক গ্রস্থ থাকতেন । এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হওয়ার ভয়ে তিনি জামীলের পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন ।

বুহাইনা ছিলেন পরমা সুন্দরী রমনী । জামীলের সমসাময়িক প্রেমিক কবি উমর বিন আবী রবীয়াহ (৩২-৯৩ হিঃ) এবং আরও অনেকে বুহাইনার রূপের প্রশংসা করেছেন । গ্রন্থকার এ গ্রন্থ খানায় মাঝে মাঝে জামীল রচিত কবিতার অবতারনা করেছেন । জামীল বুহাইনার প্রেম ছিল অতুলনীয় । যেমন আমরা নিকলসন কর্তৃক অনুদিত বুহাইনা সম্পর্কে রচিত জামীলের কবিতায় তার পরিচয় পেতে পারি -

"Oh, might it flower anew, that youth full prime,
and restore to us, Buthayna, the bygone time !
and might we again be blest as we wond to be,
When thy folk were nigh and grudged what thou gavest me !
Shall I ever meet Buthayna alone again,
each of us full of love as a cloud of rain ?
Fast in her net was I when a lad, and till
thisday my love is growing and waxing still.

I have spent my life time, waiting for her to speak,
And the bloom of youth is faded from of my cheek;
But I will not suffer that she may suit deny,
My love remains undying, though all things die ! (1)

---

(1) Literary History of the Arabs, P.P.238.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থখানার এক স্থানে জামীল তাঁর পিতার কাছে তাঁদের প্রেমের ধরন উন্মোচন করেছেন -

"واللّٰه لو قدرت ان امحو ذكرها من قلبي او ازيل سخنا من عيني لفعلت" (১)

"পিতা ! যদি আমার হৃদয় থেকে তার স্মৃতি মুছে ফেলা সম্ভব হতো এবং নয়ন থেকে উত্তপ্ত অশ্রু দূরিভূত করা যেত তবে নিশ্চয়ই আমি তা' করতাম।"

কবি শওকীর "লাইলী-মজনু" নাটকের ন্যায় আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদের এই "জামীল-বুহাইনা" নাটকটির খ্যাতিও বিশ্ব জোড়া। গ্রন্থখানার পাতায় পাতায় আক্কাদের প্রেমিক মনের পরিচয় অতি সুন্দর ভাবে জড়িয়ে আছে।

৬। "আল কিবলাতু"

"আল কিবলাহ্" গ্রন্থখানায় আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদের ধর্মীয় অনুভূতির চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছে। গ্রন্থখানায় তাঁর যুক্তির সপক্ষে তিনি কুরআনের আয়াত উপস্থাপনা করেছেন। কিবলা সম্পর্কিত ঘটনা, উহার পরিবর্তনের কারন, কিবলার গুরুত্ব এবং উহার পবিত্রতা রক্ষা করা মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব -ইত্যাদিই গ্রন্থ খানার বিষয়বস্তু। (২)

---

(১) আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ, জামীল বুহাইনা, দারুল মা'রিফ, মিসর, ১৯৫৪, পৃষ্ঠা - ৩৭।

(২) আল কিবলাতু, দারুল মা'রিফ, মিসর।

Dhaka University Institutional Repository

৮। "আবকারিয়াতুস সিদ্দীক"

আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদের এ গ্রন্থখানায় হযরত আবু বকর (রাঃ) এঁর প্রতিভা এবং মর্যাদা সম্পর্কে অতি উত্তম আলোচনা করা হয়েছে। এতে আবু বকরের (রাঃ) প্রতীভাদীপ্ত জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা গুলোও সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাচুর্য বা ধর্ম সম্পদের অধিকারী না হয়েও তিনি তৎকালীন শেখদের ন্যায় সম্মানিত ছিলেন। অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বহু ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বংশ তালিকা তাঁর মুখস্থ ছিল। সেই বর্বরযুগেও তিনি সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে গভীর চিন্তা করতেন। পূর্ব পুরুষ এবং সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধবদের বাতিল ধর্মকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। বরং তাদের দেব দেবীর স্বরূপ উদঘাটনে অধিক কৌতুহলী হয়েছিলেন। তাঁর অভিভাবক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যখন তাঁকে বলেছে, হে বৎস - এই মূর্তিগুলোই তোমার ও আমাদের প্রভু এবং কল্যান দাতা, এর পূজা অর্চনা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। তখন তিনি বিদ্রুপাত্মক উক্তি প্রকাশ করেছেন এবং তাদেরে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে বিগ্রহ গুলোর কাছে গিয়ে বলেছেন -

"ايها الرب! انى جائع فاطعمنى! وبالطبع لم يستطع الصنم ان يجيب لانه كان تعرف حجر لا يتحرك ولا يضر ولا ينفع".

এমনিভাবে তিনি কখনও বলতেন -

"ايها الرب انى عريان فاكسنى".

অতএব বুঝা যায়, প্রথম থেকেই তাঁর সৃষ্টি কর্তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা ছিল। ফলে রসুল (দঃ) তৌহিদের বানী প্রচার করলেই তিনি নির্দ্বিধায় তা গ্রহন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত আবু বকর (রাঃ) রসুল (দঃ) এঁর বিপদ আপদে ছায়ার ন্যায় অনুসরন করেছেন। রসুল (দঃ) এবং ইসলামের খাতিরে তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতে কুন্ঠা বোধ করেননি। চিন্তা ক্লিষ্ট রসুলকে(দঃ) চিন্তা মুক্ত করার অভিপ্রায়ে নিঃসংকোচে তিনি মাত্র ৬ বছরের আদরের দুলালী মা আয়েশাকে (রাঃ) তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন - ইত্যাদি সকল ঘটনা এবং তাঁর পুত পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে গ্রন্থকার এ গ্রন্থখানায় অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন(১)।

৭। "আবকারিয়াতু মুহাম্মদ"

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গবেষনা সমৃদ্ধ ব্যাখ্যাই গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তু। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যে কেবল মানব শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ মানব এই ব্যাখ্যায়ই লেখক শুধু তৎপর হননি। পবিত্র কুরআন ও হাদিছের আলোকে তিনি মুহাম্মদ (দঃ) এঁর চরিত্রের বিশ্লেষন করেছেন। আরবী সাহিত্যে এ জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা বিরল। হিট্টি, নিকলসন, কারলাইল, মার্গোলিয়থ, ফনক্রেমার প্রমুখ প্রাশ্চাত্য পন্ডিতগণ নবী জীবনীর উপর বহুলাংশে বিকৃত করে যখন অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন তখনও আরবী ভাষায় অনুরূপ কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি।

---

(১) আবকারিয়াতুস্সিদ্দিক, দারুল মারিফ, মিসর।

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ স্বীয় বন্ধু জালমাখিনী এবং আরও অনেকের অনুরোধে নবী জীবনীর উপর গবেষনা মুলক গ্রন্থ লিখতে প্রয়াসী হলেন । যেমন তিনি বলেছেন -

" تساءلون: فما بالنا نشتغ بتمجيد كارليل للنبي؛ وهو كاتب غربي-
لا يفهمه كما نفهمه ولا يعرف اسلام كما نعرفه؛ ثم سألني بعض الاخوان ما بالك انت
يا ملدت لا تضع لقراء العربية كتابا عن محمد (ص) على النمط الحديث " (১)

তিনি একটা আবকারিয়াত সিরিজ রচনা করেন, যেখানে মা আয়েশা (রাঃ) সহ খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন দর্শন সম্বলিত গবেষনা মুলক আলোচনা স্থান পেয়েছে ।

তিনি এ গ্রন্থখানার এক স্থানে নবীজির ব্যাক্তিত্ব ও গুনাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন -

" انه قدأتى بالجديد الناسخ القديم فى كل شئ حتى مسلكات النفوس والاذهان
وهى مزية خالدة لا ينسخ فيها الجديد القديم " (2)

গ্রন্থখানার মুল্যায়ন করতে গিয়ে স্বয়ং লেখক এবং অন্যান্য পন্ডিতগণ বলেছেন, "সবকিছুর উপর মুহাম্মদ (দঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব, পান্ডিত্ব, ব্যাক্তিত্ব ও গুরুত্ব আরোপ করার জন্য, এবং যারা তাঁর সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষন করে তাদের যুক্তি খন্ডন করার জন্য এই একটি মাত্র গ্রন্থই যথেষ্ট"। গ্রন্থকার কুরআন হাদীছ থেকে এবং ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের সিরাত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নবীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেছেন । তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন আদর্শ পথ প্রদর্শক, আদর্শ সৈনিক, রাজনীতিবিদ, নেতা, ধর্ম প্রচারক, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ মানব, ইত্যাদি বিভিন্ন দিক যুক্তি প্রমানের মাধ্যমে অতি উত্তম ভাবে আলোচিত হয়েছে।

---

(১) আবকারিয়াতু মুহাম্মদ - পৃঃ৪-৫
(২) -ঐ- পৃঃ ৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

আল আক্কাদের আবকারিয়াত সিরিজটি পাঠ করলে কুরআন, হাদীছ এবং নবী জীবনী সম্পর্কে গ্রন্থকারের জ্ঞানের পরিধি পাঠকের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায়। গ্রন্থখানায় নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় রসুলে করীমের (দঃ) ভূমিকা সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে আহমদ আমিনের "জাহরুল ইসলাম" আহমদ আল শুরবাসীর "গারিয়াতুল ইসলাম" মুখতার সাবারীর "সাকাহাত মিনাল ইসলাম" প্রভৃতি গ্রন্থে নারীর মর্যাদা যে ভাবে তম্বাত তা আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদেরই প্রভাব বলা যেতে পারে। এমনকি সাম্প্রতিক কালের ডক্টর ত্বহা হোসাইনের "মার আতুল ইসলাম" গ্রন্থটিও আক্কাদের অনুপ্রেরণায় রচিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবেনা। গ্রন্থটি যে আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তা বলাই বাহুল্য।

৯। "আস্-সিদ্দীকা বিনতুস্ সিদ্দীক"

হযরতের প্রিয়তমা স্ত্রী মা আয়েশা ছিলেন খোদা ভীতি ও পবিত্রতম চরিত্রের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন - অতুলনীয়া। রসুল (দঃ) এঁর জীবনের খুটিনাটি ঘটনার সাথে তিনিই ছিলেন সমধিক পরিচিতা। এ কারনেই সীরাত, হাদীছ এবং সাহাবায়ে কেরামদের আত্মজীবনী মুলক গ্রন্থে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) নাম সর্বাধিক উল্লেখিত হয়েছে। আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ তাঁর এ গ্রন্থে সাইয়্যেদাতুল জান্নাত হযরত আয়েশার (রাঃ) জীবনের বিভিন্ন আদর্শ পূর্ণ দিক ও ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরেছেন। তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মই যে ভবিষ্যত-

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম রমনী কুলের জন্য অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত সে কথাও গ্রন্থকারের এ গ্রন্থ খানায় স্থান পেয়েছে ।

আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ গ্রন্থ খানায় প্রথমে "আরবদের দৃষ্টিতে নারী" শীর্ষক আলোচনার মাধ্যমে অতি চমৎকার ভাবে আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) জীবনী উপস্থাপন করেছেন । এ সুনিপুন উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে লেখকের দুর - দৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করে । রসুলের (দঃ) অনুপস্থিতিতে তিনি অতি সুষ্ঠুভাবে আগন্তুক মুসলমানদেরে ধর্মীয় অনুশাসন ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতেন । সে সম্পর্কেও গ্রন্থখানায় আলোকপাত করা হয়েছে । তাছাড়াও লেখক গ্রন্থ খানার শেষের দিকে জালালুদ্দীন সুইউতী রচিত একটি প্রবন্ধ সংযোজন করেছেন । যার দ্বারা গ্রন্থকার পরোক্ষভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি উন্মোচন করেছেন । সুইউতী রচিত এ প্রবন্ধটিতে ইসলামের গুরুত্ব পূর্ণ কয়েকটি বিষয় যেমন নামায, রোজা, হজ্জ, গোসল, জানাযা, ক্রয় বিক্রয়, বিবাহ-তালাক ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে । অমুসলিমদের ইসলামে নারী, বিবাহ, নবীর পারিবারিক জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে সমালোচনার প্রতি উত্তরে ইহা একখানা কার্য-করি গ্রন্থ ।

শেখ মুহাম্মদ আহমদ পানি পথী এ গ্রন্থ খানা "আয়শা (সিদ্দীকা বিনতুস সিদ্দীক)" নামে উর্দুতে অনুবাদ করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

১০।"আছারুল আরাব ফিল হাযারাতিল উরুবিয়্যাহ"

গ্রন্থ খানার বিষয় বস্তুকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় । প্রথমতঃ ইউরোপের উপর প্রাচীন আরব সভ্যতার প্রভাব দ্বিতীয়তঃ আধুনিক আরব রেনেসাঁয় ইউরোপীয়দের প্রভাব ।

মুসলিম ঐতিহ্য তথা জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষা সংস্কৃতির দিক দিয়ে উমায়্যা যুগের শেষার্ধ থেকে সম্পূর্ণ আববাসীযুগ, স্পেনের উমায়্যা যুগ এবং ফাতেমী যুগ বিশ্বের ইতিহাসে অতি পরিচিত ছিল । এ সময় বহু পাশ্চাত্য বাসী মুসলমানদের নিকট থেকে নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার জন্য আরবে আগমন করতেন । অনুরূপ ভাবে শিল্প বিপ্লবের ফলে সর্বত্র যে রেনেসাঁ শুরু হয়েছিল তাতে পাশ্চাত্যেরই ছিল সক্রিয় ভূমিকা । আর এ রেনেসাঁর ফলে ইউরোপীয়গণ আরব দেশে আগমন করে তাদের জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা আরব বাসীকে প্রভাবান্বিত করেন এবং আধুনিকতার সাথে পরিচিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেন । আববাস মাহমুদ আল আক্কাদ মুসলমানদের এই অতীত ঐতিহ্য, ইউরোপের উপর তাদের প্রভাব এবং পরবর্তীকালে আরবদের উপর পাশ্চাত্যের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় গুলো অতি সুন্দর ভাবে এ গ্রন্থখানায় তুলে ধরেছেন ।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথ প্রদর্শক প্রকৃত আরব বাসীকে তিনি স্বতন্ত্র করে দেখিয়েছেন । গ্রন্থখানায় "من هم العرب" (আরব বাসী কারা) বলতে তিনি সেমিটিকদেরে বুঝায়েছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদের এ গ্রন্থ খানাকে আরব ঐতিহ্যের ইতিহাস বললেও অত্যুক্তি হয়না। এ গ্রন্থ খানা তার ঐতিহাসিক দূর দৃষ্টির পরিচায়ক।(১)

উপরোক্ত গ্রন্থ সমূহ ছাড়াও তাঁর প্রতিভা দীপ্তি স্বাক্ষর বর্তমান রয়েছে তাঁর আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ "খুলাসাতুল ইয়ুউমিয়া"তে। গ্রন্থটি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ যে ডঃ ত্বহা হোসাইনের "আল আইয়াম" গ্রন্থের অনুপ্রেরনায় রচিত তা গ্রন্থের নামকরনে বোঝা যায়। গ্রন্থটিতে তিনি নিজের জীবন কাহিনী ছাড়াও তাঁর ঘনিষ্ট সহচরদের জীবনী ও সাহিত্যের আদর্শ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রায় একই ধরনের তাঁর আর একটি গ্রন্থ "মাজমাউল ইহ্ইয়ায়" (مجمع الاحياء)। এই গ্রন্থে তিনি আধুনিক আরবী সাহিত্যের জীবিত লেখকদের সাহিত্যকর্ম, সাহিত্যের আদর্শ এবং অগ্রগতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

সমালোচক হিসেবে আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ ঃ

সমালোচক হিসেবে আল আক্কাদ ছিলেন তৎকালীন আরবের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি। বিভিন্ন সাহিত্য সমাবেশে তিনি কবি সাহিত্যিকদের রচনা সম্পর্কে সমালোচনা করতেন। সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভ থেকেই অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই তিনি কখনও এককভাবে আবার কখনও যৌথভাবে সাহিত্য সমালোচনা শুরু করেন। তাঁর সমালোচনা গ্রন্থ "আদদিউয়ানে" কবি শওকী, মতন কালুতী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে গভীর সমালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া তাঁর পরবর্তী কালের সমালোচনা মুলক প্রবন্ধ গুলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছে।(২)

---

(১) আল আক্কাদ, আছারুল আরব ফিল হাযারাতিল উরুবিয়া, দারুল মা'রিফ, মিসর, ১৯৫২।
(২) আল আক্কাদ "ফুসুল", মা'আদা প্রেস, ১৯২২, পৃঃ ২৯৬।
—আল মুতালায়াত, তিজারিয়া প্রেস, ১৯২৫, পৃঃ ৩১০।
—আল মুরাজা'আত, আমিরিয়া প্রেস, ১৯২৬, পৃঃ ২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

উসতাদ আবদুর রহমান সিদকীর "دیوان من وحی المرأة" নামক গ্রন্থখানা আরবী সাহিত্যের এক অপূর্ব সৃষ্টি। গ্রন্থখানা রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে। আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে মিসরের সাহিত্য সংঘ অফিসে গ্রন্থ খানার সমালোচনা করেন[১]। বিভিন্ন সাহিত্যানুষ্ঠানে তিনি যে ভাষন প্রদান করতেন তা প্রবন্ধ আকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।

সমালোচনার ক্ষেত্রে আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ সাধারনত দুটি নীতি গ্রহন করতেন :

(১) স্বাভাবিকতা

(২) সত্যবাদিতা

আল আক্কাদের মতে কবিদের দ্বারা কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশনার আশা করা যায়না এবং তাঁরা ঐতিহাসিক যথার্থতারও তোয়াক্কা করেনা।

আর এটাই যদি সত্যি হয় তবে কি কবিরা প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিরোধিতা করতে [illegible] [illegible] বা ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করতে পারে[২]? এই নীতিতে তিনি কবি শওকী[৩] আল মানফালুতী[৪] জীবরান খলীল জীবরান[৫] এবং আর রাফিইকে[৬] সমালোচনা করেছেন।

---

(১) মজাল্লাতু মাজমাইল লুগাতিল আরাবিয়া, ১০ম খন্ড, ১৯৫৮।
(২) আল আক্কাদ, আল ফুসুল পৃঃ ২৯০।
(৩) আদ দিউয়ান, ১মখন্ড, পৃঃ৩।
(৪) মুরাজাআত, পৃঃ১৭০।
(৫) আল ফুসুল, পৃঃ৪৫-৪৯।
(৬) তাহত রায়াতিল কুরআন, পৃঃ ৯৪-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ -এঁর মতে আরবী সাহিত্যে সাধু ও চলতি ভাষায় ঐক্য বিধান সম্ভব নয়। বড়জোর প্রথমটাকে সংশোধিত এবং পরের টাকে সহজবোধ্য করা যেতে পারে। প্রত্যেক জাতিরই সাধু ও চলতি ভাষা রয়েছে। মানুষের চিন্তা ও অনুভূতির বিভিন্নতার সাথে সাথে তাদের ভাষারও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। বাড়ীতে ও বাজারে ব্যবহৃত ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় বা রংগ মঞ্চে যথেষ্ট নয়। মঞ্চের ভাষা সাহিত্যিক রূপী হওয়া বাঞ্ছনীয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে আধুনিক গদ্য রীতির-ও পরিবর্তন হয়েছে তবে পদ্যরীতির তেমন কোন পরিবর্তন সূচীত হয়নি। এ ব্যাপারে তিনি হোসাইন হাইকাল ও ত্বহা হোসাইনের সাথে একমত(১)। তাঁর মতে আরবদের অনুকরন পরিত্যাগ করা কেবল ইউরোপীয়দের অনুকরন করাকে আধুনিকতা বলা যায়না।

প্রবন্ধকার হিসেবে আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ :

প্রবন্ধকার হিসেবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর প্রবন্ধ সংখ্যার দিক দিয়ে যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি বিষয়বস্তু, ভাব, ভাষা ইত্যাদির দিক দিয়েও অতুলনীয়। প্রবন্ধকার হিসেবে তিনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে উহার গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে যেত। এমন ক্ষেত্র খুববিরল ছিল যেখানে আল আক্কাদের কলম সমকালীন সমস্যার নিরিখে প্রবন্ধ লেখেনি। তার প্রবন্ধের মধ্যে --

00 কুমতু শাইখান ফি শাবাবী।

00 শাবান ওয়া নিসুকু শাবান।

00 আল আদিবুছ ছাইর।

00 নাহনুল মিস্রীঈন।

00 আল হিলকুছ ছুলাছি।

00 হুকুমাতুন আলমিয়াতুন ইত্যাদি খুবই প্রসিদ্ধ(২)।

---

(১) সাতি বায়নাল কুতুব, পৃঃ ১৪-১৭।
(২) আল হিলাল, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ১৯৫০।

Dhaka University Institutional Repository

আববাস মাহমুদ আল আক্কাদের "মুত্তালা'আত" এবং "সা'ত বাইনাল-কুতুব" গ্রন্থ দুটি তাঁর রচিত প্রবন্ধেরই সংকলন। যার জন্যে তিনি ইসলামী বিশ্বের সীমারেখা পেরিয়ে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক যেমন ম্যাকস নরডো, আনাতল ফ্রান্স প্রমুখ পন্ডিতদের সমালোচনা করেছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে জার্মান দার্শনিক ক্যান্টএর দর্শনকে এমন সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে উপস্থাপন করেছেন যা নিঃসন্দেহে পাঠকদের শ্রদ্ধা ও আনুরিকতা অর্জন করতে সক্ষম (১)।

রচনা বৈশিষ্ট্য ও মতাদর্শ :

আববাস মাহমুদ আল আক্কাদ মূলতঃ সাংবাদিকতাকে কর্মক্ষেত্রের এবং জীবিকার প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহন করলেও তাঁর বিভিন্ন শাখার রচনা গুলো পর্যালোচনা করলে মনে হয় সংগে সংগে তিনি সাহিত্য চর্চাও অব্যাহত রেখেছেন। তাঁর কবিত্ব শক্তি এবং প্রতিভাও যে প্রদীপ্ত তা ইতিপূর্বে তাঁর দিউয়ান প্রসংগে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর শেষ জীবনের কবিতা ও সাহিত্যে ধর্মীয় জীবন ও মূল্যবোধের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতির বর্ণনায় ও তিনি সোচ্চার হয়েছেন অতি মাত্রায়। কখনও দার্শনিক চিন্তাধারা, আবার কখনও জীবন-মৃত্যুর ঐহিক ও পারলৌকিক চিন্তা তাঁর কাব্য ভাবনার বিষয়বস্তু হয়েছে। রাজনীতি এবং শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধেও তিনি উচ্চ কন্ঠ হয়েছেন। তাছাড়া আরও একটি বিষয় লক্ষ্য যোগ্য যে তিনি কবিতার ফর্মের পরিবর্তনে যতটা না উৎসাহী তার চেয়ে বেশী উৎসাহী কাব্য ভাবনার গতানুগতিকতা পরিবর্তন করতে।

---

(১) ইসলামিক রিভিউ, লন্ডন, ১৯৫৫, ডিসেম্বর।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মতে জীবন ও শিল্প পরস্পর অংগাংগিভাবে জড়িত। অশ্লীলতা যেমন শিল্পের জগতে ক্লেদের ভূমিকা পালন করে তেমনি অন্যায় অত্যাচার শোষনও জীবনকে ক্লেদাক্ত করে ফেলে। জীবন তথা শিল্পকে ক্লেদমুক্ত না করতে পারলে শিল্পেরও যেমন স্থায়িত্ব নেই - জীবনও তেমনি অর্থহীন। তিনি বলেছেন, "কতিকর পলায়নী মনোবৃত্তি এবং বিদ্রোহের দাবানল আমার সত্তার বিশ্বাসকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জ্বালা যন্ত্রনা আমার মতাদর্শে নিপতিত। অতএব এই জীবনের কোন অর্থই নেই"[১] কবির এই আত্ম অভিজ্ঞান তাঁর কাব্যকর্মে প্রতিফলিত।

আল আক্কাদকে তাঁর সময়ের আয়না বলা চলে। তাঁর সময়ের সমগ্র আরব জগতের মানস - আলোড়নের একটা নিখুঁত চিত্রের ধারক তিনি। সেই হিসেবে চেতনা গত দিক থেকে তার সমসাময়িক আরব জগতও তাঁকে বলা চলে। কেননা সামগ্রিকভাবে সমকালীন মানুষের অস্তিত্বের সমস্যা তাঁকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দিয়েছিল। এর রূপায়নে এবং সমার্থক নতুন কাব্যিক দিগন্তের খোঁজে তাকে উদ্‌ব্যস্ত হতে হয়েছে। যুগের প্রয়োজন, সময়ের তাগিদ ইত্যাদি বিষয়বস্তুই তাঁর কাব্যের নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে।

"দিউয়ানুল আক্কাদের" ভূমিকায় তিনি তাঁর কাব্য কর্ম তথা সাম্প্রতিক কবিতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারই বিস্তৃতরূপ পরিস্ফুট করেছেন তাঁর অমর সমালোচনা ধর্মী গ্রন্থ ইবনুর রুমী-হাইয়াতুহু ওয়া শিইরুহু তে। নবম শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কবি ইবন-আর-রুমী (৮৩৬-৮৯৬) তাঁর প্রিয় কবি। তাঁর জীবন-

---

(১) আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ, যোলাসাতুল ইয়াওমিয়া, মিসর, ১৯১১, পৃঃ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

-ও কাব্যাদর্শ কবিকে কবিতাধর্মে আকৃষ্ট করেছে । তাই তিনি বেছে নিয়েছেন তাঁর সম্পর্কে আলোচনা ধর্মী গ্রন্থ প্রনয়ন করতে । তার কারন ইবন-আর-রুমীর বিষয়-বস্তু ছিল সংশ্লিত বিষয়-বস্তু । আরব রস মানসের সংগে একাত্ম কাব্যিক উপাদানের উপর নির্ভর করেই তার মানস ভিত্তিক বিদ্রোহের উৎসারন ঘটেছে । তিনি বিষয়ের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন নি, চিন্তার জগতে, ধারনা ও সৃষ্টি কোনের ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন । ফলে অব্যাহত রসবোধে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে ।

আল আক্কাদ নিজে কবি তাই আর একজন কবি ইবন-আর-রুমীকে তিনি চিত্রিত করেছেন তাঁর আদর্শের পূর্ণ কাঠামোতে । নবম শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আরবী সাহিত্যে বহু কবির আবির্ভাব ঘটেছে কিন্তু আল আক্কাদ ইবন-আর-রুমীর কাব্যাদর্শ সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনায় ব্রত গ্রহন করলেন কেন ? এর উত্তরে বলা যায়, ইবন আর রুমী ছিলেন জাগরনের কবি । তিনি প্রত্যাশী মানুষের কারুকারী হয়েছিলেন । এই প্রত্যাশা জীবনের যে দিকেই না স্ফুরিত হয়েছে ইবন-আর-রুমী তার প্রতিই সাড়া দেওয়ার প্রবণতা অনুভব করেছেন(১) । সেই হিসেবে তিনি মুসলমানদের জাগরনের উদগাতা । আর আল আক্কাদের রচনায়ও যে সব মূল্যবোধের পরিচয় বিধৃত; সামগ্রিক ভাবে সে গুলোকে যুগ চেতনা, শ্রেণী চেতনা ইত্যাদি নামে অভিহিত করা যায় - সাধারন ভাবে সে গুলোকে আমরা খেয়ে পরে বেচে থাকা রক্ত মাংশের মানুষের ভালো মন্দ-বোধ, অস্তিত্ব চেতনা ইত্যাদি বলতে পারি ।

---

(১) আল আক্কাদ, ইব্‌ন আর রুমী-হাইতুহু ও ওয়া শি'রুহু, মাকতাবাতুল মা'রিফ বৈরুত, ১৯৫৮, পৃঃ ২০৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল আক্কাদ জাগরনের কবি। তাই তার সামগ্রিক কাব্য কর্মে জাগরনীর গানের ধ্বনীই সবচেয়ে বেশী উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু ছিল স্বাধীনতা ও সত্যবাদিতা। আর এ দুটি বিষয়েরই প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করছিল তখন মিসরীয় জগনণ। কবি আক্কাদের মতে সৌন্দর্য বোধের থেকেই সততা ও স্বাধীনতার উৎপত্তি। সৌন্দর্য প্রেম ছাড়া স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। যে হৃদয় মাতৃভূমির সুশোভিত মনোরম দৃশ্যে আন্দোলিত হয়না। স্বাধীনতা তাদের কাম্য নয়[১]। তার কবিতায় নৈসর্গ প্রীতি ও দার্শনিক তত্ত্বও অনুপস্থিত নয়। তবে রুসাফী, হাফিজ ইব্রাহিম, খলীল জীবরান প্রমুখের কাব্যে যে সুর ধ্বনিত তা থেকে আল আক্কাদ একটু ভিন্ন ধরনের এবং একটু ভিন্ন মতের বইকি।

কবিতা ছাড়া গদ্য রচনায়ও তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বিধৃত। তিনি ঐতিহ্য চেতনা ও স্বাজাত্য বোধের ধারক ও বাহক ছিলেন। তাঁর মতে "Literature and arts are the highest expression of freedom" (2) সাহিত্যের উদ্দেশ্য কেবল আনন্দিত বা আমোদিত করা নয় বরং পাঠকের আত্মচেতনা বোধকে প্রশস্ত করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ[৩]।

বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক কবি কখনও অন্যের লেখার অনুকরন করেনা। প্রকৃতির পেছনেই হয় তাদের সদা বিচরন। একজন লেখকের অবশ্যই শিল্পী মন থাকতে হবে, প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় মনোরম দৃশ্য, অভিনব আত্ম-উপলব্ধি, আনন্দ-বোধ ইত্যাদি হবে যার খোরাক। আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদের মতে সাহিত্যে কেবল সরলতাই শ্রেষ্ঠ শিল্প নয়। সর্বক্ষেত্রে লেখকের ভাষা সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর হওয়া কাম্য নয়[৪]

---

(১) আক্কাদ, আল মুত্বালাআ'ত, পৃঃ৫৪।
(২) বি.এস.ও.এস. ৮ম খন্ড, পৃঃ ৪৫১।
(৩) আল মুত্বালাআ'ত, ১-৯, আলমুরাজাআ'ত, পৃঃ২২।
(৪) আল মুরাজাআ'ত, পৃঃ ১০-১১।

Dhaka University Institutional Repository

আল আক্কাদ স্বীয় সাধনা বলে একটি নতুন সাহিত্য রীতি সৃষ্টি করেন যা সম-সাময়িক আরবী সাহিত্যে অভিনব বলে বিবেচিত। আল আক্কাদের সাহিত্য রীতি অধিক উন্নত মানের। যার গঠন পদ্ধতি অনেকাংশেই পাশ্চাত্য-ধর্মী। যদিও ভাষা কিছুটা সেকেলে তবুও তার রস নিষ্পত্তি পাঠক চিত্তে শৈল্পিক সংবেদনশীলতার অপেক্ষা রাখে। তাঁর মতে "Un adorn statement is not literature; only that is worthy of the name which expresses thought in a garb of beauty and dignity.(1)

আরবী সাহিত্যে গদ্য কবিতা রচনার ক্ষেত্রে আল আক্কাদের নাম শীর্ষস্থানীয়। তিনি তাঁর অধিকাংশ কবিতায় এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সালাহ আবদুস সবুর বলেছেন, আল আক্কাদ এই পদ্ধতি ইংরেজ লেখক টমাস, কারলাইল, হাজলিট্ প্রমুখ লেখক ও সাহিত্যিকদের নিকট থেকে গ্রহন করেছেন।

ইব্রাহিম আল মাযিনী আল আক্কাদের জীবনের সাফল্য সম্পর্কে বলেছেন, "জ্ঞান চর্চায় অবিশ্রান্ত ব্যস্ততা তাঁর কর্মময় জীবনকে এক ঘেয়ে করে রাখতে পারেনি। তাঁর নিরহংকার সরল জীবন, নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধি, পরোপকার-মনোবৃত্তি, দেশাত্মবোধ এবং কর্ম পিপাসা এক আদর্শ মানবতার উজ্জল স্বাক্ষর স্থাপন করেছে।(২) অবশ্যি তিনি ইবন-আর-রুমীর জীবন আলোচনা প্রসংগে আল আক্কাদ সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্যের অবতারনা করেছেন।

আল আক্কাদ ধর্ম পরায়ন ও ইসলামের মূল মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর এ আদর্শ ও মতবাদ তিনি রূপায়িত করেছেন তাঁর শেষ জীবনের গ্রন্থগুলোর পাতায় পাতায়।

---

(1) B.S.O.S. Vol.V, PP-460
(২) আবদুল কাদির আল মাযিনী, "কাবাতুর রিহ" (আল উস্মী ওয়াল গারিবাতুন নাউইয়াত) ইলিয়াস প্রেস, মিসর, ১৯৪৮, পৃঃ ৬২-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিপূর্বে তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ আলোচনায় এ সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোকপাত করা হয়েছে । আল আক্কাদ মানবতাবোধ ও মানব চরিত্রের ব্যাখ্যার অন্বেষন করেছেন আল্লা তায়ালা নির্দেশিত পবিত্র কুরআন ও রাসূলে করীম নির্দেশিত পবিত্র হাদীছের মাধ্যমে । এ প্রসংগে তাঁর অমর গ্রন্থ "আল ইনসান ফিল কুরআনিল কারীম", "আল ইসলাম ফিল করনিল ইশরিন" প্রভৃতির নাম করা যায় ।

প্রত্যেক লেখকের রচনায় তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের লক্ষন পরিস্ফুট । আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদের রচনাও এই নিয়মের অনুর্ভুক্ত । তিনি রাজনীতি এবং সমাজ সেবামূলক কাজেও অংশ গ্রহন করেছেন । সমাজ সংস্কার- মূলক কতিপয় সংস্থারও সভ্য ছিলেন তিনি [১]।

এ প্রসংগে আসোয়ান উন্নয়ন সমিতির নাম করা যায় । আর এসব শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন আবদুর রহমান কাওকাবী,"জামাল উদ্দীন আফগানী, প্রমুখ সমাজ সংস্কারক ও ধর্মীয় নেতাদের কাছ থেকে । "আবদুর রহমান আল কাউয়াকিবী" গ্রন্থ-টিতে তিনি আল কাউয়াকিবীর জীবন চিত্র যেভাবে অংকিত করেছেন তাতে তাঁর নিজস্ব মানস গঠনের পরিচয়ও পাওয়া যায় । মোটকথা তিনি যে আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর লেখায় এবং চরিত্রে তা মূর্তমান ।

---

(১) আল হিলাল, ৩৮তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯২৯,পৃঃ১৪০-১৪১ ।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে তার আগ্রহ ছিল আশাতীত । তাই বলে দেশের সুলতান কিংবা উচ্চ পদস্থ মন্ত্রী হওয়ার লোভ তাঁর কোনো কালেও ছিলনা । তাঁর দাবী ছিল ন্যায়ের দাবী এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিষ্ঠার দাবী । এবং এ কারনে তাঁকে যন্ত্রনাও কম ভুগতে হয়নি । নাতশীজম, কমিউনিজম এবং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তার কণ্ঠ ছিল সোচ্চার । যার ফলে তাঁকে কারাবরনও করতে হয়েছিল । ১৯৩০-৩১ সালে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং পরে মুক্তিলাভ করেন [১] । রাজনীতিতে যে তাঁর অনুরক্তা ছিল তা তাঁর অমর গ্রন্থ "কালাসাইতুল হুকুম ফিল আসুরিল হাদীছ" পড়লেই অনুধাবন করা যায় ।

আল আক্কাদের ভাষা ব্যবহার ও রচনারীতি :

প্রত্যেক লেখকই তাঁর অভিজ্ঞতাকে ভাষা দেন, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের সাহায্যে তাকে অভিব্যক্তিময় ও আকর্ষনীয় করে তোলেন । আল আক্কাদের ব্যাপারেও এর ব্যতিক্রম নেই । সর্বপ্রথম তাঁর কবিতার ভাষা, ছন্দ ও রচনারীতির কথাই ধরা যাক । কবিতা শুধু ছন্দ দিয়ে রচিত হয়না, কবিতার জন্যে ভাব এবং বক্তব্যেরও প্রয়োজন ; হয়তো সে ভাব অস্পষ্ট, অনভিব্যক্ত কিংবা জটিলতা আক্রান্ত হতে পারে, হতে পারে ম্লান ও ধুসর ; কিন্তু কবিতা রচনার জন্যে কোনো না কোনো ভাব বা বক্তব্য অবশ্যই চাই ।

সব কবিই বক্তব্য বা ভাষা প্রকাশের জন্যে শব্দ ও ছন্দের আশ্রয় গ্রহন করেন । এমনকি সাধ্যমত উপমা-উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টির প্রয়াসেও নিবেদিত হতে দ্বিধা করেন না ।

---

(১) এনসাইক্লোপেডিয়া অব বৃটেনিকা, নতুন সংস্করন, দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৭৩, পৃঃ১৫২-এ।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু কবিতা সৃষ্টির যে রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক শক্তি তা কি শুধু শব্দ, ছন্দ এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষা রচনার ক্ষমতা আয়ত্বে আনার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব ? না, এর জন্য অধিক কিছু প্রয়োজন ? শব্দ প্রয়োগ, ছন্দ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষা রচনায় অনেকেই প্রশংসনীয় পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারেন । কিন্তু সবার পক্ষেই সত্যিকার শিল্প সার্থক কবিতা রচনা করা সম্ভবপর হয়না । কারন শব্দ, ছন্দ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা এর কোনটাই একক বা আলাদা ভাবে কবিতা নয় । কবিতার আবশ্যিক অংশ মাত্র । কবিতা বস্তুতঃ এ সবের সমন্বয়ী শিল্প-রূপ এক ধরনের অভিনব শিল্প-সৃষ্টি ।

আল মাহমুদের এই শিল্প সৃষ্টির দিকে ঝোকতো ছিলই তদুপরি তিনি ভাষা ব্যবহারের দিকেও ছিলেন পুরো মাত্রায় সজাগ । সাধারন ভাবে ভাষা অর্থে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষা - যা তার আত্ম-প্রকাশের, মনোভাব জ্ঞাপনের এবং আদান প্রদানের অবলম্বন, তাই বোঝানো হয়ে থাকে । কিন্তু কবিতার আলোচনায় যে শব্দ বা শব্দ সমবায়ে গঠিত ভাষার প্রসংগ আসে তা শুধু প্রতি দিনের এই ব্যবহৃত ভাষা-ই নয় - বরং ব্যবহৃত-অব্যবহৃত, কৃত্রিম-অকৃত্রিম, সচল-অচল, আভিধানিক-আটপৌরে ইত্যাদি সব কিছুই অন্তর্গত হয় । কারন কবি শব্দ আহরন, ভাষা নির্মান কিংবা প্রচলিত ভাষার ব্যবহারে শুধু সচল জীবন ধারারই আশ্রয়ী হয়না, অধিকন্তু মৃত ভাষার শব্দ সম্ভারের ভান্ডারেও হাত পাতেন, অভিধানের আশ্রয় নেন । কবিতার ভাষা বিচার ও প্রকৃতি নির্ধারনে যে বিষয়টি প্রাথমিক গুরুত্ব-পূর্ণ তা হলো কবির শব্দ আহরন ও ব্যবহার প্রবণতা এবং কাব্য বিন্যাসের বিশেষ রীতি-

Dhaka University Institutional Repository

-তংগীর প্রতি স্বকীয় দান। কবির শব্দ আহরণ ও বিশেষ ব্যবহার প্রবণতার মূলে কাজ করে তাঁর স্মৃতি, শ্রুতি, অভিজ্ঞতা, অধীত জ্ঞান, ইতিহাস - ঐতিহ্যবোধ এবং যে পরিবেশে তাঁর জন্ম তার অনস্বীকার্য প্রভাব • ।

আল আক্কাদের কবিতার ভাষা বিচার ও তাঁর শিল্প রূপের পরিচয় নিতে গেলে লক্ষ্য করা যাবে যে, কৈশোর কালে কবিতা রচনায় আক্কাদ যে বিশেষ শব্দ আহরণ প্রবণতা ও ব্যবহার কৌশলকে তাঁর রচনায় স্বাক্ষরিত করেছিলেন, পরবর্তীকালের কাব্য সাধনায় ও তার প্রভাব একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। কারন, আল আক্কাদ তাঁর কবিতার উপজীব্য বিষয় যেমন জীবন থেকে আহরন করেছেন তেমনি তার প্রকাশের ভাষার আদলও তিনি খুঁজে নিয়েছেন বৃহত্তর সমাজ জীবন ও নিজস্ব সমাজ - পরিবেশ থেকেই। কারন আল আক্কাদ নিজেই অকুণ্ঠ চিত্তে এক জায়গায় স্বীকার করেছেন যে,"তাঁর কাব্যে রয়েছে একই সংগে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা এবং প্রেম-বিরহ ----- অর্থাৎ সমাজেরই প্রতিচ্ছবি - "।(১)।

ষষ্ঠ শতাব্দীর সাব'আ'মুয়াল্লাকা থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত আরবী কবিতার গঠন রীতিতে যে একঘেয়েমিতা চলে আসছিল - অর্থাৎ কাব্য-গঠনে যে কাসীদা-পদ্ধতি চালু ছিল আল আক্কাদের আ শার পর তার যে কিছুটা পরিবর্তন না ঘটেছে এমন নয়। তা তাঁর 'দিউয়ান' এবং আলোচনা ধর্মী গ্রন্থ 'ইবন-আর-রুমী হাইয়াতুহু ওয়া শি'রুহু' প্রভৃতিতে স্পষ্ট। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল আক্কাদ কবিতার বিষয়বস্তু এবং শিল্পকর্মের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন অধিক মাত্রায় এবং সেখানে সম-সাময়িক সমাজ চিত্রও রয়েছে স্পষ্ট ভাবে।

---

(১) দিওয়ানুল আক্কাদ (১৯২৮) ভূমিকা ।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল আঁকবাদ বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে পড়াশুনা করেছিলেন প্রচুর - শেকসপীয়ার, হোমার প্রমুখ বিশ্ব-বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের রচনা তিনি যেমন পাঠ করেছিলেন তেমনি তাদের অনুশীলনও করেছিলেন। তবুও এক শ্রেণীর সমালোচক তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন। তাঁদের সমালোচনার মূল ছিল আল আঁকবাদের কবি কর্মের বিষয়বস্তুর উপর - শিল্পের উপর নয়। তাঁদের বক্তব্য, 'আল আঁকবাদ যে দাবী করেন তাঁর কবিতায় সমসাময়িক সমাজ চিত্র প্রতিফলিত, এটা কি সত্যি ? কবি যে যুগের, যে সময়ের, সে সবের প্রতিফলন তার রচনায় ঘটবে তাতে বিচিত্র কি ? তাই বলে একজন কবিকে গোটা সমাজের ধারক ও বাহক একথা ঠিক নয়।'(১)

যাহোক, ভাব, ভাষা ও ছন্দ - এই তিনটাই হচ্ছে কবিতার অপরিহার্য উপাদান। এই তিনের একাত্ম সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই কবিতার শিল্পরূপ গড়ে উঠে - কবিতার প্রাণ হয় সুপ্রতিষ্ঠিত। আল আঁকবাদের সামগ্রিক কাব্য প্রচেষ্টায় এই তিনটি বস্তুরই সমাহার লক্ষ্য যোগ্য এবং শিল্পগুনে ও বিষয় বস্তুতে তাঁর কবিতা যে কালোত্তীর্ন তা বলাই বাহুল্য। কবিতা ও গদ্য রচনা যেমন দুই দিগন্তের পরিচয় বাহী তেমনি আল আঁকবাদের কবিতা ও গদ্য রচনা দুইটি দিকে চিহ্নের সূচনা করেছে। তাঁর কবিতার ভাষা এবং গদ্যের ভাষা সম্পূর্ন ভিন্নমুখী। তাঁর রচনার মধ্যে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, স্থায়ী সাহিত্যকর্ম ইংগিতময় বাস্তবতার ভিত্তির উপরেই সম্ভব। ব্যক্তিগত দৃষ্টি ভংগী দিয়ে শিল্পকে এমনভাবে সুগঠিত করতে হবে যাতে থাকবে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভংগীর বৈজ্ঞানিক সংকেত। তাছাড়া তিনি মানুষের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন, তার অস্তিত্বের গুরুত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে রূপকারের কাছে গল্পের বিষয়বস্তু ও আংগিক দুয়েরই সমান গুরুত্ব থাকা উচিৎ। কারন এ দুয়ের সংগত সম্মেলনেই শিল্পের সার্থকতা এবং বৈপরিত্যে বিফল প্রয়াস।

---

(১) আল সিয়াসাহ, ১০ই এপ্রিল, ১৯২৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল আঁক্কাদ বিদেশী ভাষা বিশেষ করে ফরাসী ভাষায় ছিলেন অধিক ব্যুৎপন্ন এবং এ কারনেই তার ভাষায় ফরাসী, ইংরেজী, ইত্যাদির সংমিশ্রন লক্ষ্য করা যায়। তার প্রায় প্রত্যেকটি গদ্য রচনায়ই ফরাসী ভাষার ব্যবহার রয়েছে। শুধু ভাষা ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হননি - প্রত্যেকটি ফরাসী শব্দ ব্র্যাকেট করে ব্যবহার করেছেন এবং তা আরবীতে উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আরবী ভাষায় বিদেশী শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আঁব্বাস মাহমুদ আল আঁক্কাদের সাথে মনে হয় অন্য কারো তুলনা হয়না। এ প্রসংগে তাঁর "আছারুল আরাব ফিল হাযারাতিল উরুবিয়া" গ্রন্থখানা উজ্জল নিদর্শন। এখানে গ্রন্থখানার দু একটা পংক্তি উদাহরন স্বরুপ পেশ করা হলো যেমন -

فان الاسماء العربية باقية بلفظها في التسميات الفلكية الاوربية سواء في الاسماء الكواكب والنجوم او المدارات والمصطلحات ومن مثات هذه المفردات نكتفي بالقليل للدلالة على الكثير كالطرف "Altaret" وكرسي الجوزاء "Crusa"، والكف "Caph" والارنب "Arnab"، و العرقوب "arkub"، والسمت "Azmuth"، والوزن "wezen"

ইত্যাদি শব্দগুলোর অনুবাদ ছাড়াই তিনি পুর্ব অবস্থায় রেখে দিয়েছেন।[১] এমনিভাবে তিনি Sunday, Monday, Tuesday কে سنداى ، منداى ، تيوزداى ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

এ গ্রন্থখানা ছাড়াও তাঁর "আবদুর রহমান আল কাওয়াকিবী", "ফালসাফাতুল হুকুম ফিল আঁসুরিল হাদিছ" ইত্যাদি গ্রন্থের রচনা রীতি দেখলেই এ প্রসংগে ধারনা পরিস্কার হয়ে যাবে। অবশ্যি এজন্য তিনি বহুবার সমালোচনারও সম্মুখীন হয়েছেন। প্রসংগত ডক্টর তুহা হোসাইনের নাম করা যায়। ডক্টর তুহা হোসাইন আরবী ভাষায় বিদেশী শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিলেন না। তাঁর মতে "আরবী ভাষায় বিদেশী শব্দের ব্যবহার সুন্দরী -

---

(১) আল আঁক্কাদ, "আছারুল আরাব ফিল হাযারাতিল উরুবিয়া, দারুল মাঁরিফ, মিসর, পৃঃ ৫৩-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

রমনীর দেহে কত চিহ্ন সুন্দর।[১] আল আক্কাদ অবশ্যি এ প্রতিবাদের ঘোর আপত্তি করেছেন আল হিলাল পত্রিকায়।[২] আল আক্কাদের মতে যে সব বিদেশী শব্দ নিজেদের ভাষার সংগে পরিচিত এবং ব্যবহার করলে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়না তা গ্রহন করতে আপত্তি কিসের ?

শুধু ডক্টর ত্বহা হোসাইন কেন তৎকালীন লেখক মুস্তফা সাদিক রাফেয়ী, সালামা মুসা প্রমুখ সাহিত্য সমালোচকও আল আক্কাদের সাহিত্য কর্ম ও ভাষা নিয়ে সমালোচনার ঝড় তোলেন। তাঁদের মতে আল আক্কাদ যে শুধু বিদেশী ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতি তাই নয় তাঁর রচনায় এইচ. জি. ওয়েলস, হোমার, শেকসপেয়ার প্রমুখের প্রভাবও পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। এ সম্পর্কে 'আল হিলাল' 'আল সিয়াসাহ', 'আল আদাব' 'আল আদীব' 'আল কুল্লিয়াত', 'আল আকসাম' প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকায় কয়েক বছরের আলোচনার সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। সালামা মুসা এবং মুস্তফা সাদিক রাফেয়ী এ ব্যাপারে অগ্রনীর ভূমিকা পালন করেন।[৩]

আবদুল করিম জার্মানুস বলেন, আমার মতে আল আক্কাদ ছিলেন মিসরের শ্রেষ্ঠ পন্ডিত এবং অন্যতম প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিরাট সংখ্যক রচনা লিখে নিজেকে একজন প্রকৃত এবং সুযোগ্য লেখক হিসেবে প্রমান করেছেন।

আবার কোনো কোনো সমালোচক আল আক্কাদকে আধুনিক আরবী সাহিত্যের অগ্রবর্তী লেখক বলতে অস্বীকার করেছেন। অবশ্যি তিনি নিজেও তাঁর দুটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সমসাময়িক লেখক আবদুর রহমান শুকরীই আধুনিক আরবী সাহিত্যের পতাকা বাহক।[৪]

---

(১) ডঃ ত্বহা হোসাইন, আল আদীব, (মিসর ১৯৬৪) পৃঃ ২৭।
(২) আল হিলাল, ফেব্রুয়ারী - ১৯২৭, পৃঃ৩৯৮।
(৩) সালামা মুসা এবং রাফেয়ীর প্রবন্ধ আল হিলালের ডিসেম্বর ১৯২৩-পৃঃ২৯১-২৯৫ -ফেব্রুয়ারী - ১৯২৭ - পৃঃ৩৯৮, নভেম্বর ১৯২৭ - পৃঃ৪৬, ডিসেম্বর ১৯২৯ -পৃঃ১৪০ ইত্যাদি সংখ্যায় দেখা যেতে পারে।
(৪) "সাআত বাইনাল কুতুব" এবং "মুরারাউ মিসর ওয়াবি য়াতুহুম" এর ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ের বিভিন্ন পত্রিকায় ডক্টর তুহা হোসাইন, সালামা মুসা, মুসুফা সাদিক রাফেয়ী প্রমুখ কবি সাহিত্যিক ছাড়াও মনসুর বে ফাইমী, ডঃ আহমদ আমীন, ডঃ আহমদ যয়্যাত, মুসুফা রাযীক প্রমুখ পন্ডিত বর্গের সমালোচনাও প্রকাশ হয় । সেখানে একদিকে যেমন আল আক্কাদের রচনার তুমুল প্রশংসা করা হয় অপর দিকে তাঁর সাহিত্য কর্মের তীব্র সমালোচনাও করা হয় । তবে তাঁদের সমালোচনার সার বস্তুর মধ্যে যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা এই যে, আল আক্কাদ ছিলেন আধুনিকতার পক্ষপাতি এবং ইসলামী ঐতিহ্যের পূর্ণরূপ তাঁর সাহিত্যে চিত্রিত ।

শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিকদের ন্যায় তিনিও স্বীয় সাহিত্য কর্মের জন্য মৃত্যুর পূর্বে রাষ্ট্র কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন । এই সনাম ধন্য বিখ্যাত মিসরীয় কবি ১৯৬৪ সনের ১২ই মার্চ ৭৫ বছর বয়সে নিজ গৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । এ প্রসংগে রয়টার পরিবেশিত পাকিস্তান অবজারভারের সংবাদটি হুবহু উদ্ধৃত হলো -

"Eminent Egyptian Writer Dead"

Cairo, March, 12 :- "Wellknown Egyptian writer, Abbas Mahmud El 'Aqqad, died at his home today, aged 75, reports Reuter.

A self taughtman, he wrote about 80 books, and his best known were a series of biographies including those of the Prophet Muhammad and Jessus Christ.

He died following three weeks abdominal ailment - the first in his life.

Last year Mr. 'Aqqad was awarded the State Prize for literary achievements. He will be buried in his home town, Aswan, tomorrow."

Pakistan Observer, Dacca 13.3.64.

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষা ও সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম উন্নত ভাষা ও সাহিত্য। আইয়্যামে জাহিলিয়া (৫০০ - ৬১০) আইয়্যামে ইসলামিয়া (৬১০ - ৭৫০), আব্বাসীয় যুগ (৬৫০-১২৫৮) এবং রেনেসাঁ পূর্ব যুগ অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কাল থেকে শেষ-রেনেসাঁ যুগ বা আন নাহ্দা পর্যন্ত আরবী সাহিত্যের যে গতানুগতিক ধারা চলে এসেছিল সেই গতানুগতিক ধারায় যাঁরা পরিবর্তন সাধন করেন আ'ব্বাস মাহমুদ আল আ'ক্কাদ তাঁদের অন্যতম। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গবেষণা প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আল আ'ক্কাদের বিচরণ ছিল। তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন জাগরণী ও সৃষ্টি ধর্মী ভূমিকা নিয়ে - পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে নয়। আরবী সাহিত্যকে নবতম রূপে রূপায়িত করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। এবং এ ব্যাপারে তিনি সফল-কামও হয়েছিলেন পুরোমাত্রায়। তাঁর সামগ্রিক প্রচেষ্টা যে আরবী সাহিত্যকে আধুনিকতার স্বর্ণ তোরনে পৌঁছে দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। যতদিন আরবী ভাষা ও সাহিত্য থাকবে ততদিন আ'ব্বাস মাহমুদ আল আ'ক্কাদের নাম সাহিত্যের আকাশে উজ্জল জ্যোতিষ্কের মতো চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

-------0-------

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট :-

আল আক্কাদের রচিত গ্রন্থাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা—

১। খুলাস্বাতুল ইয়ওমিয়্যাহ (১৯১১),

২। মাজমাউল এহইয়া,

৩। আশ-শুযুর,

৪। দিউয়ানুল আক্কাদ (৪ খন্ডে সমাপ্ত একখানা গ্রন্থ) ১৯২৮।

৫। আদ দিউয়ান (কিতাবুন ফিন নাক্দি ওয়াল আদাবি লি মুয়াল্লিফাইহে আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ ওয়া ইব্রাহীম আবদুল কাদির আল মাযিনী) ১৯২১।

৬। আল ফুসুল (১৯২২),

৭। আল মুতালাআত,

৮। আল মুরাজায়াত ফিল আদাবে ওয়াল ফুনুন,

৯। আল সাআত বাইনাল কুতুব,

১০। ইবনুররুমী হাইয়াতুহু ওয়া শি'রুহু, ১৯৩১।

১১। শুআরাউ মিসূর ওয়া বিআতুহুম ফিল জিলালিলমাযী (১৯৩৭),

১২। সারাহ (উপন্যাস) ১৯৩৮,

১৩। সা'দ যগলুল (১৯৩৬),

১৪। ফালাসাফাতুল হুকুম ফিল আসূরিল হাদীছ (১৯৫০),

১৫। অহীয়ুল আরবাইন (দিউয়ান),

১৬। আআসীরুল মাগরিব,

১৭। বা'দাল আআসীর (১৯৫০)

Dhaka University Institutional Repository

১৮। হাদিয়াতুল কারওয়ান (১৯৩০)

১৯। আবিরু সাবীল (১৯৩৭)

২০। আল কানযুল যাহব,

২১। তার জামাতুশ শায়ত্বান,

২২। আলাল আছির,

২৩। আবকারিয়াতু মুহাম্মদ (১৯৪২)

২৪। আবকারিয়াতুস্ সিদ্দীক,

২৫। আস্ সিদ্দীকাহ বিনতুস্ সিদ্দীক,।

২৬। আল কিবলাতু,

২৭। আছারুল আরাব ফিল হাযারাতিল উরুবিয়াহ (১৯৫২),

২৮। আল ইসলামু ফিল করনিল এশরীন (১৯৫৩),

২৯। জামীল বুছাইনাহ (১৯৫৩ নাটক),

৩০। আল ফালসাফাতুল কুরআনিয়াহ (১৯৫৯),

৩১। আবদুর রহমান আল কাউয়াকিবী (১৯৫৯),

৩২। আল ইনসান ফিল কুরআনিল কারীম,

৩৩। জর্জ বার্ণাড শ',

৩৪। মিরা জুল শি'র,

৩৫। মুকাদ্দমোতু বালাগাতিল আরাব ফিল করনিল এশরীন।

৩৬। মুকাদ্দামাতুল গিরবাল,

৩৭। রিউয়াইয়াতু কামবীজ ফিল মিযান, কায়রো, ১৯০১, ইত্যাদি গ্রন্থ ছাড়াও জুরজী যায়দান সম্পাদিত মাসিক আল হিলাল পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ ও মুসুফা সাদিক রাফেয়ীর মাঝে পারস্পরিক বিতর্কমূলক সাহিত্যিক যুদ্ধ নিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

-ঃ গ্রন্থ ঃ-

(১) আহমদ হাশেমী, সাইয়েদ — জওয়াহিরুল আদাব, ২য় খন্ড, কায়রো, ১৯৫৭ ।

(২) আলীল জুনদী, উসতাদ — আল মুখতার মিন শিরিল হাদীছ, মিসর, ১৯৫৭ ।

(৩) আহমদ আমীন — ফায়যুল খাতীর, কায়রো, ১৯৪০ ।

(৪) -ঐ- — ফাজরুল ইসলাম, মিসর, ১৯২৮ ।

(৫) -ঐ- — যুহান ইসলাম, মিসর, ১৯৩৩ ।

(৬) -ঐ- — শিমাল আফ্রিকা, দারুল মারিফ, মিসর ।

(৭) আহমদ পানি পথী, শেখ মুহাম্মদ-আয়েশা(রাঃ) বুকল্যান্ড, লাহোর, ১৯শে জুন, ১৯৫৭ ।

(৮) আদমুদ্দীন, আবুল কাশেম মুহাম্মাদ - আরবী ছোট গল্প, ঢাকা, ১৯৬৪ ।

(৯) আল আক্কাদ, আববাস মাহমুদ - আল ইনসান ফিল কুরআনিল কারীম, কায়রো ।

(১০) -ঐ- — আল ফালসাফাতুল কুরআনিয়া, মিসর, ১৯৫৯ ।

(১১) -ঐ- — আবদুর রহমান আল কাউয়াকিবী, মিসর, ১৯৫৯ ।

(১২) -ঐ- — ফালসাফাতুল হুকুম ফিল আসুরীল হাদীছ, মিসর, ১৯৫০ ।

(১৩) -ঐ- — জামীল বুহাইনাহ, মিসর, ১৯৫৪ ।

(১৪) -ঐ- — আল কিবলাতু, মিসর ।

Dhaka University Institutional Repository

(১৫) আল আঁককাদ, আঁববাস মাহমুদ- আঁবকারিয়াতু মুহাম্মদ (দঃ),
দারুল মাঁরিফ বিমিসর, ১৯৪২।

(১৬) -ঐ- আঁবকারিয়াতুশ্ শ্বিদ্দীক।
দারুল মাঁরিফ বিমিসর, ১৯৪২।

(১৭) -ঐ- আশ্ শ্বিদ্দীকা বিনতুশ্ শ্বিদ্দীক, -ঐ-।

(১৮) -ঐ- আল কুসুল, সা'দা প্রেস, কায়রো, ১৯২২।

(১৯) -ঐ- আল মুতালায়াত, কায়রো, ১৯৪৪।

(২০) -ঐ- আল মুরাজায়াত, কায়রো, ১৯২৬।

(২১) -ঐ- আদ দিউয়ান, প্রথম খন্ড, মিসর।

(২২) -ঐ- খুলাস্বাতুল ইয়ওমিয়া, মিসর, ১৯১১।

(২৩) -ঐ- ইবন্ আর রুমী,- হাইয়াতুহু ওয়া শিঁরুহু,
বৈরুত, ১৯৫৮।

(২৪) -ঐ- সাঁত বাইনাল কুতুব, মিসর।

(২৫) -ঐ- আছারুল আরাব ফিল হাযারাতিল উরুবিয়া,
মিসর, ১৯৫২।

(২৬) -ঐ- আল ইসলামু ফিল কারনিল এশরীন,
কায়রো, ১৯৫৩।

(২৭) -ঐ- দিউয়ানুল আঁককাদ, কায়রো, ১৯২৮।

(২৮) আঁলী আহমদ বাকতীর, উসতাদ- মুহাযারাত ফি ফান্নিল মাসরাহিয়া,
কামালিয়া প্রেস, কায়রো, ১৯৫৮।

(২৯) ইউসুফ আসাদ দুগীর মাস্বাদিরু দাররাসিল আদাবিয়া,
বৈরুত, ১৯৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

(৩০) ইউসুফ আল সাবাঈ — ইন্নি-রাহিলাতুন, মিসর, ১৯৫৫।

(৩১) ইবনে খাল্লিকান — অফিয়াতুল আঁইয়ান, ২য় খন্ড, কায়রো, ১৯৩১।

(৩২) ইয়াকুব ইবনে রাফাইল সানু, আবু নাদারা — মুলইর মিস্র অথা ইউকামিহ, বৈরুত, ১৯১২।

(৩৩) ইব্রাহীম আবদুল কাদির আল মাযিনী — কাবযাতুর রিহ্, মিসর, ১৯৪৮।

(৩৪) ইব্রাহীম, হাফেজ — দিউয়ানু হাফেজ ইব্রাহীম, আমিরিয়া প্রেস, কায়রো, ১৯৫৫।

(৩৫) উমর দাসুকী — ফিল আদাবিল হাদীছ, প্রথম খন্ড ও দ্বিতীয় খন্ড, দারুল উলুম, মিসর, ১৯৫৯।

(৩৬) এনামুল হক — আস সাবউল মুয়াল্লাকা, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭২।

(৩৭) খান ও রহমান — মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৪।

(৩৮) খলীল ইয়াযিজী — মুরুয়া ওয়াল অফা, বৈরুত, ১৮৮৪।

(৩৯) জুরজী যায়দান — তারিখু আদাবিল লুগাতিল আঁরাবিয়া, ৪র্থ খন্ড, দারুল হিলাল, মিসর।

(৪০) জীবরান খলীল জীবরান — আল বাদায়ে অত্তারায়েফ, বৈরুত।

(৪১) জহবী, জামীল সিদকী — হাউলুন নাছর ওয়াশ শি'র, কায়রো।

(৪২) -ঐ- — দিউয়ানুজ জহবী, কায়রো, ১৯২৪।

(৪৩) জামালুদ্দীন রামাদী — খলীল মাত্রান - শাইরুল আখতারিল আঁরাবিয়া, মিসর।

Dhaka University Institutional Repository

(৪৪) তুহা হোসাইন, ডক্টর — আল আইয়্যাম, ৩য় খন্ড, মিসর, ১৯৭৪ ।

(৪৫) -ঐ- — মিন শি'রি জাহীলিল ইউনান, কায়রো, ১৯২০ ।

(৪৬) তাওফিকুল হাকীম — আত তা'য়াদুলীয়া, নমুজুজীয়া প্রেস, কায়রো, ১৯৫৫ ।

(৪৭) -ঐ- — মুহাম্মদ (দঃ), মা'রিফ প্রেস, ১৯৩৬ ।

(৪৮) নিখিল সেন - — এশিয়ার সাহিত্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১ ।

(৪৯) নাখলা আল ইয়াসুফী, আবু রাকাইল - আল মুখতারাত, ১ম ও ২য় খন্ড, মিসর ।

(৫০) ফরীদ আবু হাদীদ — ইবনা তুল মামলুক, মিসর, ১৯২৬ ।

(৫১) বাশির হাশিমী, — দিরাসাত ফিল আদাবিল হাদীছ, লিবিয়া, ১৯৬৭ ।

(৫২) বুস্তানী — তাতাবুরু শি'রিল হাদীছ ফি মিসর, কায়রো ।

(৫৩) মুহাম্মদ তাইমুর — আশ শাইখুল যুমা ওয়া কাসাসু উখরা, ১৯২৭, কায়রো ।

Dhaka University Institutional Repository

(৫৫) মুহাম্মদ তাইমুর, মুয়াল্লাকাত মুহাম্মদ তাইমুর, কায়রো ।

(৫৬) -ঐ- হাইয়াতুনা তামছিলিয়া, কায়রো ।

(৫৭) মাহমুদ তাইমুর এইসানু লিল্লাহে ওয়া কামাসু উখরা, মারিফ প্রেস, ১৯৪৯ ।

(৫৮) -ঐ- দিরাসাত ফিল কিসুমাতি ওয়াল মাস্‌রাহ, কায়রো, ১৯৩৬ ।

(৫৯) মুহাম্মাদ মানদুর, ডক্টর- মুহাযারাত ফিশ শিরি মিসর, বাদাশ শাওকী, কায়রো, ১৯৫৭ ।

(৬০) -ঐ- আল মাসরাহুন নছরী, কায়রো, ১৯৫৯ ।

(৬১) মিখাইল নাঈমা আল গিরবাল, কায়রো ।

(৬২) মাহমুদ কামিল আল মাসরাহুল জাদীদ, ইদারাতুল হিলাল, মিমিস্থর, ১৯৩২ ।

(৬৩) রহিম, মাওলানা আবদুর-আসহাবে কাহাফের কিস্‌সা, ঢাকা, ১৯৭৪ ।

(৬৪) লতীফ, শারারাহ্‌, আবদুল- খলীল মাত্রান, বৈরুত, ১৯৬৪ ।

(৬৫) শওকী যাইফ, ডক্টর; শওকী শাইরুল আস্‌রিল হাদীছ, দারুল মারিফ, মিসর, ১৯৫৩ ।

(৬৬) শওকী বেক, আহমদ- মজনু লাইলা, মিসর, ১৯১৬ ।

(৬৭) -ঐ- দিউয়ানু শওকী, ১ম খন্ড, কায়রো ।

Dhaka University Institutional Repository

(৬৮) শকীব আব্রী — আনা ওয়াশে শির্র, কায়রো, ১৯৫৯ ।

(৬৯) সাজ্জাদ হোসাইন, সৈয়দ:- আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৭৫ ।

(৭০) সাত্তার, আবদুস — আধুনিক আরবী সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৭৪ ।

(৭১) হোসাইন, হাইকাল — জয়নাব, কায়রো, ১৯২৯ ।

(৭২) হাসান আল যাইয়াত — তারিখে আদাবে আরবী,
অনুদিত গ্রন্থ, লাহোর, ১৯৬১ ।

(৭৩) হামীদ আল মিজরাব, আবদুল- কাযাইয়া মাসরাহিয়াত, মাকতাবুল ফিকর,
লিবিয়া, ১৯৭০ ।

(৭৪) Arberry.A.J. — Modern Arabic Poetry,
Taylor's Foreign Press, London, 1950.

(75) Aziz-A.Mojid, A — Modern Arabic Short Stories,
Marif Press, Cairo.

(76) Cromer - The Earl of Modern Egypt,
London, 1908.

(77) Devish, Denish, Jonson-Modern Arabic Short Stories,
London, 1976.

(78) Encyclopedia of Britanica - William Benton, (Chicago, London, Tokyo, Zeneva, Manila) New Edi. Vol. 2, 1973.

(79) -do- Vol. VIII, 1972.

(80) Encyclopedia of Islam-New Edition. Vol. I, London, 1962.

(81) Gibb, H.A.R. — Studies on the civilization of Islam,
London, 1972.

(82) Hitti, P.K. — History of the Arabs,
Edinburgh, Ninth Edition, 1966.

Dhaka University Institutional Repository

(83) Holt, P.M. The Cambridge History of Islam, Cambridge University Press, 1970.

(84) Imamuddin, S.M. A modern History of the Middle East and North Africa, Dacca, 1964.

(85) Nicholson, R.A. A Literary History of the Arabs, Cambridge University Press, 1956.

(86) Newman, Francis, W. Hand book of Modern Arabic, London, 1866.

(87) Refat Bey The awakening of Modern Egypt, Beirut,

(88) Tahir Khemirt Leaden in Contemporary Arabic Literature, Cairo, 1930.

(89) Tom, little Modern Egypt, London, 1967.

(90) Winder, R.Beyly, J.T.- An introduction to modern Arabid, London, 1958.

Dhaka University Institutional Repository

-: জার্নাল :-

(৯১) আল আহরাম — কায়রো, ১৯৩১ ।

(৯২) -ঐ- — কায়রো, ১৯৩৩ ।

(৯৩) আল আদাব, — প্রথম সংখ্যা, বৈরুত ।

(৯৪) আল জিনান — মিসর, ১৮৭০ ।

(৯৫) আল মুকতাত্বফ — মিসর, ১৯৪৭ ।

(৯৬) আল সিয়াসাহ — কায়রো, ১৯২৮ ।

(৯৭) আল সাবাহ — কায়রো, ১৯৩৩ ।

(৯৮) আল রিসালাত — কায়রো, ১৯৪৬ ।

(৯৯) আল হাক্কিক — কায়রো, ১৯৩৬ ।

(১০০) আল হিলাল — দারুল হিলাল, মিসর, ১৯২৩, ১৯২৭, ১৯২৮, ১৯২৯, ১৯৩৮, ১৯৩৯ ।

(১০১) মার্য়ারেফ, — আজমগড়, জুলাই, ১৯৪১ ।

(১০২) মাজাল্লাতু মাজমাইল লুগাতিল আরাবিয়্যা, — মিসর, ১৯৫৮, ১৯৫৯ ।

(১০৩) মাজাল্লাতু মাজমাইল কুয়াল্লিল আউয়াল-লি লুগাতিল আরাবিয়্যা — কায়রো, ১৯৫১ ।

Dhaka University Institutional Repository

(104)	B.S.O.S.	Vol.II, University of London.
(105)	B.S.O.S.	Vol.V, -do-
(106)	-do-	Vol.VIII, -do-
(107)	-do-	Vol.IX, -do-
(108)	-do-	Vol.XXIII, -do-
(109)	-do-	Vol.XXIX, -do-
(110)	Egyptian Gazette	Cairo, 1933.
(111)	Islamic Literature,	Kashmiri Bazar, Lahore. Vol.XV, VII.
(112)	-do-	New Edition, 1963.
(113)	Islamic Review,	London, 1955.
(114)	Pakistan Observer	Dacca, 1964.

-:(THE END):-

==========